আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

মে, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মে, ২০২১ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে মে, ২০২১

খোরাসান | তালিবানদের কাতারে শামিল হল আরো ৯০ কাবুল সৈন্য

আফগানিস্তানের বালখ ও কান্দাহার প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৯০ জন কাবুল সরকারী সেনা ও পুলিশ সদস্য তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালেবান এক বিবৃতিতে বলেছে যে, আজ ৩১ মে সোমবার, আফগানিস্তানের বালখ প্রদেশের চারবোলাক, শুলগর, খাস-বালখ, শর্টা এবং দওলতাবাদ জেলা থেকে ৪৫ জন কাবুল সরকারী সেনা ও পুলিশ সদস্য তাদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং সত্য ঘটনাগুলি উপলব্ধি করে মুজাহিদিনের কাতারে এসে যোগদান করেছেন।

তালিবানদের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশনের কর্মকর্তারা আত্মসমর্পনবারী এসব সামরিক সদস্যদের স্বাগত জানিয়েছেন।

এছাড়াও কান্দাহার প্রদেশের জেরাই জেলা থেকেও ৪৫ কাবুল সরকারী সেনা তালিবানদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

তালিবানের সামরিক মুখপাত্র- ক্বারী ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেছেন, দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশনের প্রচেষ্টায় এসব সৈন্যরা মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। যারা দুর্নীতিবাজ কাবুল প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুজাহিদিনের কাতারে এসে যোগ দিয়েছিল।

অনেক আত্মসমর্পণকারী কাবুল সেনা তালিবানদের হাতে প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং ট্যাঙ্ক ও রেঞ্জার গাড়িও হস্তান্তর করেছে।

মালি | মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা, ৬ সৈন্য ও ২টি গাড়ি নিষ্ক্রিয়

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির সিকাসো অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার একদল (জিএনআইএম) জানবায মুজাহিদিন। এতে ৫ পুলিশ ও এক সেনা সদস্য নিহত এবং ২টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

বামাকো নিউজ ও মুজাহিদ সমর্থক স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ মে রবিবার, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আইভোরি-কোষ্ট এবং গিনি সীমান্ত থেকে একশ কিলোমিটার দূরে এবং মালির বোগৌনি শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে তৃদেশীয় সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত মালিয়ান মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম ৫ পুলিশ ও এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্টটিও, এছাড়াও উক্ত অভিযানে চেকপোস্টে থাকা মুরতাদ বাহিনীর ২টি গাড়িও ধ্বংস হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সরকার পন্থি মিডিয়াগুলো এই হামলার বিষয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, এতে ২ পুলিশ সদস্য ও ৪ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাদের এমন দাবীকে মিথ্যা বলছেন স্থানীয় মুজাহিদগণ। তাদের দাবি, হামলার সময় ঘটনাস্থলে কোন বেসামরিক নাগরিক ছিলেন না, আর বেসামরিক নাগরিকরা কখনোই মুজাহিদদের টার্গেট না। মুজাহিদগণ খুবই দক্ষতার সাথে অল্প সময়ের মধ্যে এই অভিযানটি সম্পূর্ণ করেছিলেন।

কেনিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করল আল-কায়েদা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্রুসেডার বাহিনীর দুটি ভিন্ন ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৩০ মে রবিবার রাতে, উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার ওয়াজির কাউন্টিতে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর ভিন্ন ২টি ঘাঁটিতে মুজাহিদিন কর্তৃক সফল আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

আরো দাবি করা হয়েছে যে, ওয়াজির কাউন্টির কারসু এবং ওরজাদুদ এলাকায় অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি ঘাঁটিই হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং ক্রুসেডার বাহিনী উভয় ঘাঁটি ছেড়েই পালিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ৮ দিনের মধ্যে কেনিয়ার ভিতরে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধ ৯টি আক্রমণ চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার মধ্যে ম্যান্দেরায় ২টি, লামুতে ৩টি ওয়াজিরে ২টি আক্রমণন চালানো হয়েছিল।

সোমালিয়া | শাবাব মুজাহিদদের সফল হামলায় ১৮ মুরতাদ সৈন্য খতম

পূর্ব আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ এক হামলায় ৫ সৈন্য নিহত এবং ১৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত ২৯ মে শনিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের জাওহার শহর ও রাজি আইলি জেলার মধ্যবর্তী এলাকায় সোমালিয় মুরতাদ মিলিশিয়া ও আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব

মুজাহিদিনের মধ্যে তীব্র একটি লড়াই সংঘটিত হয়। কয়েক ঘন্টা যাবৎ উভয় বাহিনীর মাঝে এই লড়াই চলতে থাকে।

যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে, হারাকাতুশ শাবাবের তীব্র হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৫ মিলিশিয়া নিহত এবং আরো ১৩ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

পাকিস্তান | তালিবানের আইইডি বিস্ফোরণে মুরতাদ বাহিনীর আইইডি বিশেষজ্ঞের একটি টিম নিষ্ক্রিয়

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে মাইন নিষ্ক্রিয়কারী মুরতাদ বাহিনীর ১টি জামার গাড়ি ও পুরো একটি টিমকে আইইডি হামলার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন পাক-তালিবান মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৩০ মে রবিবার, ওয়াজিরিস্তানের গরিয়ম সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর পুরো একটি টিমকে তাদের গাড়িসহ হত্যা করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন

দলটির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার মুজাহিদিনরা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সহায়তায় আইইডি বিস্ফোরণের মাধ্যমে নাপাক সেনাবাহিনীর একটি যানকে লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন। আইইডি বিস্ফোরণে গাড়িটিতে থাকা সমস্ত সামরিক কর্মী নিহত ও আহত হয়েছে, এসময় মুরতাদ সৈন্যদের গাড়িটিও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

জানা যায় যে, পাক-তালিবানের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া দলটি ছিল পাকিস্তান মুরতাদ সামরিক বাহিনীর মাইন নিষ্ক্রিয়কারী দলের গুরুত্বপূর্ণ একটি টিম।

মোবাইল আসক্ত এসএসসি শিক্ষার্থীকে বকা দেয়ায় আত্মহত্যা

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাবা ও মায়ের সঙ্গে অভিমান করে ফাতেমা আক্তার (১৭) নামের এক এসএসসি শিক্ষার্থী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শনিবার দুপুর ১২টার দিকে বেগুনবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ফাতেমার বাবা আবদুস সালাম যুগান্তরকে জানান, মেয়ে প্রায় সময়ই মোবাইল নিয়ে থাকতো। ঠিকমতো লেখাপড়া করতো না। এ নিয়ে তার মা তাকে অনেক বকাবকি করতো। আজ আমি নিজেও তাকে বকা দিয়েছি।

'এরপর দুপুরে মেয়ের রুমের দরজা বন্ধ দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি করি। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙে দেখি ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে।'

পরে অচেতন অবস্থায় দুপুর ১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক এসআই বাচ্চু মিয়া যুগান্তরকে জানান, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

ফাতেমা ভোলার বোরহানউদ্দিনের মাইনকারহাট গ্রামের গাড়িচালক আব্দুস সালামের মেয়ে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার বেগুনবাড়িতে একটি ভাড়া বাসায় পরিবারের সঙ্গে সে থাকতো।

দুই বোন এক ভাইয়ের মধ্যে সে ছিল ছোট। তেজগাঁও আইডিয়াল স্কুল থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল ফাতেমার।

ইমামকে পেটালেন আ'লীগ নেতা, হেফাজতের নেতা বানিয়ে মামলার হুমকি

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য হাসান আলী ওরফে হাসান মেম্বার মাদকাসক্ত হয়ে প্রকাশ্যে সড়কের উপর গাড়ি থামিয়ে মসজিদের এক ইমামকে পিটিয়েছে।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চাঁরাগাঁও সীমান্ত সড়কের উপর নিজ বাড়ির অদূরে হাসান মেম্বার মসজিদের ইমামকে পেটায়। হাসান উপজেলার উত্তর শ্রীপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও ওই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য।

শারীরিকভাবে মারধরের শিকার হয়েছেন উপজেলার উত্তর শ্রীপুর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী বাঁশতলা দারুল হেদায়েত হাফিজুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানার মুহতামিম এবং মসজিদের ইমাম মাওলানা ওমর ফারুক।

এ ঘটনার আগে একই দিন একটি সালিশ বৈঠকে মাদকাসক্ত হয়ে প্রবেশ ও কথা বলা অবস্থায় ওই ইউপি সদস্যের একটি ভিডিওচিত্র ভাইরাল করেন স্থানীয়রা। এরপর মসজিদের ইমামকে পেটানোর ঘটনায় বিচার চেয়ে সাধারণ লোকজন প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল করেন।

মারধরের শিকার মসজিদের ইমাম গণমাধ্যমকে জানান, উপজেলার সীমান্ত এলাকায় কথিত একটি মাজারে করোনাকালীন গান-বাজনার আয়োজন বন্ধে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা আমির উদ্দিনের সভাপতিত্বে জঙ্গলবাড়ি মোড়ে সালিশ বৈঠক বসে। মাদকাসক্ত হয়ে হাসান মেম্বার সালিশে আলোচনা চলাকালীন প্রবেশ করে বেসামাল কথাবার্তা বললে সালিশে থাকা লোকজন তাকে সালিশ বৈঠক থেকে বের করে দেন।

এদিকে সালিশ বৈঠকে থাকা মসজিদের ইমাম মাওলানা ওমর ফারুক ভগ্নিপতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজ প্রতিষ্ঠান ও নিজ বাড়ি বাঁশতলায় ফেরার পথে সড়কে মোটরসাইকেল থামান হাসান মেম্বার। মাওলানা ওমর ফারুক বলেন, মাদকাসক্ত অবস্থায় প্রকাশ্যে সড়কের উপর আমাকে হাসান মেম্বার কিলঘুষি মারতে থাকেন। প্রতিরোধে এগিয়ে আসায় আমার ভগ্নিপতি জালালকেও মারধর করেন তিনি। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা সেবা নিলে কিংবা এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলে হেফাজত নেতা বানিয়ে উল্টো আমাকে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে ইউপি সদস্যের লোকজন।

মাস্ক পরে জনসমক্ষে ধর্ষণ ও খুনের পলাতক আসামি বসুন্ধরার এমডি আনভীর

দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার পর হঠাৎ করেই জনসমক্ষে এল বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীর। শনিবার (২৯ মে) শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের (২০২১-২৪) নির্বাচন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় করে।

এ বিষয়ে বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকাধীন 'কালের কণ্ঠ' ও 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকা দুটিতে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে খবরও প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আনভীরকে ছাইরঙা টুপি, কালো সানগ্লাস, কালো মাস্ক, কালো টি-শার্ট ও গাঢ় নীল প্যান্ট পরিহিত বসা অবস্থায় দেখা যায়, যা খবরটির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ১৯ এপ্রিল রাতে রাজধানীর গুলশানের অভিজাত ফ্ল্যাটে কলেজছাত্রী মোসারাত জাহান মুনিয়ার মৃত্যুর ঘটনায় 'আত্মহত্যার প্ররোচনা' মামলায় একমাত্র অভিযুক্ত আসামি সায়েম সোবহান আনভীর। ঘটনার পর সে দেশে আছে নাকি বিদেশে পালিয়ে গেছে, সেই বিষয়ে কোনো তথ্যই দিতে পারেনি আওয়ামী পেটুয়া বাহিনী। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মুনিয়ার ফ্ল্যাটে আনভীরের যাতায়াতের প্রমাণ তারা পেয়েছে। এ ঘটনায় আনভীরের কোনো বক্তব্য কোনো গণমাধ্যমই পায়নি। অন্যদিকে আলোচিত এই মামলায় আনভীরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা কর্মসূচি পালন করে অনেকগুলো সামাজিক সংগঠন।

গত ২৬ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যার পর রাজধানীর গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে মোসারাত জাহান মুনিয়ার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীরকে আসামি করে মামলা করেন মুনিয়ার বোন নুসরাত জাহান। মামলার এজাহারে বাদী বলেন, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মোসারাত জাহান মুনিরা। দুই বছর আগে মুনিরা ও আনভীরের মধ্যে পরিচয় হয়। এরপর থেকে তারা বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় দেখা করতেন। তাদের প্রায় সময় মোবাইল ফোনে কথা বলতেন। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুনিয়ার মৃত্যুর ঘটনার পর থেকে আনভীরকে পাওয়া যাচ্ছে না, গণমাধ্যমে এ খবর প্রকাশ হয়। তিনি দেশ বা বিদেশে আছেন, সে বিষয়েও কেউ সঠিকভাবে অবগত নন।

উল্লেখ্য, আনভীরের সাথে বর্তমান সরকারের হাত থাকায় শুরু থেকেই সরকারী বাহিনী ও মিডিয়া তার পক্ষ নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।

সূত্র:দৈনিক জাগরণ

৩০শে মে, ২০২১

সব খোলা থাকলেও শুধু স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশ, মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি হয়েছে। এসব কর্মসূচি শেষে একই দাবিতে আগামী মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপমৃত্যু ঘটা' প্রশাসনের প্রতীকী মিছিল নিয়ে খাটিয়া মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

'হল-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দাও আন্দোলন' ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা আজ রোববার সকালে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশের আয়োজন করেন।

সমাবেশে অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান আসিফ নজরুল বলেন, দেশের অফিস-আদালত, গার্মেন্টস, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, গণপরিবহন, শপিং মল—সবই খোলা আছে। উৎসব, আয়োজনও হচ্ছে। তাহলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কেন? এ প্রশ্ন আমাকেও পীড়িত করে। এর কারণ কী হতে পারে? এর অন্যতম কারণ সরকারের মধ্যে থাকা বৈষম্যের নীতি। সরকারে যাঁরা আছেন, এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই শুধু নন, আমলারাও আছেন, তাঁদের অধিকাংশের সন্তান-পরিবার-পরিজন বিদেশে থাকেন। অন্তত বাংলাদেশের কোনো ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে, অত্যন্ত সাপোর্টিভ একটা সিস্টেমে তাঁরা থাকেন। তাঁদের পড়াশোনায় কোনো অসুবিধা হয় না। অসুবিধা হয় নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের। তাঁদের নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

আসিফ নজরুল অভিযোগ বলেন, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু বর্তমান সরকারের কাছে জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে শাসন। শাসনকার্যের জন্য যা দরকার—গার্মেন্টস-শিল্পপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা, উৎসব আয়োজন, শপিং মল, গণপরিবহন খোলা রাখা; অর্থাৎ শাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য যা দরকার, তাতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। সমস্যা হচ্ছে রাজনীতি ও শিক্ষা নিয়ে। এ দুটিকে বন্ধ রাখতে পারলেই সরকার নিরাপদে থাকে। শিক্ষাঙ্গন বন্ধ থাকলে তারা যা-ই করুক, তার কোনো প্রতিবাদ হবে না। এ প্রতিবাদ সরকারের শাসন পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, এ ধরনের সামান্য আশঙ্কা থেকেই তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রেখেছে। মনে হচ্ছে, সম্ভব হলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে তৈরি আছে। সবাই গোল্লায় যাক, আমরা ক্ষমতায় থাকি নিরাপদে। কোনো প্রতিবাদ, আন্দোলন যেন না হয়। এ অবস্থার তীব্র নিন্দা জানাই।'

অধ্যাপক আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবটি দেখা হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাদক, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি প্রবণতা আসছে। দেশে খেলার মাঠ নেই। গ্রামগঞ্জে যেসব ছেলেমেয়ে ঘরের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে আছে, তারা সারাদিন কী করবে? যৌবন হচ্ছে সৃষ্টি, বিদ্রোহ ও নিজেকে গড়ার সময়। এ রকম একটা সময়ে বাংলাদেশের কোটি কোটি তরুণকে করোনার কারণ দেখিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। অবিলম্বে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার অনুরোধ করছি। আমি বলছি না যে সবাইকে একসঙ্গে ক্লাস করানো হোক। অনেক ধরনের পদ্ধতি আছে—বিকল্প ক্লাস নেওয়া যেতে পারে, সপ্তাহে দুদিন ক্লাস নেওয়া যেতে পারে, গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলো সপ্তাহে অন্তত এক-দুদিন খোলা রাখা যেতে পারে।’

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাটা সরকারের ব্যর্থতা। সরকার যদি জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাকে ধ্বংস করে, আমরা বসে থাকব না। শিক্ষার্থীরা আজকে হতাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন আজ ভূলুণ্ঠিত।’

অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র সাদিক মাহবুব ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা না করে উপাচার্য এখনো কীভাবে সুস্থ আছেন, এই প্রশ্ন আমাদের করা দরকার। শিক্ষার্থীদের সমস্যার দায়ভার প্রশাসনকে নিতে হবে। কারণ, আমাদের ক্লাস-পরীক্ষা ঠিকমতো নেওয়াটা তাঁদেরই দায়িত্ব। অথচ তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেই।’

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা আসিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে তাঁদের সঙ্গে আসিফ নজরুল ও আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহও ছিলেন। ঘণ্টাখানেক অবস্থানের পর নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন এ আন্দোলনের নেতা আসিফ মাহমুদ।

আসিফ মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভাবনায় শিক্ষার্থীদের দুরবস্থার বিষয়টি একেবারেই অনুপস্থিত। এ প্রশাসনের অপমৃত্যু ঘটেছে বলে আমরা মনে করছি। এ মৃত প্রশাসনের প্রতীকী লাশ নিয়ে আগামী মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে আমরা খাটিয়া মিছিল করব।’ প্রথম আলো

খোরাসান | একের পর এক ইরান সীমান্ত অঞ্চলগুলো দখলে নিচ্ছে তালিবান

তালেবান মুজাহিদিন পশ্চিম আফগানিস্তানের হেরত প্রদেশের ইরান সীমান্তরেখা ধরে খুবই দ্রতভেগে অগ্রসর হচ্ছে। দখলে নিচ্ছে একের পর এক সীমান্ত অঞ্চল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইরান-আফগান সীমান্তবর্তী বুলগেনিন ও কুহিস্তাত সংলগ্ন এলাকাগুলোতে তালিবান ও মুরতাদ কাবুল বাহিনীর মাঝে সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছে। তালিবান কাবুল বাহিনী থেকে অঞ্চলগুলির একের পর এক এলাকা দখলে নিচ্ছে। হেরাতে কাবুল সরকারের নিযুক্ত গভর্নরের দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, ইরান-

আফগানিস্তান ট্রেন লাইনের সুরক্ষায় থাকা কাবুল বাহিনীও উক্ত অঞ্চলগুলোতে তালিবানের হামলা থেকে এখন আর নিরাপদ নয়, তারাও এখন তালিবানদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ ৩০ মে সকাল বেলায়ও ইরান-আফগানিস্তান ট্রেন লাইনে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছে তালিবান মুজাহিদিন। যাতে ৬ কাবুল সৈন্য নিহত এবং আরো ডজনখানেক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

তালেবান মুজাহিদনরা সম্প্রতি হেরাতের পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলে তাদের আক্রমণ তীব্র করেছেন, এসব অঞ্চলগুলোর সিংহভাগই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে তালিবান। এদিকে আজ (৩০ মে) বিকাল বেলায় তালিবান মুজাহিদগণ হেরাত প্রদেশের দ্বিতীয় সবাচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জেলা ঘোরিয়ানার কেন্দ্রীয় বাজার দখলে নিয়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কাছে আসা তথ্যমতে তালিবান জেলাটির কেন্দ্রে বিকাল বেলায় ঢুকে পড়েছেন এবং তীব্র লড়াই শুরু করেছেনতালেবান মুজাহিদনরা সম্প্রতি হেরাতের পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলে তাদের আক্রমণ তীব্র করেছেন, এসব অঞ্চলগুলোর সিংহভাগই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে তালিবান। এদিকে আজ (৩০ মে) বিকাল বেলায় তালিবান মুজাহিদগণ হেরাত প্রদেশের দ্বিতীয় সবাচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জেলা ঘোরিয়ানার কেন্দ্রীয় বাজার দখলে নিয়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কাছে আসা তথ্যমতে তালিবান জেলাটির কেন্দ্রে বিকাল বেলায় ঢুকে পড়েছেন এবং তীব্র লড়াই শুরু করেছেন।

https://ibb.co/D1z2GK3

২০২০ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সাথে স্বাক্ষরিত দোহার চুক্তির আওতায় তালিবান মুজাহিদিন শান্তি প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ দেশজুড়ে আক্রমণ হ্রাস করেছিল। সেসময় তালিবান প্রাদেশিক এবং জেলা কেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ বন্ধ রেখেছিল।

কিন্তু দোহা চুক্তি অনুযায়ী ১ মে এর মধ্যে ক্রুসেডার মার্কিন ও বিদেশী বাহিনী দেশ থেকে সরে না যাওয়ায়, তালিবানরা এখন দেশজুড়ে প্রাদেশিক এবং জেলা কেন্দ্রগুলোতে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করতে শুরু করেছে। তারা ইতিমধ্য ৯টি জেলা দখলে নিয়েছে।

https://ibb.co/CPhDhNQ

এদিকে হেরাত প্রদেশ হচ্ছে আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। বর্তমানে প্রাদেশিক কেন্দ্র হেরাত শহরেও তালিবান মুজাহিদদের প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এছাড়াও হেরাত হচ্ছে মুরতাদ কাবুল সরকারের অন্যতম সহকারী ও নামধারী ইসলামিক দল জামায়াতে-ই ইসলামীর অন্যতম দুর্গ। প্রদেশটিতে দিন দিন কাবুল বাহিনী ও তাদের সহকারীদের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে।

https://ibb.co/rmg4M2z

প্রদেশ জুড়ে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী থেকে কয়েকগুণ এগিয়ে আছে তালিবান। কেননা তালিবানরা এখন হেরত প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের পাশাপাশি উত্তর অংশও নিয়ন্ত্রণ করছে। কেন্দ্রীয় শহরগুলো ছাড়া প্রদেশটির ৮৫-৯০% এলাকাই বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করছে তালিবান মুজাহিদিন।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের মাইন বিস্ফোরণে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মুরতাদ সেনাদের উপর সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন পাক-তালিবান। এতে কমপক্ষে ২ সৈন্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৯ মে সকাল ৭ টা নাগাদ, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সররোগা সীমান্ত এলাকায় দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক কাফেলায় পরপর ২টি মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, এতে ৩ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আরো কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র- মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় এই হামলার দায় স্বীকার করে জানান যে, হামলায় কমপক্ষে ২ নাপাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

সোমালিয়া | আল-শাবাবের হাতে এক অফিসার সহ ৯ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য খতম

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির এক সেনা অফিসারসহ তার সাথে থাকা ৯ সৈন্যকে হত্যা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৯ মে, দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের আফমাদু এবং কোগানি শহরের মধ্যবর্তি সড়কে মুরতাদ মিলিশিয়াদের একটি সামরিক কাফেলায় আক্রমণ করেছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

ফলশ্রুতিতে মুরতাদ বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার সহ সরকারী মিলিশিয়া সদস্যদের ৯ সৈন্য নিহত হয় এবং তারা যে গাড়িতে যাত্রা করেছিল সেটিও ধ্বংস করে দেন শাবাব মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলার শিকার মুরতাদ মিলিশিয়াদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে সেখানে আরো একটি সেনা কাফেলা এসেছিল। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর এই কাফেলাটিও মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়।

এসময় মুরতাদ সৈন্যদের একটি সামরিক যান ধ্বংস এবং তাদের বেশিরভাগ সৈন্য মুজাহিদদের হামলার হয় মৃত্যুবরণ করে নাহয় গুরুতর আহত হয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

বিপদসীমায় তিস্তার পানি

ভারি বর্ষণ ও উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। ফলে বন্যার পদধ্বনি দেখা দিয়েছে তিস্তা অববাহিকায়। এতে তিস্তা চরের মানুষ আতংকিত হয়ে পড়ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে তিস্তা চরের কয়েকশত একর জমির পাট, বাদাম, মরিচ, তিল, ধান বীজততলা ক্ষেত পানির নিচে তলিয়ে গেছে। চরের বেশ কিছু ঘরবাড়িতে পানিতে প্লাবিত হয়েছে।

শনিবার বিকেল ৩টায় লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে তিস্তার পানি ৫২.৫০ বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ব্যারাজের ৪৪টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে।

ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সূত্রে জানা যায়, শনিবার বেলা ৩টার পর থেকে তিস্তার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকাল ৯টায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে পানি ৫২.৪৫ বিপদসীমার ১৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়া পর বিকাল ৩টার তিস্তার পানি ৫২.৫০ সেন্টিমিটার অতিক্রম করে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

জানা গেছে, গত দুই দিন ধরে উজানের পানি ও ভারী বর্ষণের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে লালমনিরহাটের পাটগ্রামের দহগ্রাম, হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারী, সানিয়াজান, সিঙ্গীমারী, সিন্দুর্না, পাটিকাপাড়া, ডাউয়াবাড়ী এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, পাটগ্রামের দহগ্রাম, হাতীবান্ধা সিন্দুর্না, কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী, কাকিনা, আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা,পলাশী, সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ, রাজপুর, গোকুণ্ডা, ইউনিয়নের তিস্তা নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলের পানি প্রবেশ করছে। এতে কৃষকের পাট, কুমড়া, মরিচ, বাদাম, তিল, ধান বিজ তলা গত দুইদিন ধরে পানির নিচে তলিয়ে আছে।

তিস্তা চরের কৃষক আনোয়ার হোসেন জানান, নদীর পানিতে ধানের বীজতলা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন বর্ষা মৌসুমে ধান রোপন নিয়ে দুচিন্তায় আছি।

তিস্তার ব্যারাজ এলাকার জেলে আকবার আলী বলেন, গত দুই দিন থেকে তিস্তা পানি বৃদ্ধি পাওয়াতে আমরা নদীতে মাছ ধরতে পারছি না আর জালেও মাছও উঠছে না।

হাতীবান্ধা উপজেলার চর সিন্দুর্না গ্রামের মফিজার রহমান বলেন, হঠাৎ করে তিস্তার পানি বৃদ্ধি পাওয়ার আমরা আতংকে আছি। যেভাবে পানি বাড়ছে তাতে চর এলাকায় বন্যা দেখা দিতে পারে। সেই সাথে প্রচুর ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।

এবিষয়ে ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম বলেন, উজানের পানি ও বৃষ্টির কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার বিকেল থেকে তিস্তার পানি বিপদসীমা ১০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ফিলিস্তিন জুড়ে চলছে ইসরাইলী তান্ডব, ২ হাজারেরও অধিক মুসলিম গ্রেফতার

দখলদার ইসরাইলী বাহিনী অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে নতুন উদ্যোমে মুসলিমদের পাইকারি হারে গ্রেফতার করা শুরু করেছে। ফিলিস্তিন জুড়ে চলমান এ গ্রেফতার অভিযানে দুই হাজার অধিক নিরাপরাধ মুসলিমকে আটক করেছে দখলদার ইসরাইল।

গত ২৮ মে শুক্রবার আরব তাৎক্ষণিক কমিটি জানায়, সাম্প্রতিক গ্রেফতার অভিযানে অভিশপ্ত ইহুদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল তিন শতাধিক অভিযান চালিয়ে ১৭০০-এরও অধিক ফিলিস্তিনি মুসলিমকে আটক করেছে।

ফিলিস্তিনে কর্মরত প্রত্যক্ষদর্শী, ওয়াচডগ জানিয়েছে, দখলদার ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের তথাকথিত "আইন বাস্তবায়ন" ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন করে ফিলিস্তিনি মুসলিমকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

যদিও গত ২৮ মে শুক্রবার ইসরাইলী পুলিশ এক বিবৃতিতে জানায়, প্রায় ৭০ জনের মতো ফিলিস্তিনিকে তারা গ্রেফতার করেছে। সাম্প্রতিক চলমান গ্রেফতার ক্যাম্পেইনে তারা ৪১৮ মুসলিমকে আটক করেছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, গত দুই সপ্তাহের গ্রেফতার অভিযানে ২ হাজারেরও অধিক ফিলিস্তিনিকে তারা আটক করেছে। আর প্রায় ১৭৫ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আরব তাৎক্ষণিক কমিটি আরো জানায়, লুদ শহরের অবরুদ্ধ মুসা হাসুনেহ ও অবরুদ্ধ উম আল ফাহেমের মুহাম্মাদ কিউয়ানেই শুধু ১৫০ বার হামলা হয়েছে।

জানা গেছে, রাজধানী জেরুজালেম সহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহরে দখলদার ইসরাইলি সৈন্যদের দ্বারা ২৫ জন সাংবাদিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। অভিশপ্ত ইহুদীদ কর্তৃক ঘরবাড়িতে ৭২ টি, গাড়িতে ১২৮ বার ও দোকানগুলোতে ৭ বার হামলার শিকার হয়েছেন ফিলিস্তিনি মুসলিমরা।

গত ১৮ ই মে মঙ্গলবার ফিলিস্তিনে ইহুদি আগ্রাসন বিরোধী সাধারন ধর্মঘটে অংশ নিয়ে অর্ধ শতাধিক ফিলিস্তিনি শ্রমিক দখলদার ইসরাইলি সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হন।

এদিকে "বিচারের জন্য আইনজীবী" নামক একটি সংগঠন জানিয়েছে, সম্প্রতি ফিলিস্তিনের রামাল্লায় দখলদার ইসরাইলি প্রশাসন ২০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে পলিটিক্যাল গ্রেফতার ধারায় আটক করেছে।

সংবাদ মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শী ওয়াচডগ জানায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি ও রাজধানী জেরুজালেম ও অবরুদ্ধ গাজার মুসলিম ভাইদের সমর্থনে সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভে অংশগ্রহণের কারণে সমাজ কর্মী ও প্রাক্তন জেলবন্দীদের রাজনৈতিক গ্রেফতারের উক্ত ধারায় টার্গেট করা হচ্ছে।

ওয়াচডগ আরো জানায়, ফিলিস্তিনি সংবিধান ও আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে গ্রেফতারকৃতদের উপর নির্যাতন, নির্মমভাবে প্রহার ও লাঞ্চিত করা হচ্ছে। আটককৃতদের তাদের আইনজীবীর সাথে দেখা করার অধিকারটুকুও হরণ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর চলমান জাতিগত নির্মূলাভিযান কবে বন্ধ হবে?

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর চলমান জাতিগত নির্মূল অভিযান বন্ধের কার্যত কোন লক্ষণ বিদ্যমান নেই। যতই দিন যাচ্ছে মৃত্যুহার উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক রোহিঙ্গা অধিকার সংরক্ষণকারী সংস্থা "বার্মিজ রোহিঙ্গা অরগানাইজেশন ইউকে" কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদন জানায়,জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত মায়ানমার প্রশাসনকে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিরাপত্তা দানের আদেশ করার পরও মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম নিধন বন্ধের কার্যত কোনো লক্ষণই নেই।"

গত ২৪ মে সোমবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালের শুরু থেকে ৯ জন দুগ্ধপানকারী ও অবুজ শিশুসহ কমপক্ষে ১৫ রোহিঙ্গা মুসলিম মায়ানমারের কঠোর দমন নিপীড়ন ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে মারা গেছে।

কীভাবে মায়ানমার তার দেশের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা গণহত্যা প্রতিরোধ করছে সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মায়ানমারের দাখিল করা কাকতালীয় রিপোর্টও প্রতিবেদনে তুলে ধারা হয়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আদালতে করা গাম্বিয়ার রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার ফলশ্রুতিতে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক আদালত একটি আদেশ জারি করে, যার কারণে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ মায়ানমার প্রশাসনকে রোহিঙ্গা গণহত্যা প্রতিরোধে তার দেশের গৃহীত সমসাময়িক প্রতিবেদনটি গত ২৩ শে মে'র মধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে জমা দেয়ার কথা ছিল।

কানাডা ভিত্তিক অন্টারিও ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীর মতে,"২০১৭ সালের ২৫ শে আগষ্ট থেকে মায়ানমার সামরিক বাহিনীর দ্বারা প্রায় ২৪ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হয়েছে, যেখানে ৩৪ হাজারেরও অধিক মুসলিমকে হত্যা করতে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল; ১ লক্ষ ১৪ হাজার রোহিঙ্গাকে নির্মমভাবে পেটানো হয়েছে, ১৮ হাজার নারী ও কন্যা শিশুকে বর্বরভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে আর কমপক্ষে ১ লক্ষ ১৫ হাজার মুসলিম ঘরবাড়ি আগুনে বিনষ্ট করা হয়েছে।"

উল্লেখ্য, গত ১ ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পতন হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের মামলায় মিয়ানমারের প্রতিনিধি অং সান সুচিকে সামরিক শাসকরা গৃহবন্দী করে বিভিন্ন অভিযোগে অন্তত ২৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।

বেসামরিক ও মিলিটারি শাসকদের অধীনে রোহিঙ্গাদের প্রতি দীর্ঘদিন অবহেলার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, শাসকদের আইন ও নীতিগুলি রোহিঙ্গাদের আরাকান রাজ্যে একটি উন্মুক্ত কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল, যেখানে তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান ও রাষ্ট্রের অন্যত্র চলাচলের স্বাধীনতা বঞ্চিত করে রাখা হয়।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, মায়ানমারের বর্তমান সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্বেও রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর চলমান জাতিগত নির্মূল বন্ধে তেমন কোন অর্থবহ পদক্ষেপ প্রশাসন নেয়নি।

প্রতিবেদনে সুপারিশ করে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে অবশ্যই মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, যেন প্রতিশ্রুতিগুলো কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে। বর্হিঃবিশ্বের সম্প্রদায়গুলোকে নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি পূরণে আন্তর্জাতিক আদালতকে রাজনৈতিক ও বাস্তবিকভাবে পরিপূর্ণ সমর্থন দিয়ে যেতে হবে।

ফটো রিপোর্ট | তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সুন্দর্য

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান শাসিত বিভিন্ন অঞ্চলের অপূর্ব ও দৃষ্টিনন্দদন প্রাকৃতিক পরিবেশের মনোরম কিছু দৃশ্য। যা ক্যামেরা বন্দী করেছেন তালিবানদের আল-ইমারহ্ ইস্টুডিও'র ফটোগ্রাফার মুজাহিদিন।

এখানে দেখা যাবে কুন্দুজ প্রদেশের দাশ্ত-আরচি জেলার আমু নদী, লাগমান প্রদেশের দৌলত-শাহ জেলা, নুরিস্তানের ওয়ামা জেলা, লাঘমানের আলিশাং জেলা ও তাখার প্রদেশের চাহ-আইব জেলার দৃষ্টিনন্দনীয় অনেক প্রাকৃতিক সুন্দর্য।

https://alfirdaws.org/2021/05/30/49595/

মালি | আল-কায়েদার হামলায় ৩ স্থানীয় সন্ত্রাসী নিহত, অনেক গণীমত লাভ

আফ্রিকার দেশ মালিতে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী মিলিশিয়াদে অবস্থানে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে সন্ত্রাসী বাহিনীর ৩ সদস্য নিহত এবং মুজাহিদগণ অনেক গনিমত লাভ করেছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মোপ্তি রাজ্যের 'কোরো' নামক গ্রামে স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনী 'দান না আমবাসাগোউ' এর অবস্থানে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন।

বিভিন্ন প্রতিবেদন হতে জানা যায়, গত ২৮ মে শুক্রবার, কোরো নামক গ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের অবস্থানে আক্রমণ করেন JNIM এর মুজাহিদিনরা। এসময় তাদের অন্তত ৩ সদস্যকে হত্যা করেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এসময় সন্ত্রাসীদের কাছে থাকা প্রচুর সংখ্যাক একে-প্যাটার্নের ও মোসিন-নাগান্ট মডেলের রাইফেল ও গুলি জব্দ করেন মমুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য, দান-না-আমবাসাগোউ হলো স্থানীয় 'দোগোন' গোত্রভিত্তিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল। এরা বিগত কয়েক বছর যাবত অন্যান্য গোত্রের মানুষদের উপর যুলুম, লুটতরাজ ও খুন-খারাবি করে আসছে। এজন্যই বাধ্য হয়ে আল-কায়েদা মুজাহিদিন মালিতে বিশেষ করে তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শান্তি রক্ষার্থে এসব সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোর উপর প্রায়ই আক্রমণ করে থাকেন।

ফিলিস্তিনি মুসলিম তরুণকে গুলি করে খুন করলো ইসরায়েলি সেনা

ইসরায়েল অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে জাকারিয়া হামায়েল (২৮) নামে এক ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন।

দেশটির গণমাধ্যম প্যালেস্টাইন ক্রনিকল জানায়, ইহুদি বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভ মিছিলে শুক্রবার ইসরায়েলি সেনাদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে ওই তরুণ প্রাণ হারান।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, নাবলুসের কাছে বেইতা গ্রামে বিক্ষোভের সময় ইসরায়েলি সৈন্যদের গুলিতে জাকারিয়া নিহত হন।

তারা আরও জানান, এ সময় আরও ১০ ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারী ইসরায়েলি সেনাদের নির্বিচার গুলিবর্ষণে গুরুতর আহত হয়েছেন।

২৯শে মে, ২০২১

এবার সন্ত্রাসী দল বিজেপির নতুন টার্গেট মুসলিম প্রধান লাক্ষাদ্বীপ

ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু ও কাশ্মিরের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা শেষ করে তার মুসলিম পরিচিতি ধ্বংস করার প্রথম উদ্যোগ নেওয়ার পরে এখন ক্ষমতাসীন মুসলিম বিদ্বেষী শক্তি বিজেপির টার্গেট একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ।

বিভিন্নভাবে অভিযোগ উঠছে যে লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসক ও বিজেপি নেতা প্রফুল খোদা প্যাটেল ৯৭ শতাংশেরও বেশি মুসলিম জনসংখ্যাসম্পন্ন এই দ্বীপের জীবনযাপন ও চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য নানা রকম পদক্ষেপ নিয়েছে।

ফলে লাক্ষাদ্বীপের মুসলিমদের এই কুখ্যাত প্রশাসককে নিয়ে তৈরি হয়েছে মারাত্মক অস্থিরতা। নতুন প্রশাসক প্রফুল প্যাটেলের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। গরুর মাংসে নিষেধাজ্ঞা, দুই সন্তানের অধিক সন্তান থাকলে অভিভাবকের পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলিম প্রধান অঞ্চল হওয়ার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুসলিম বিদ্বেষী এই বিজেপি নেতা। ভারতের বেশিরভাগ বিজেপি নেতারা মুসলিমদের জব্দ করতে বেশি করে সন্তান গ্রহণ করতে পরামর্শ দেয় হিন্দু দম্পতিদের কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে একই বিষয়ে বিষাক্ত মন্তব্য করতে দেখা যায় তাদেরকে। যেখানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই দ্বীপপুঞ্জে অপরাধের হার একেবারে নেই বললেই চলে।

সেখানে গুন্ডাদমন আইন প্রণয়ন নিয়েও শোরগোল হচ্ছে। এমনই আইন ব্যবহার করছে উত্তর প্রদেশের কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী যোগী মুসলিমদের বিরুদ্ধে একই রকম আইন ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এছাড়াও নতুন আইনে উন্নয়নের কাজে যেকোনো জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে প্রশাসনের। এই সব চরম বিতর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য এই মুসলিম বিদ্বেষী প্রশাসকের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে।

সোমবারই কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, প্রশাসকের পদক্ষেপ লাক্ষাদ্বীপের সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাপনকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন, এই ধরনের আইন কখনো মানা যায় না।

স্থানীয় এমপি মোহাম্মদ ফয়জল জানিয়েছেন, চলতি বছরের জানুয়ারির পর থেকে প্যাটেলের কারণে প্রায় ৩০০ লোক কাজ হারিয়েছেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লোকেরা তার প্রবর্তিত নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শুরু করে এবং তার কয়েক দিন পরেই কাজ হারাতে শুরু করেন অনেকেই। হায়দরাবাদের সাংসদ এবং মিম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও প্রশাসকের

দিকে আঙুল তোলেন। তিনি টুইট করেছেন, মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার লাক্ষাদ্বীপ ও সেখানকার জনগণের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে। তিনি লাক্ষাদ্বীপের কাছ থেকে দ্বীপবিরোধী সমস্ত আইন প্রত্যাহার এবং প্যাটেলকে প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণের দাবি জানান। এদিকে, গত কয়েক দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে #SaveLakshadweep ট্রেন্ড শুরু হয়। প্রধানত লাক্ষাদ্বীপ ও কেরলের মানুষেরা এই ট্রেন্ডিং শুরু করেন প্যাটেলের স্বৈরাচারী নীতির অবসানের জন্য।

উল্লেখ্য, লাক্ষাদ্বীপ ডেভলপমেন্ট অথরিটি রেগুলেশন ২০২১ (এলডিএআর) প্রশাসককে শহর পরিকল্পনা বা কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দ্বীপের বাসিন্দারা সম্পত্তি থেকে অপসারণ বা স্থানান্তর করার ক্ষমতা প্রদান করে। অন্যদিকে, ‘গুন্ডা নীতি’বিরোধী সামাজিক ক্রিয়াকলাপের আওতায় একজন ব্যক্তিকে যেকোনো সময় কোনো কারণ ছাড়াই এক বছর পর্যন্ত আটক করা যাবে।

পাশাপাশি, প্যাটেল লাক্ষাদ্বীপের স্কুল মেনু থেকে আমিষ খাদ্য সামগ্রীগুলো সরিয়ে দেন অথচ ওইসব অঞ্চলের মানুষের খাদ্যতালিকায় ওপরে দিকেই রয়েছে সামুদ্রিক মাছ। মানুষ এই নির্বিচারে অভিহিত করা ‘গুন্ডা আইন’ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ করছে। অনেক এমপি তাদের চিঠিতে অভিযোগ করেন যে প্যাটেল প্রশাসনের জারি করা আদেশ ও নিয়মগুলোতে জনগণের খাবারের পছন্দ ও জীবিকার বিষয়ে কোনরকম বিচারবিবেচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিয়াসাত ডটকমের মতে লাক্ষাদ্বীপের জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ মুসলমান এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালায় হিন্দুত্ববাদ প্রকল্পের সম্প্রসারণের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, প্যাটেলের বিরুদ্ধে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নিয়মগুলো পুরোপুরি পরিবর্তন করা ও সামাজিক বিধিনিষেধ ভাঙার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অনেকেই অভিযোগ করছেন প্রশাসনের উদাসিনতার কারণেই এই দ্বীপের ছোট্ট অঞ্চলটিতে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বেড়েছে।

খোরাসান | তালিবান মুজাহিদদের হামলায় ৬৫ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত, ৮টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

আফগানিস্তানের হেরাত, ফারয়াব ও কুন্দুজে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এতে ২৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ৩৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

গত দু'দিন ধরে মুরতাদ কাবুল বাহিনী হেরাত প্রদেশের শিন্দান্দ জেলায় তালিবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টায় অভিযান চালিয়ে আসছিল। যার ফলে গত ২৮ মে জেলাটির বিভিন্ন এলাকায় তালিবান মুজাহিদদের তীব্র হামলার শিকার হয় মুরতাদ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন মুজাহিদদের ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মুরতাদ বাহিনীন ৮টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়।

তালিবান সূত্র জানিয়েছে, মুজাহিদদের হামলায় চাংগানে শত্রু বাহিনীর ৩টি ট্যাংকে বিস্ফোরণ ঘটে, মীর কাসিম গ্রামে ১টি, খরাজ-নাউ এলাকায় ১টি এবং কারজাবি-বে এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় আরো ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। এছাড়াও এসব স্থানে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ১৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১৭ পুতুল সেনা আহত হয়।

এদিন কুন্দুজ প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে, প্রদেশটির ইমাম সাহেব জেলার কানজোগি এলাকায় মুরতাদ কাবুল সরকারের অপারেশনাল ফোর্সের সাথে (২৮ মে) সকালে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছিল, যা ঐদিন বিকেল পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না মুরতাদ সৈন্যরা পালিয়ে যায়।

সর্বশেষ তথ্য মতে, এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় শত্রুদের অপারেশনাল ফোর্সের প্রধান কমান্ডার সহ ৫ পুতুল সৈন্য মারা গিয়েছিলেন এবং আরো ১৩ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছিল। বিপরীতে এই যুদ্ধে দু'জন মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

এমনিভাবে আজ (২৯ মে) সকাল ৯ টায় ফারয়াব প্রদেশের জুমা বাজার জেলার বাদগিসি এলাকায় ইসলামী ইমারাতের তালিবান মুজাহিদিনরা মুরতাদ কাবুল সরকারের পুতুল সেনাদের উপর একটি সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ছিলেন। কারণ এই মুরতাদ সৈন্যরা সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করে আসছিল।

আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত এলাকাটিতে মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ, ফলস্বরূপ এই অঞ্চলটি মুরতাদ ভাড়াটে সৈন্যদের থেকে পুরোপুরি মুক্ত করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৮ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এ ঘটনায় ৩ জন মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

মুসলিম ছাড়া সবাইকে নাগরিকত্ব দেবে হিন্দুত্ববাদী ভারত

ভারতে মুসলমান ছাড়া সব ধর্মের লোকদের নাগরিকত্ব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারত। শুক্রবার (২৮ মে) ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে পক্ষ থেকে ওই বড় ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং গুজরাট, রাজস্থান, ছত্তিসগড়, হরিয়ানা, পাঞ্জাবের মতো রাজ্যে বসবাসকারী মুসলিমদের ছাড়া হিন্দু, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদেরকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এমনটাই জানিয়েছে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়। খবর জিনিউজের।

মুসলমান ছাড়া অন্য সবাই যাতে অবিলম্বে আবেদন করে, সেই আমন্ত্রণবার্তাও দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ এবং ২০০৯ সালে প্রণীত নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের (সিএএ) অধীনে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

২০১৯ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সিএএ ২০১৯-এর মাধ্যমে ভারতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ ও পার্সিদের সহজেই নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ এর নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) পাসের পর থেকেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল বিক্ষোভ। এমনকি দাঙ্গাও বাঁধে দিল্লিতে। ২০২০ সালেও সেই সিএএ বিরোধী ঝড় অব্যাহত থাকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সিএএ ২০১৯-এর মাধ্যমে ভারতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ ও পার্সিদের সহজেই নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া করা শুরু করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন ২০১৯ বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের চিহ্নিত করবে, ফলে অনাগরিক অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা সহজ হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অনিল মালিকের স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯, ধারা ১, উপধারা ২ মেনে ১০, জানুয়ারি ২০২০ থেকে আইন কার্যকর করা হল।' পরবর্তীতে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বন্ধ হয়েছিল সিএএর সব প্রক্রিয়া।

চিন পিং সরকারের হাত থেকে কোরআন বাঁচাতে চীনা মুসলিমদের সংগ্রাম

উইঘুর মুসলিমদের নির্মূল করতে দীর্ঘদিন ধরে নানা উপায়ে অত্যাচার চালাচ্ছে চিন পিং সরকার। নারীদের জোর করে গর্ভপাত করানো থেকে শুরু করে ছেলে-মেয়েদের উভয়কেই বন্দিশিবিরে আটকে রাখা হচ্ছে। আর এবার জানা গেল মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন বাজেয়াপ্ত করছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সরকার। শুধু তাই নয়, যাঁর কাছ থেকে কোরআন পাওয়া যাচ্ছে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচারও চালাচ্ছে। সম্প্রতি এই এরকম একটি ঘটনার সময় পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে বাঁচাতে পানিতে ফেলে দেন মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকজন মানুষ। পরে এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যেই আসতেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি চীনের আলমাটি অঞ্চলের পানফিলভ জেলার এড্যারলি গ্রামে প্রশাসনের হাত থেকে বাঁচতে কয়েকজন মুসলিম স্থানীয় ইলি নদীতে কোরআন ফেলে দেন। রেডিও ফ্রি এশিয়ার বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে জিনিউজ। সম্প্রতি খোরগাস নদীতেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে জানানো হয় ভারতীয় গণমাধ্যমটির খবরে।

রেডিও ফ্রি এশিয়ার প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে জিনিউজ জানিয়েছে, পবিত্র ধর্মগ্রন্তটিকে চীনের কমিউনিস্ট সরকারের হাত থেকে বাঁচাতে এবং কোরআন নিজেদের কাছে রাখার জন্য অত্যাচারের হাতে থেকে বাঁচতে প্লাস্টিকে মুড়ে কোরআন ফেলে দেওয়া হচ্ছে নদীতে। জিনজিয়াংয়ের মুসলমানরা কাজাখস্তানের দিকে প্রবাহিত

নদীতে কোরআন ফেলেন বলে জানানো হয় প্রতিবেদনে। তারা বিশ্বাস করেন, এইভাবে তারা কেবল নিজেরাই বাঁচাতে সক্ষম হবেন না কোরআনের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবেন।

সূত্র: জি নিউজ।

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীতে বকেয়া বেতন ও শ্রমিকদের জমা টাকা পরিশোধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা।

শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে তারা নারায়ণগঞ্জ-আদমজী সড়কে অবস্থান নেয়। দুই ঘণ্টার মতো সড়ক অবরোধ করে রাখলে সেখানে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে সাধারণ মানুষকেও ভোগান্তি পোহাতে হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ হাজার ৮০০ শ্রমিক কাজ করতেন। করোনার শুরুর কিছুদিন পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও জমা টাকা প্রতিষ্ঠানটি পরিশোধ করেনি।

আন্দোলনরত শ্রমিক জুয়েল রানা বলেন, আমার এখন পর্যন্ত বকেয়া বেতনের ৩৩ ভাগ পেয়েছি। বাকি টাকা পরিশোধ করা হবে বলে আশ্বাস দিলেও এখনও দেওয়া হয়নি। এমনকি আমরা আমাদের জমা টাকাও পাইনি।

শায়েলা বেগম নামে এক শ্রমিক জানান, বকেয়া বেতন ও জমা টাকা পরিশোধের আশ্বাস দিলেও পরে তা দেওয়া হয় না। এজন্য আজকে আমরা সড়ক অবরোধ করেছি।

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী ইপিজেডের জেনারেল ম্যানেজার আহসান কবির বলেন, মালিকপক্ষ আগামী ১২ জুন শ্রমিকদের বকয়ো পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছে। বিডি প্রতিদিন

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের বিশেষ অধিবেশন থেকে ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিকে বহিষ্কার

কুফফার জাতিসংঘে দখলদার ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতের মিথ্যাচারের সমালোচনা করায় এক ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বিশেষ অধিবেশন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

পূর্ব জেরুজালেমের শাইখ জাররাহ থেকে সাংবাদিক ও এক্টিভিস্ট মুনা আল কুর্দ মজলুম ফিলিস্তিনিদের পক্ষে জাতিসংঘের সে অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, পূর্ব জেরুজালেমের মুসলিম অধ্যুষিত শাইখ জাররাহ এমন এলাকা, যেখানের ফিলিস্তিনি মুসলিম পরিবারগুলো দখলদার ইসরাইল কর্তৃক নিজ বসতি থেকে উচ্ছেদের শংকায় দিনযাপন করছেন।

জানা যায়, গত ২৭ মে বৃহস্পতিবার, পাকিস্তানের আহবানে ইসলামিক সহযোগী সংস্থা এবং ওআইসি ফিলিস্তিনের সমর্থনে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে একটি বিশেষ অধিবেশন আয়োজন করে।

সে অধিবেশনে মুনা জাতিসংঘকে শাইখ জাররাহ ও অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে অভিশপ্ত ইসরাইলিদের জাতিগত নির্মূল বন্ধের আহবান জানান।

তিনি বলেন,"আমরা কেবল জাতিসংঘের উদ্বেগ শুনতে চাই না, আমরা চাই জাতিসংঘ শাইখ জাররাহ ও ফিলিস্তিনে জাতিগত নির্মূল চিরতরে বন্ধ করুক।"

ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি মুনা শাইখ জাররাহসহ অন্যান্য ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে মুসলিম বসতি উচ্ছেদের লোমহর্ষক বর্ণনা দিতে গিয়ে জানান, আল কুর্দে মুনার বসত বাড়ি ইসরাইল ২০০৯ সালে জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন," অবৈধ ইসরাইলি সরকার ও দখলদার সংস্থাগুলোর নিয়মতান্ত্রিক জোটবদ্ধতার কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।"

জানা যায় যে, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিচেল বাচলেট অধিবেশনটির উদ্বোধন করেছিল; যেখানে সে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের সাম্প্রতিক আগ্রাসনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল, "ইহুদিরা যুদ্ধাপরাধ করতে পারে কিন্তু নিরপরাধ মুসলিমদের আবাসস্থল লক্ষ্য করে ইসরাইলের বোমাবর্ষণের কোন প্রমাণ নেই।"

জেনেভায় জাতিসংঘের ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত মিরা আইলন শাহারও উক্ত সমাবেশে ইসরাইলের পক্ষে বক্তব্য রাখে।

ফিলিস্তিন প্রতিনিধি মুনা বলেন, ‘তিনি জানতেন না যে, কোনো ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত থাকবে। যদি তিনি জানতেন, তবে এই অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া ও কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। অধিবেশনে ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক দল হামাসের মধ্যকার নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে দোষারোপ করেন।

ইসরাইল রাষ্ট্রদূত বলে,"জাতিসংঘ ইসরাইলের প্রতি সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট ছিল।" সে আরো বলে,"জাতিসংঘ তার সূচনা থেকে সব বিশেষ অধিবেশনে ৩০% সময় ইসরাইলকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।"

"জাতিসংঘ নৈতিক কণ্ঠস্বর হওয়ার পরিবর্তে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছে যে, ইসরাইলের নিজের প্রতিরক্ষার অধিকার আছে আর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য হামাসকে শুধু নিন্দা জানিয়েছে।" "আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, সত্য ও বাস্তবতা বিবেচনা না করে ইসরাইলকেই একাকীভাবে টার্গেট করা হচ্ছে।"

ফিলিস্তিন প্রতিনিধি মুনা তখন ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতের মিথ্যাচারের জবাব দিতে চেয়েছিলেন। মুনা বলেন,"যদি আমি ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত যেসব মিথ্যা দাবি করছে তার জবাব দেই, তবে তারা আমাকে অধিবেশন থেকে সরাসরি বহিষ্কার করবে।"

তাই মুনা প্রকাশ্য জবাব দেয়ার পরিবর্তে অনলাইনে একটি মন্তব্য করেন,"আমি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই যে, তোমরা সন্ত্রাসী। তোমরাই তারা, যারা নিরাপরাধ নাগরিক ও তাদের ঘরবাড়িতে বোমা মেরে আক্রমণ করো, তোমরা আমাদের ভূমি শাইখ জাররাহ ও সিলওয়ানে আক্রমণ করেছ, তোমরা আমাদের ভূমি চুরি করেছ। দখলদারিত্বের এই খেলা বন্ধ করো। সারা বিশ্ব তোমাদের কু৷সিত বাস্তবতা জানে। তোমাদের নিজেদের ইজ্জত সংবরণ করে, আমাদের ভূমি থেকে চলে যাও।"

মন্তব্য করার পর, জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ সচিবালয়ের দায়িত্বে থাকা এরিক টিস্তোনেট মুনাকে একটি বার্তা পাঠিয়ে বলে,"পরিষদের আলাপচারিতা কক্ষে কাউকে নেতিবাচক মন্তব্য করার অনুমতি জাতিসংঘ দেয় না। এখানে কূটনীতিক ও পদ্ধতিগত মন্তব্য করাই কাম্য। যদি পারেন তবে দয়া করে মন্তব্যটি ডিলিট করুন। যদি না করেন, তবে অধিক মন্তব্য করা থেকে বিরত হোন। "

ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি মুনা বলেন, দখলদার ইসরাইলি বিরোধী মন্তব্যটি ডিলিট না করায়, দুই মিনিট পর জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ তাকে উক্ত বিশেষ অধিবেশন থেকে বহিষ্কার করে।

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মতে, অবরুদ্ধ গাজায় জয়োনিস্ট ইসরাইলের ন্যাক্যারজনক বিমান হামলায় ৩৯ জন নারী, ৬৬ শিশু সহ কমপক্ষে ২৫৪ জন নিরপরাধ মুসলিম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি।

সোমালিয়া | কুফ্ফার বাহিনীর উপর শাবাব মুজাহিদিনের ১২টি সফল অভিযান

সোমালিয়ার যুবা রাজ্য ও রাজধানী মোগাদিশুর বিভিন্ন স্থানে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৮ মে শুক্রবার, সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের ৯টি শহর ও এলাকাতে পৃথক পৃথক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসব হামলার ৩টি স্থানেই মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী, বাকি ৬টি স্থানেও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়েছে।

শাবাব মুজাহিদদের হামলার স্থানগুলো হচ্ছে- দুবালী, আফমাদু, কাকুনী, কালবায়ু, কারয়ুলী, তাবতু, হুজনাক, বারসাঞ্জুনী ও কাসমায়ো শহর। মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলার ঘটনাগুলো শত্রু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হওয়ায় হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানা যায় নি।

একইদিনে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর আদাকলী, আইলাশ ও হারওয়া শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর আরো ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে শত্রু পক্ষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এখানেও এলাকাগুলো শত্রু নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় হতাহতের কোন পরিসংখান জানা যায়নি।

মালি | মুজাহিদিন কর্তৃক সামরিক ঘাঁটি বিজয়, হতাহত অনেক সৈন্য, প্রচুর গণিমত লাভ

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে ঘাঁটি বিজয়সহ অনেক গনিমতও পেয়েছেন মুজাহিদগণ।

মালির মধ্যাঞ্চলীয় জাবলি-আততুন নামক মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে আর্টিলারি ও পদাতিক মুজাহিদ বাহিনীর সমন্বয়ে দ্বিমুখী হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের (JNIM) জানবায মুজাহিদিন। মুজাহিদদের পরিচালিত বরকতময় এই হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ সেনা আহত ও নিহত হয়েছে। যদিও হতাহতের সুস্পষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি। গণিমত হিসেবে পাওয়া গেছে দুশকা মেশিনগান, পিকাপ, অনেক গুলি এবং আরো বিভিন্ন মডেলের অস্ত্র।

'জিএনআইএম' এর মিডিয়া উইং আয-যাল্লাকা মিডিয়া ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত রিপোর্ট মারফত জানা গেছে, গত ২৬ মে রাতে মালির মাসিনা অঞ্চলে জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন গ্রুপের স্থানীয় শাখার মুজাহিদীনরা মুরতাদ বাহিনীর উক্ত ঘাঁটিতে ১২০ মিলিমিটারের আর্টিলারি শেল দিয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের অতর্কিত এই হামলায় মুরতাদ বাহীনির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এরপর মুজাহিদীনরা ৩ দিক থেকে একযোগে হামলা চালিয়ে মুরতাদ বাহিনী থেকে সামরিক ঘাঁটির দখল নেন। এসময় মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে থাকা সকল সাঁজোয়া যান, অস্ত্র ও অসংখ্য গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেন।

খোরাসান | ৪৪২১টি অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিল তালিবান

আফগানিস্তানের ময়দানের ওয়ার্দাকের ৪৪২১ টি অভাবী পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছেন তালিবান সরকার।

তালিবানরা মধ্য ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের সৈয়দাবাদ জেলায় শত শত দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেছেন। গত বৃহস্পতিবার একজন তালিবান কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তালিবানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আল-ইমারা জানিয়েছে, প্রদেশটির সায়দাবাদ জেলার শেখাবাদ, টঙ্গী, ওনখি এবং শানিজ উপত্যকার ৪৪২১ টি পরিবারের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছিল।

তালিবানরা জানিয়েছে যে, খাদ্য সহায়তার এই প্রক্রিয়াটি প্রদেশটির সকল জেলা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে প্রসারিত হবে, এই তালিকায় আরো হাজার হাজার অভাবী পরিবার প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, তালিবানরা ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র ও অভাবী পরিবারগুলির মাঝে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করেছেন।

২৮শে মে, ২০২১

সদলবলে মাসজিদুল আক্বসায় প্রবেশ করলো অভিশপ্ত ইহুদীরা

গত ২৭ মে, বৃহস্পতিবার ইসরাইলি পুলিশের নিরাপত্তায় শতাধিক অভিশপ্ত ইহুদী পূর্ব জেরুজালেমের পবিত্র মাসজিদুল আক্বসায় প্রবেশ করেছে।

জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াক্বফ এক বিবৃতিতে জানায়, প্রায় ১২০ অভিশপ্ত ইহুদীদের একটি দল পবিত্র আল-আক্বসা মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের আল মাকারিব গেইট দিয়ে মসজিদুল আক্বসায় প্রবেশ করেছে।

দখলদার ইসরাইলি পুলিশের প্রহরায় ইহুদীদের দলটিকে হারাম আল শরীফের মুবারকতম প্রাঙ্গনে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ মে রবিবার, ২৫০ অধিক উগ্র ইহুদী আল আক্বসায় ৪ মে'র পর প্রথমবারের মতো প্রবেশ করেছিল।

পবিত্র আল আক্বসা মসজিদে নাপাক ইহুদীদের ক্রমবর্ধমান হানা মুসলিমদের মনে দুশ্চিন্তার নতুন শঙ্কা সৃষ্টি করছে।

উল্লেখ্য, ইহুদি আগ্রাসন বিরোধী ফিলিস্তিনের মুসলিমদের দুর্বার প্রতিরোধের মুখে গত ৪ মে থেকে দখলদার ইসরাইলি পুলিশ আল আক্বসা প্রাঙ্গণে ইহুদিদের প্রবেশে অনুমতি দেয়নি।

ফিলিস্তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,"অভিশপ্ত ইহুদিদের এই প্রবেশাভিযান প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বের ইসরাইল-ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ দলগুলোর মধ্যকার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।"

উল্লেখ্য, গত ২১ মে শুক্রবার মিশরের মধ্যস্ততায় চলতি বছরের জঘন্যতম ১১ দিনের ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, অবরুদ্ধ গাজায় জয়োনিস্ট ইসরাইলের সে বিমান হামলায় ৩৯ জন নারী, ৬৬ শিশু সহ কমপক্ষে ২৫৪ জন নিরপরাধ মুসলিম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি।

খোরাসান | তালিবানে যোগদিল ১৫৯ কাবুল সৈন্য, চলছে তীব্র লড়াই

আফগানিস্তানের বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রে হামলা জারি রেখেছেন তালিবান মুজাহিদিন। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৫৯ এরও বেশি কাবুল সৈন্য তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পন করেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৭ মে বৃহস্পতিবার, পাকতিয়া প্রদেশের পাটান জেলা থেকে ৫ কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবানে যোগ দিয়েছে।

একইভাবে প্রদেশটির চামকানি জেলা থেকে ২ জন ও জাজি আরয়ুব জেলা থেকে আরো ১ সৈন্য নিজেদের সংশোধন করে ইসলামি ইমারতে আফগানিস্তানের পতাকাতলে শামিল হয়েছে।

এমনিভাবে উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশের গুল টিপা জেলা থেকেও ১ পুতুল সেনা নিজের ভুল বুঝতে পেরে তালেবানে যোগ দিয়েছে।

এদিকে লাঘমান প্রদেশে এখনো মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিন। যার ধারাবাহিতায় রাজধানীতে মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় শত্রু বাহিনীর বৈঠক ব্যহত হয়।

এতে লাঘমান প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৯ টি সামরিক ইউনিট বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এছাড়াও প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকে ১৫০ কাবুল সৈন্য মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

এছাড়াও তালিবান মুজাহিদিন ১২ টি ট্যাঙ্ক, ২ টি সামরিক যান, ১টি ভারি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মেশিনগান, ২টি রেঞ্জার গাড়ি, ১টি এসপিজি-৯, ১১০টি এম-14 রাইফেল, ১৫ টি এম-69 পিকেভি, ১৫ টি এম-60 পিকেভি, ১২টি রকেট, ৬টি মর্টার, ৩টি গেরিলা মর্টার, ২টি মাঝারি মর্টার, ৬টি ড্রজকভস। ৩টি রাশিয়ান পিকেভি, ২টি রাশিয়ান রকেট লঞ্চ, ২০টি বড় রেডিও, ৩টি ছোট রেডিও, ৮০০টি এম-14 শ্যাজোরস, ৩০টি জামার, ৪টি মোটর সাইকেল, ১৫০টি রকেট লঞ্চার, ২০০টি মর্টার শেল, কয়েক হাজার এম-১4 এবং রকেট চালিত গ্রেনেড। ৩৫টি এসপিজি-9, ১০০টি গ্রেনেড এবং আরও অনেক অস্ত্র মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন।

খোরাসান | কাবুল প্রশাসন থেকে ৫৬ সেনা তালিবানে যোগদান

আফগানিস্তানের বিভিন এলাকা থেকেই প্রতিনিয়ত কয়েক ডজন কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালিবানে যোগদিচ্ছে।

তারাই ধারাবাহিতায় গত ২৬ মে, বুধবার আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহিব জেলা থেকে ২৯ কাবুল সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবানে যোগ দিয়েছে।

প্রদেশটির গুল টিপা জেলার আরো ২ কাবুল সৈন্য ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তানের জানবাজ মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

এদিকে, বাঘলান প্রদেশের পুল-ই-খামারী, দশি, বারাক জেলা থেকেও ২১ কাবুল সৈন্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালিবান মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়েছে।

একইভাবে লোগার প্রদেশের মুহাম্মাদ আঘা জেলা থেকেও ২ শত্রু সেনা তালেবানে যোগ দিয়েছে।

তাছাড়াও, পাকতিয়া প্রদেশের জাজি আরয়ুব জেলা থেকেও এদিন আরো ২ পুতুল সেনা তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

খোরাসান | তালিবানের হামলায় ১৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ৩৭ টি চৌকি বিজয়

আফগানিস্তান জুড়ে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধ ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিন। প্রতিদিনই মুজাহিদদের হামলায় ডজনকে ডজন মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হচ্ছে।

এরি ধারাবাহিতায় গত ২৬ মে বুধবার, তালেবান মুজাহিদিনরা নাঙ্গাহার প্রদেশের শিরজাদ জেলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর একটি সামরিব ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে কমপক্ষে ৬ পুতুল সৈন্য নিহত ও আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের বীরোচিত হামলায় শত্রু বাহিনীর ২ টি ট্যাংক ও ৩টি সামরিকযান মূহুর্তেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

এদিকে প্রদেশটির দুইটি শত্রু চৌকি বিজয় লাভ কালে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৩ আরবাকি সৈন্য মারা গেছে ও ৩ কমান্ডার সহ কমপক্ষে ১৩ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

এসময় মুজাহিদিনরা ৩ টি কালাশনিকভ, ১ টি আরপিজি রকেট, ১ টি ভারি মেশিন গান ও গোলাবারুদ গণিমত লাভ করেন।

প্রদেশটির পূর্বাঞ্চলীয় হিসারাক জেলার শত্রু চৌকিতে মুজাহিদদের অতর্কিত আক্রমণে ৪ পুতুল সেনা মারা গেছে।

তাছাড়াও প্রদেশটির দেহ বালা জেলায় শত্রু চৌকিতে আক্রমণ কালে ৪ কুফফার সেনা মারা যায়। পাঁচের অধিক শত্রু সৈন্য আহত হয়ে। এসময় মুজাহিদরা ২ টি ক্লাশনিকোভ, ১ টি ভারি মেশিনগান ও আরপিজি রকেট গণিমত প্রাপ্ত হন।

প্রদেশটির সর্ক রউড জেলায় তালিবান মুজাহিদদের অপর এক অতর্কিত হামলায় ১ আরবাকি সৈন্য নিহত হয়।

তাছাড়াও, প্রতিবেশি লাঘমান প্রদেশে গত ৪৮ ঘন্টায় তালেবান মুজাহিদিনরা মুরতাদ কাবুল বাহিনী থেকে ৩৭ টি সামরিক চৌকি বিজয় করে নিয়েছেন। এসময় তালিবান মুজাহিদিনরা শত্রু বাহিনীর ট্যাংক ও সামরিক যান ধ্বংসে সমর্থ হন। এছাড়াও প্রচুর সংখ্যাক অস্ত্র ও গুলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

পাশাপাশি মুজাহিদিনরা প্রদেশটির বদপাখ জেলায় কুফফার বাহিনীর অসংখ্য পরিখা নির্মূল করতে সমর্থ হয়েছেন।

ভারতে একমাসে ১৩ বার জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি

ভারতে ফের এক দফায় বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম। এ নিয়ে দেশটিতে চলতি মাসে ১৩ বারের মতো তেলের দাম বৃদ্ধি পেল।

বৃহস্পতিবার (২৭ মে) পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ২৩ পয়সা বেড়ে পেট্রলের দাম হয়েছে লিটার প্রতি ৯৩ টাকা ৭২ পয়সা। আর লিটারে ৩০ পয়সা বেড়ে ডিজেলের নতুন দাম হয়েছে ৮৭ টাকা ৪৬ পয়সা।

দিল্লিতে পেট্রলের দাম ২৪ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৯৩.৬৮ টাকা। ডিজেলের দাম ২৯ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৮৪.৬১ টাকা।

মুম্বাইয়ে ২৩ পয়সা বেড়ে পেট্রল হয়েছে ৯৯.৯৪ টাকা। আর ছয় পয়সা বাড়লেই তা ১০০ হবে। ডিজেলের দাম ৩০ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৯১.৮৭ টাকা।

চেন্নাইয়ে ২২ পয়সা বেড়ে ৯৫.২৮ টাকা দাম হয়েছে পেট্রলের। আর ডিজেল ২৮ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৮৯.৩৯ টাকা।

এর আগে গতকালই (২৬ মে) কলকাতায় ২২ পয়সা বেড়ে পেট্রলের দাম হয়েছিল ৯৩.৪৯ টাকা। ডিজেলের দাম লিটারে ২৫ পয়সা বেড়ে হয়েছিল ৮৭.১৬ টাকা।

তার আগে গত ২৩ মে বেড়েছিল জ্বালানির দাম। ওইদিন কলকাতায় পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ১৬ পয়সা বেড়ে হয়েছিল ৯৩.২৭ টাকা। ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ২৭ পয়সা বেড়ে হয়েছিল ৮৬.৯১ টাকা।

এভাবে কেবল মে মাসেই ১৩ বার ভারতে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে। নয়া দিল্লির হিসেবে এ মাসে পেট্রল ও ডিজেলের এখনো পর্যন্ত যথাক্রমে ৩.৫০ ও ৪.৫৯ শতাংশ দাম বেড়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারতে পেট্রল-ডিজেলের দাম চার ধাপে ঠিক করা হয়। প্রথমতঃ শোধনাগার, এখানে পেট্রল, ডিজেল এবং অন্যান্য পেট্রলজাত অপরিশোধিত তেল কেনা হয়। দ্বিতীয়তঃ তেল সংস্থা, তারা তাদের লাভ রেখে এবং পেট্রল পাম্পে তেল সরবরাহ করে। তৃতীয়তঃ এখানে পেট্রল পাম্প মালিকরা তাদের নির্দিষ্ট কমিশন পেয়ে থাকেন। চতুর্থতঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চাপানো আবগারি শুল্ক এবং ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ সেই তেল কেনেন।

সূত্র : দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

আবারও বাড়ছে সয়াবিন তেলের দাম

ভোজ্যতেল সয়াবিনের দাম লিটারপ্রতি ৯ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে তেল পরিশোধন ও বিপণনকারীদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।

বৃহস্পতিবার (২৭ মে) রাতে সংগঠনটির সচিব মুহা. নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এদিকে নতুন দামের তালিকাও দেয়া হয়েছে। এখন থেকে এক লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ১৫৩ টাকায় বিক্রি হবে, যা এতদিন ১৪৪ টাকা ছিল। এছাড়া ৫ লিটারের এক বোতল তেলের দাম পড়বে ৭২৮ টাকা। খোলা সয়াবিন তেল লিটারপ্রতি ১২৯ টাকা ও পাম সুপার তেল ১১২ টাকা দরে কিনতে হবে ক্রেতাদের।

২৭শে মে, ২০২১

আবারো ৩ দিনের রিমান্ডে রফিকুল ইসলাম হুজুর

আবারও তিন দিনের রিমান্ডে মাওলানা রফিকুল ইসলাম নেত্রকোনা। এবার রাজধানীর পল্টন থানায় দায়ের হওয়া নাশকতার মামলার নামে তার রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর হাকিম ঢাকা মহানগর হাকিম দেবদাস চন্দ্র অধিকারীর ভার্চুয়াল আদালত এই রিমান্ড আদেশ দেয়।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কারাগার থেকে রফিকুল ইসলাম নেত্রকোনাকে আদালতে হাজির দেখানো হয়।

এরপর পল্টন থানার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোসহ সাত দিনের রিমান্ড নিতে আবেদন করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তার গ্রেফতার দেখানোর আবেদন ও শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

এর আগে গত ৭ এপ্রিল রফিকুল ইসলাম হুজুরকে তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা থেকে আটক করে র‍্যাব। পরের দিন ৮ এপ্রিল র‍্যাব বাদী হয়ে গাজীপুরের গাছা থানায় রাষ্ট্রবিরোধী ও 'উসকানিমূলক বক্তব্য' দেওয়ার অভিযোগে রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় করে।

একইদিন তাকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। এরপর গত ১৫ এপ্রিল এ মামলায় গাজীপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তার দুই দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করে।

গত ২২ এপ্রিল ঢাকা মহানগর হাকিম আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ নোমানের ভার্চুয়াল আদালতে মতিঝিল থানার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় তার সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। এর আগের দিন গত ২১ এপ্রিল সকালে 'বিস্ফোরক' মামলায় রফিকুল ইসলামের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত চিপ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আব্দুল হাই। বিডি প্রতিদিন

সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ১৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৮ সৈন্য আহত হয়েছিল।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ মে বুধবার বিকাল বেলা, দক্ষিণ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলি রাজ্যের রাজি-আইলি জেলার জাওহার শহরের মধ্যবর্তী রাস্তায় মুরতাদ সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল "তারা ইউসুফ রাঘি "কে লক্ষ্য করে দু'টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে কমান্ডার-ইন-চিফের দেহরক্ষীদের মধ্যে থেকে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছিল।

একই দিনে উক্ত এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত আরেকটি হামলার ফলাফর উপরেরটির সাথে মিলে যায়। কেননা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের দ্বিতীয় হামলাটিতেও সোমালিয় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছিল।

এমনিভাবে মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের তুষমারিব শহরের মধ্যবর্তী রাস্তায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বাফেলায় সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সোমালীয় ৬ মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়েছে এবং তারা যে গাড়িতে যাত্রা করছিল সে গাড়িটি ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ অভিযান শেষে ৪ টি মেশিনগান গনিমত পেয়েছেন।

https://ibb.co/6H5wH80

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের একাধিক সফল হামলা

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন পাক-তালিবান (টিটিপি) মুজাহিদিন। যার ২টিতেই ২ এরও অধিক সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, তেহরিক-ই-তালিবান মুজাহিদিন গত ২৩ মে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনা চৌকিতে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ এক পাকিস্তানি সেনাকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করেন।

এই হামলায় পাঞ্জাবের ঝাং এলাকার বাসিন্দা ওমর দারাজ নামে ৩২ বছর বয়সী পাকিস্তানী এক মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত হয়। আহত হয় আরো কিছু সেনা।

এমনিভাবে গত ২৫ মে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনরা, ঐদিন বেলা ৪ টায় উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গরিওম সীমান্তে আইইডি মাইন দিয়ে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন।

হামলার ফলাফল সম্পর্কে টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী জানান যে, এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও সঠিক সংবাদ আমরা পাইনি।

সর্বশেষ গত ২৬ মে বুধবার সকাল ৬ টার দিকে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিন বাজোরের কিটকোট-সার এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে সফলভাবে আক্রমণ করেন।

খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, মুজাহিদীনরা পোস্টের ভিতরে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন, এতে হতাহতের সম্ভাবনা রয়েছে।

২৬শে মে, ২০২১

ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরিদের দিতে হয়েছে চড়া মূল্য

বিশ্ব যেমন ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইলের বর্বরতম আগ্রাসন প্রত্যক্ষ করেছে, ইহুদীরা যেভাবে টনকে টন বোমা ফেলে আল-জাজিরা, মিডিল ইস্ট আই সহ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার অফিস ও মুসলিমদের বাড়ি-ঘরগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে; তেমনি ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীরে দখলদার মালাউনদের হিংস্র চেহারা বিশ্ববাসী যুগ যুগ ধরে অবলোকন করে আসছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে হিন্দুত্ববাদী মুশরিক প্রশাসন কর্তৃক কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে দেয়া হুমকিটি পড়ুন- "ফিলিস্তিনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় করা বিষয়গুলোর প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ নজর রেখেছে... সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মন্তব্য, যা সহিংসতাকে উস্কে দেয় এবং কোভিড ১৯ প্রটোকল লঙ্ঘন করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে"।

কাশ্মীরি মুসলিমরা যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থন করার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ফিলিস্তিনের গাজায় আগ্রাসন বন্ধের লক্ষে বিক্ষোভ মিছিল করছিল তখনই দখলদার পুলিশ কর্তৃক এমন ঘোষণা আসে।

মুসলিমদের এই জনপদ হিন্দুত্ববাদী মালাউনরা সামরিক শক্তি বলে জোড়পূর্বক দখল করে রেখেছে, যার জুলুমের তুলনা অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের সাথেই দেয়া যায়।
ফিলিস্তিনিরা যেভাবে নিজ ভূখন্ডে বসতি স্থাপনকারী ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়ছে, কাশ্মীরিরাও তেমনি দখলদার মালাউনদের থেকে মাতৃভূমি আজাদীর সংগ্রামে লড়াইরত !

https://ibb.co/4Rws1Wd

সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থনে এক কাশ্মীরি ভাই শ্রীনগরে ফিলিস্তিন পতাকার হিজাব পরিহিত কান্নারত এক ফিলিস্তিনি মহিলার ছবি অংকন করেন, যাতে লিখা ছিল "আমরা ফিলিস্তিনি"; পরে মালাউন পুলিশ এটাকে কালো রং দিয়ে ঢেকে দেয়।
চিত্র অংকনকারী ভাই ও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থনে বিক্ষোভকারী ২০ কাশ্মীরি মুসলিমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

সারজান বরকতী নামে একজন আলেম নিজ গ্রামে ঈদের খুতবায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জন্য প্রার্থনা এবং ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের স্বাধীনতার স্বপক্ষে স্লোগান দেয়ায় মালাউন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য,

কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে স্বতন্ত্র স্লোগান দেয়ায় প্রসিদ্ধ বরকতী, গত বছরের অক্টোবর মাসে চার বছরের বন্দীত্ব জীবন কাটানোর পর নিজ গ্রামে ফিরেছিলেন।

ইহুদিবাদী ইসরাইল ও হিন্দুত্ববাদী ভারতের আগ্রাসনের অভিন্নতাঃ

https://ibb.co/SrMZxYC

১৯৮০ সালের শেষের দিকে কাশ্মীরিদের জনসমর্থনে দানা বাধা স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে একজন ফিলিস্তিনি ভাই কাশ্মীরে এসেছিলেন। পরে তিনি মালাউন পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন ও কারাগারে মারা যান।

২০১৪ সালে গাজায় যখন দখলদার ইসরাইল বোমা হামলা চালাচ্ছিল, তখন ফিলিস্তিনের সমর্থনে প্রতিবাদকারী ১৪ বছরের কাশ্মীরি ছেলেকে ভারতীয় বাহিনী গুলি করে মারে। হাজার হাজার কাশ্মীরি সেদিন প্ল্যাকার্ড নিয়ে "গাজা বাঁচাও", " ইসরাইল হটাও" পাশাপাশি "ভারত হটাও; "ভারত ফিরে যাও" স্লোগান দিয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের উপর দখলদার ভারতীয় বাহিনী যখন গুলি চালায়, নিহত হওয়া ছেলেটি তখন প্রতিরোধকারী পাথর ছোঁড়াদের দলে ছিল।

কাশ্মীরি বুদ্ধিজীবী আতহার জিয়া বলেন,"ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের পক্ষে স্লোগান, নিপীড়নের প্রতিফলন এবং উভয় অঞ্চলে দখলদার কর্তৃক আরোপিত কঠোর নীতিমালার বিচারে; সংহতি পাওয়ার যোগ্য উভয় জনপদই যেন একে অন্যের প্রতিচ্ছবি!"

কাশ্মীরে ভারতীয় হিন্দুদের বসতি গড়ার লক্ষে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ২০১৯ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা ফিলিস্তিনে ইসরাইলের ইহুদি বসতি স্থাপনের অনুরুপ।

ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইলিদের আরোপিত বয়কট, বিভক্তিকরণ ও নিষেধাজ্ঞা, যা পরাধীন কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ ও আগ্রাসনের মতোই।

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে, যখন পুরো কাশ্মীর জুড়ে দখলদার ভারত তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দেয়; তখন একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতের রাষ্ট্রীয়দূত কাশ্মীরে ইসরাইলি দখলদারিত্বের পদ্ধতি প্রয়োগের আহবান জানায়।

ইন্দোঃ-ইসরাইল সামরিক সম্পর্কঃ

https://ibb.co/NmS9RnB

গত সপ্তাহে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরি অধিবেশনে ফিলিস্তিন-ইসরাইল উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে নিন্দায় ভারত "সমস্ত সহিংসতার ঘটনা" বলে অস্পষ্টভাবে মূলত গাজা থেকে ইসরাইলে রকেট হামলারই সমালোচনা করেছে। এটি একটি ভারতীয় প্রচেষ্টা যা কাশ্মীরের অনুরুপ জায়োনিস্ট ইসরাইলকে ফিলিস্তিনে জাতিগত নির্মূল চালিয়ে যাওয়ার সমর্থন যোগায়।

২০১৫ সালে গাজায় ইসরাইলি হামলার নিন্দা প্রস্তাবে জাতিসংঘে যখন ভোটাভুটি চলছিল, ভারত তখন ইসরাইলকে ভোট দানে বিরত থাকে, যা ভারত-ইসরাইল প্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ্য, ইসরাইল ভারতের প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদার, যারা ভারতকে প্রতিবছর গড়ে ১ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র বিক্রি করে। ভারত ইসরাইলের অস্ত্র বানিজ্যের প্রধান ক্রেতা। গত বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত ইসরাইলের সাথে ২০০ মিলিয়ন ডলারের একটি গোপন প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে।

ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরকে দখলকারী ইসরাইল ও ভারত দখলদারিত্বের নিজস্ব ইতিহাস, কৌশলগত পদ্ধতি, হিংস্রতা ও দমন-পীড়নে নিজেরা অভিন্ন, যারা ইসলাম বিদ্বেষে অগ্রগণ্য আর মুসলিমদের উপর আগ্রাসনে ঐক্যবদ্ধ।

মুসলিম বসতি ধ্বংস, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ইতিহাস বিলুপ্তি, মৃতের লাশ দাফন-জানাজার জন্য হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে সন্ত্রাসীপনা ও নজরদারি প্রযুক্তি উন্নয়নে উভয় দখলদার রাষ্ট্রই সাদৃশ্যপূর্ণ। গুম, গণহত্যা, নির্যাতন, নারী ধর্ষন, খেয়ালখুশি মতো কারারুদ্ধকরণ ও জঘন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন উভয় দেশের সামরিক বাহিনীর অঘোষিত প্রতিদিনের রেওয়াজ।

ফিলিস্তিনের ন্যায় কাশ্মীরিরাও যুগযুগ ধরে নিজ মাতৃভূমিতে দখলদার ভারতের সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন আর সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বেঁচে আছে। অপরদিকে সন্ত্রাসী ভারত ও ইসরাইল মুসলিম নির্মূলের নিত্যনতুন ছক কষছে, অত্যাধুনিক অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করছে।

মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলিকে তালিবানের হুশিয়ারী

দীর্ঘ ২০ বছর তালিবানদের সাথে যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অবশেষে আফগান ছাড়ছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এরপরেও অহংকারী ও নির্লজ্জ আমেরিকা আফগানিস্তানে নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রতিবেশি দেশগুলোতে নিজেদের সামরিক ঘাঁটিগুলো স্থাপন করতে চাচ্ছে। তাই তালিবানও ইতিমধ্যে প্রতিবেশি দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সকল দখলদার সেনা সরিয়ে নেওয়ার পরেও আফগানিস্তানে নিজেদের স্বার্থে এবং মুরতাদ কাবুল বাহিনীকে সহায়তা করতে প্রতিবেশি দেশগুলোতে নিজেদের ঘাঁটিগুলো স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে- প্রতিবেশি দেশগুলোর আকাশ ও স্থল পথ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি আফগান তালিবান ও পাক-তালিবান আন্দোলনকে দমন করা এবং নিজেদের পুতুল সরকারকে এখানে স্থায়ী করা। আর এই কাজের জন্য আমেরিকা বেঁচে নিয়েছে তার পু মিত্র পাকিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানসহ প্রতিবেশি দেশগুলোকে।

https://ibb.co/vdBW1gr

এমন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর তালিবান বলেছে যে, বিদেশী শক্তিগুলি এই অঞ্চলের নিরাপত্তাহীনতা এবং যুদ্ধের জন্য মূল কারণ। যার ফলে বিগত ২০ বছর যাবৎ প্রত্যেকে এই অঞ্চলে ইতিহাসের বড় একটি ট্রাজেডি প্রত্যক্ষ করেছে। আমাদের জনগণ এরফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তারা এখনো তা ভোগ করছেন।

তালিবান প্রতিবেশি দেশগুলিকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে আবারও এজাতীয় ভুল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। যদি এমনটি আবারো হয় তবে এটি হবে প্রতিবেশি দেশগুলোর জন্য ঐতিহাসিক ভুল, যা তাদের জন্য শুধু অপমান আর লাঞ্ছনাকেই ডেকে আনবে।

তালিবান বিবৃতিতে আরো জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের মুসলিম ও মুজাহিদ জনগণ এ জাতীয় জঘন্য ও উস্কানিমূলক কাজের জবাবে নীরবে বসে থাকবে না, বরং তারা তাদের দ্বীন ও দেশ রক্ষার্থে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে। যা তারা ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরেই করে আসছে।

তালিবান এও জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের মাটি নিরপরাধ কারও সুরক্ষার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। তাই সমস্ত দেশের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের দেশের মাটি ও আকাশসীমা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা।

তালিবান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিল যে, যদি এ জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয় তবে যে কোনও দুর্ঘটনার দায়দায়িত্ব সেসব দেশের উপরই বর্তাবে।

তালিবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্‌ মুজাহিদ 'কাবুল নিউজ'কে বলেছিলেন যে, আফগান মুজাহিদ জনগণ তাদের দেশে বিনদেশী কোন শক্তিকেই কখনো সহ্য করবে না। অন্য কোনও দেশ যদি আমাদের দেশে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে তবে আমরা কঠিনভাবে তার প্রতিরোধ করবো, যার পরিণতিও হবে খুবই ভয়াবহ।

https://ibb.co/f9fgyJQ

লক্ষণীয় যে, তালিবানের এমন বিবৃতির পর প্রতিবেশি দেশগুলো ইতিমধ্যে বিবৃতি দিতে শুরু করেছে। যেমন ক্রুসেডার মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র পাকিস্তানে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনের চুক্তিনামা প্রকাশের পর, পাকিস্তান এখন বিষয়টি অস্বীকার করতে শুরু করেছে। এমনিভাবে তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানও জানিয়েছে যে, তারা তাদের দেশে মার্কিন ঘাঁটি তৈরি করতে দিবে না।

গাজায় ইসরাইলি হামলার কেন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল হিন্দুত্ববাদী ভারত?

অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলার বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠলেও ইহুদিরা ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের সমর্থন হামলার শুরু থেকেই পেয়ে আসছে।

ইসরাইল ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেম ও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অব্যাহত বিমান হামলা চালানোর ফলে বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় প্রশাসন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরোধিতা করার পাশাপাশি ইহুদিদের বর্বরোচিত হামলার শুরু থেকেই প্রশংসা করে প্রেরণা যুগিয়ে গেছে।

জানা যায়, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ার পর, হিন্দুত্ববাদী ভারতে দখলদার ইসরাইলের সমর্থনে "আমি ইসরাইলকে সমর্থন করি", "ভারত ইসরাইলের পাশে আছে", ইত্যাদি হ্যাশট্যাগগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয়রা সর্বোচ্চ সংখ্যক ট্যাগ করে। অনেক ভারতীয়রা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের "জঙ্গি" বলেও উপহাস করে।

গত ১৫, মে শনিবার টুইটারে "ফিলিস্তিনিরা জঙ্গি" হ্যাশট্যাগটি হিন্দুয়ানী ভারতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ট্যাগ করা হয়।

উল্লেখ্য, অবরুদ্ধ গাজায় গত ১১ দিনে চলমান ইসরাইলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ২৪৩ ফিলিস্তিনি নিহত হন, যাদের ৬৬ জন শিশু, ৩৯ জন নারী, ১৭ জন বয়স্ক লোক রয়েছেন। আহত ১ হাজার অধিক মুসলিম। ঘরবাড়ি হারিয়েছেন প্রায় ২০ লক্ষ্য ফিলিস্তিনি। পশ্চিম তীরে ইহুদি উচ্ছেদ অভিযান বিরোধী বিক্ষোভে ইসরাইলি সৈন্যরা গুলি চালিয়ে কমপক্ষে ১৯ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শীর্ষ নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক সহ অন্যান্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিশেষ করে টুইটার ও ইনস্টগ্রামে ইসরাইলি আগ্রাসনের সমর্থন দিয়ে গেছে।

গত ১২, মে, বুধবার মুসলিম বিরোধী বক্তৃতা দেয়ার জন্য পরিচিত, হিন্দুত্ববাদী বিজেপির সংসদ সদস্য তেজস্বী সূর্য টুইটারে লিখেন,"আমরা ইহুদিদের সাথে আছি। ইসরাইল শক্তিশালী থাকো।"

ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার জবাবে তার টুইটকৃত পোস্টটিতে প্রায় ৫০ হাজার লাইক পড়ে এবং অন্তত ১৩ হাজার বার পুনঃটুইট করা হয়।

উত্তর ভারতের চন্ডীগড় শহরের বিজেপি মুখপাত্র গৌরব গোয়েল ইসরাইলের সমর্থনে নিয়মিত টুইট করে ইসরাইলকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

গৌরব গত ১৪, মে শুক্রবার ইসরাইলি সেনাবাহিনীর ছবি টুইট করে লিখেন,"প্রিয় ইসরাইলিরা, আপনারা একা নন। আমরা ভারতীয়রা আপনাদের পাশে দৃঢ়ভাবে আছি।" টুইটটি ৩৬০০ বার ভারতীয় হিন্দুরা পছন্দ করেছে।

গত ১৫, মে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সহ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার অনুসারী নিয়ে আরেক উগ্র হিন্দুত্ববাদী হার্দিক ভাবসার টুইটারে আল জাজিরা সহ অন্যান্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া অফিসে ইসরাইলি বিমান হামলার ভিডিও শেয়ার করে।

ইসরাইলি দখলদারিত্ব বিরোধী ভারতীয়দের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে টুইট করে লিখে,"শুভ দীপাবলি উদারপন্থীরা!"
"ভারত ইসরাইলের পাশে আছে।"

ইসরাইলি বিমান হামলাকে সে হিন্দুদের দীপাবলি পূজার সাথে তুলনা করে, যা প্রায় ৩ হাজার ভারতীয় হিন্দু পছন্দ করেন।

গত ১৬, মে, রবিবার ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক রানা আইয়ুব সোশ্যাল মিডিয়ায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ক্রমবর্ধমান মুসলিম বিদ্বেষ বিশ্লেষণ করে বলেন,"ভারতের হিন্দুদের ইসলাম বিদ্বেষ, গণহত্যায় মুসলিমদের রক্তপাত কামনা করা ও তাদের ক্ষতি দেখতে চাওয়া ভারতীয় মুসলিমদের নিরাপত্তায় বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।"

তিনি বলেন,"বেশিরভাগ মুসলিম বিদ্বেষী সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বা একাধিক বিজেপির মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নিজেও অনুসরণ করছেন।"

তথ্য উপাত্ত, প্রশাসন ও ইন্টারনেট নিয়ে কাজ করা লেখক ও গবেষক শ্রীনিবাস কোডালি আল জাজিরাকে জানান, "হিন্দুত্ববাদীদের একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলি পদক্ষেপগুলি মনেপ্রাণে সমর্থন করে কারণ এতে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে।"

তিনি বলেন,"মুসলিমদের প্রতি ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের তীব্র ঘৃণা রয়েছে, যার ফলে মুসলিমদের উপর ইসরাইলি হামলা ভারতের হিন্দুদের আনন্দিত করে।"

আল-শাবাবের সাফল্য রুখতে সোমালিয়ায় বিশেষ বাহিনী পাঠাবে যুক্তরাজ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের বিজয় অভিযান রুখতে ক্রুসেডার যুক্তরাজ্য এবার সোমালিয়ায় বিশেষ বাহিনী প্রেরণ করতে যাচ্ছে।

গত ২৩ মে রবিবার এক্সপ্রেস সংবাদপত্রের বরাত দিয়ে সোমালি গার্ডিয়ান জানায়, আল শাবাবকে রুখতে পাল্টা কৌশল স্বরুপ সোমালি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে যুক্তরাজ্য ২৫০ জন বিশেষ সৈন্যকে সোমালিয়ায় পাঠাতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী স্যার মার্ক কার্লেটন স্মিথ কর্তৃক বিশেষ অপারেশন ব্রিগেড গঠনের কয়েক মাস পর এ ঘোষণা এলো।

মিঃ কার্লেটনের লক্ষ্য, ২৫০ সদস্যের বিশেষ সৈন্য বিশিষ্ট চারটি সামরিক ব্যাটালিয়ন গঠন করা, যারা ব্রিটিশ বিশেষ বাহিনীকে প্রয়োজনে সাপোর্ট দিবে ও বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ মিশনে অংশ নিবে।

আটলান্টিক কাউন্সিলে সে জানায়,"আমি আগামী এক বছরের মধ্যেই বিশেষ অপারেশন ব্রিগেড গঠনের লক্ষ্যে প্রথম রেঞ্জার ব্যাটালিয়নটি দাড় করাতে চাই।"

"আমি বিশেষ অপারেশন ব্রিগেডকে আফ্রিকায়, বিশেষ করে পূর্ব আফ্রিকায় আমাদের আঞ্চলিক বন্ধুদের সহযোগিতা দেখতে চাই।"

উল্লেখ্য, ক্রুসেডার যুক্তরাজ্য শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে সোমালিয় মুরতাদ সেনাবাহিনীকে নিজের পায়ে দাড় করাতে, শাবাব মুজাহিদদের থেকে অঞ্চলগুলো উদ্ধার করতে অনেক আগ থেকেই সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও সোমালিয়া ও কেনিয়ায় মুজাহিদদের অগ্রগতি রুখতে পারেনি কুফ্ফার বাহিনী। তাই এখন নতুন করে পূর্ব আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ইসলামি শরিয়াহ্ বাস্তবায়নকারী আল-কায়েদা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ে সোমালি সৈন্যদের সামর্থ অর্জনের লক্ষে বিশেষ বাহিনী প্রেরণ ও সামরিক সহায়তা বাড়াচ্ছে যুক্তরাজ্য।

গত কয়েক মাসে ক্রুসেডার যুক্তরাজ্যের বিশেষ বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ায় কয়েক শতাধিক মুরতাদ সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, যেসব সৈন্যরা এখন সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল ও বে-বুকুল রাজ্যের সামরিক ঘাঁটিতে কাজ করে যাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের বিশেষ সামরিক বাহিনীর সোমালিয়ায় মোতায়েনের সিদ্ধান্ত আগামী মাসের কর্ণওয়ালে অনুষ্ঠিতব্য G7 সম্মেলন হতে আসতে পারে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এক্সপ্রেস সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানায়,"আমাদের (যুক্তরাজ্য) প্রশাসন সোমালি সৈন্যদের প্রশিক্ষণে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। এটা চ্যালেঞ্জিং হবে কিন্তু এ ধরণের সিদ্ধান্তের ফলে সৈন্যরা সুসংগঠিত হবে।"

https://alfirdaws.org/2021/05/26/49507/

২৫শে মে, ২০২১

ভারতের হাশিমপুর-মালিয়ানায় মালাউন পুলিশ কর্তৃক মুসলিম গণহত্যাঃ ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এক অধ্যায়

হিন্দুত্ববাদী ভারত পরিকল্পিতভাবে কতো মুসলিমকে হত্যা করেছে তার হিসাব ভারতীয় প্রশাসন কর্তৃক মুসলিম গণহত্যাগুলোর পর্যালোচনা করলে কিছুটা ধারণা করা যায়।

গত ২২, মে, উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত প্রাদেশিক পুলিশ কর্তৃক মিরাটের মালিয়ানা ও হাশিমপুর গণহত্যার ৩৪ বছর পূর্ণ হলো, যেখানে ১২০ এরও অধিক মুসলিমকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কমপক্ষে ১২ এর অধিক মুসলিমকে মীরাট ও ফতেহগড় জেলে বন্দী রেখে মালাউন পুলিশ নির্যাতন করে হত্যা করেছিল, গণহত্যার তিন দশক পরেও যার এখনো কোন বিচার হয়নি।

১৯৮৭ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের যে ঘটনাগুলো ভয়াবহ মিরাট দাঙ্গার সূত্রপাত করেছিল, সেগুলো নিম্নরুপঃ

https://ibb.co/y4zTRPT

১৯৮৭ সালের ১৪ই এপ্রিল যখন নওচন্ডি মেলা পুরোদমে জমে উঠেছিল, তখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। আর সেই দাঙ্গা প্রশাসনিকভাবে মুসলিম গণহত্যার সুযোগ সৃষ্টি করে।

জানা যায়, কর্তব্যরত এক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর একজন পটকাবাজের সাথে ধাক্কা খাওয়ায়, মাতাল অবস্থায় সে গুলি চালিয়ে দুইজন মুসলিমকে হত্যা করে।

একই দিনে আরো একটি ঘটনা ঘটে। মুসলিমরা রমজান মাসের শেষ জুমায় হাশিমপুর ক্রসিংয়ে একটি ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করেছিল যা পূর্ব শাইখলালে হিন্দু পরিবার কর্তৃক আয়োজিত মুন্ডন অনুষ্ঠানের নিকটেই ছিল। হিন্দুদের উচ্চ শব্দে চলচ্চিত্রের গান বাজানোয় মুসলিমদের ওয়াজে বিঘ্ন ঘটে। ফলে কিছু মুসলিম গান বাজানোর আপত্তি করলে হিন্দুদের সাথে ঝগড়া লেগে যায়।

উগ্র হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলিমদের উপর প্রথমে গুলি চালায়। প্রতিক্রিয়া স্বরুপ মুসলিমরা কয়েকটি হিন্দু দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রশাসন কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তখনো উভয় পক্ষে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, যার ফলে মিরাটে তিন মাসব্যাপী একযোগে দাঙ্গা শুরু হয়।

ভারতীয় সরকারি হিসাব অনুযায়ী মিরাট দাঙ্গায় ১৭৪ লোক মারা যায়। ১৭১ জন আহত হয়। আসলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি, ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিন মাসব্যাপী মিরাটের দাঙ্গায় প্রকৃতপক্ষে ৩৫০ জন লোক মারা যান এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়।

https://ibb.co/dJVWpWB

১৯৮৭ সালের ১৭ ই মে দাঙ্গাটি নাটকীয়ভাবে হাশিমপুর ও মালিয়ানা গণহত্যায় মোড় নেয়। পরবর্তী দিনগুলোতে দাঙ্গাটি হাপুর রোড , পিলোখেরি ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ শে মে পুরো মিরাট শহরে কারফিউ জারি করা হয়। প্রায় ৬০ হাজার চৌকস পুলিশ ও ১১টি কোম্পানির সামরিক বাহিনী শহরজুড়ে মোতায়েন করা হয়।

https://ibb.co/Bw80v5t

২২ মে, ১৯৮৭ আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত মালাউন সৈন্যরা মুসলিম হত্যার মিশন শুরু করে। এদিন ভারতীয় সামরিক বাহিনী হাশিমপুরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও বড় আকারের ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং ২৩ শে মে মালিয়ানায় মুসলিমদের উপর নারকীয় গণহত্যায় অগ্রসর হয়।

https://ibb.co/YhpMLq6

হাশিমপুর গণহত্যা সেক্যুলার ভারতের পুলিশি প্রহরায় ইতিহাসের অন্যতম ন্যাক্যারজনক মুসলিম গণহত্যা হিসেবে বিবেচ্য, যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম লজ্জাজনক গণহত্যাও বটে!

২২, মে,১৯৮৭ হাশিমপুরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কড়া মোতায়েন ছিল। তারা প্রত্যেক মুসলিমদের বাড়ি কঠোরভাবে তল্লাশি চালায়। পুলিশ সকল মুসলিমদের জোড়পূর্বক বাড়ি থেকে বের করে এলাকার প্রধান সড়কে যেতে বাধ্য করে।

https://ibb.co/n1J6zVS

মুসলিমদেরকে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাড় করিয়ে প্রায় ৫০ জন মুসলিমকে পুলিশের একটি ট্রাকে তোলা হয়। ৩২৪ জন মুসলিমকে পুলিশের আরেকটি গাড়িতে চাপানো হয়। পুলিশ হাশিমপুরের বাসিন্দাদের সাথে যেরুপ আচরণ করেছে তা খুবই নির্মম ও ন্যাক্যারজনক। পুলিশ ৫০ বছরের অধিক বয়সী মুসলিম ও ১২ বছরের কমবয়সী শিশুদের প্রথমে আলাদা করে বাকিদের ট্রাকে করে তুলে নিয়ে যায়। প্রায় ৪২ জন মুসলিমের মধ্যে মাত্র ৬ জনের সন্ধান জানা গেছে, বাকীদের পরিণতি কেউ জানে না।

https://ibb.co/cr1bkNr

গ্রেফতারকৃতদের ট্রাকে করে মুরাদনগর নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রাক যখন গঙ্গার খালে পৌছে তখন পুলিশ মুসলিমদের গুলি করে লাশগুলো খালে ফেলে দেয়। পরবর্তীতে বিশের অধিক মুসলিমদের লাশ ভাসমান অবস্থায় খালে পাওয়া গিয়েছে।

https://ibb.co/XSNG0F8

হাশিমপুর থেকে গ্রেফতারকৃত অন্যান্য মুসলিম যুবকদের মালাউন পুলিশ হত্যা করে লাশগুলো দিল্লী-উত্তর প্রদেশ সীমান্তবর্তী হিনদন নদীতে ফেলে দেয়।

https://alfirdaws.org/2021/05/25/49490/

সম্পর্ক উন্নয়নে পাসপোর্ট থেকে ইসরাইল ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ

অভিশপ্ত ও দখলদার ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশ তার পাসপোর্ট থেকে ইসরাইলে বাংলাদেশী পাসপোর্ট ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে।

গত, ২২ মে, শনিবার বাংলাদেশী ত্বাগুত প্রশাসন ইসরাইলের ব্যাপারে পরিবর্তনকৃত বাংলাদেশের নতুন পাসপোর্ট নীতিটি সংবাদমাধ্যমে উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের ত্বাগুত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানায়, আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে দেশের পাসপোর্টের মানের সামঞ্জস্য বজায় রাখতেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশী পাসপোর্ট অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলে ব্যবহারে প্রশাসনিক আর কোন বাঁধা থাকলো না।

জানা যায়, বাংলাদেশের পাসপোর্টে এতদিন ধরে লেখা থাকতো 'দিস পাসপোর্ট ইজ ভ্যালিড ফর অল কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড এক্সসেপ্ট ইসরায়েল'। তবে নতুন ই-পাসপোর্টে পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে 'দিস পাসপোর্ট ইজ ভ্যালিড ফর অল কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। সেখানে 'এক্সসেপ্ট ইসরায়েল/ইসরাইল ব্যতীত' লেখাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মানেঃ বাংলাদেশের পাসপোর্ট এখন ইসরায়েলসহ বিশ্বের সব দেশের ক্ষেত্রেই বৈধ।

সংবাদ বিশ্লেষকরা তাইওয়ানের সাথে বাংলাদেশ সম্পর্কের উদ্ধৃতি টেনে বলেন,"এর ফলে ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।" উল্লেখ্য, বাংলাদেশ তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেয়না তবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট থেকে তাইওয়ান ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর থেকে দেশটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ ত্বাগুত সরকারের নীতিগত এ সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছে অভিশপ্ত ইহুদিবাদি দেশটি।

গত ২৩ মে রবিবার, ইসরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপ-মহাপরিচালক গিলাড কোহেন তার টুইটে লিখে, "সুখবর! বাংলাদেশ ইসরায়েলের সঙ্গে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছে। এবার বাংলাদেশ ও ইসরায়েলেরে মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলে উভয় দেশের জনগণ লাভবান হবে।" অর্থাৎ বাংলাদেশ ইসরাঈলের সাথে ভ্রমণের বারাআত তুলে নিয়েছে বলে সে আনন্দিত। সেই সাথে সে ভবিষ্যতে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকেও আহ্বান জানিয়েছে।

https://ibb.co/tXf1cYG

উল্লেখ্য, ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্ক সত্ত্বেও, এ বছরের শুরুতে আল জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ইসরাইলের একটি কোম্পানি থেকে বাংলাদেশের প্যারামিলিটারি ইউনিট, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) জন্য নজরদারি প্রযুক্তি কেনার তথ্যটি উঠে আসে। তখন এদেশের মুরতাদ সরকার জনগণকে শান্ত করতে আল-জাজিরান এই রিপোর্টের নিন্দা জানিয়েছিল।

র‍্যাব প্রশাসন কর্তৃক পালিত এমনই একটি দুর্ধর্ষ প্যারা-মিলিটারি ইউনিট যারা নাগরিকদের গুম, হত্যা, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য কুখ্যাত।

বাংলাদেশী পাসপোর্ট থেকে ইসরাইল ব্যতীত ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর বর্তমানে পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যাদের পাসপোর্টে ইসরাইলে ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে।

ফিলিস্তিন | পশ্চিম তীর থেকে ২৩ মুসলিমকে তুলে নিয়ে গেছে দখলদার ইসরাইল

দখলদার ও অভিশপ্ত ইহুদী সৈন্যরা ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরে হানা দিয়ে ২৩ জন ফিলিস্তিনী মুসলিমকে ধরে নিয়ে গেছে।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক 'কারাবন্দী সোসাইটি' নামক একটি সংস্থা গত ২৩ শে মে রবিবার সংস্থাটি তথ্য নিশ্চিত করেছে। সংস্থাটির তথ্যমতে গত ২২ মে, পশ্চিম তীরে মুসলিমদের বাড়িঘরে হানা দিয়ে ২৩ জন ফিলিস্তিনী মুসলিমকে অন্যায়ভাবে তুলে নিয়ে গেছে অভিশপ্ত ইহুদী সৈন্যরা।

সংস্থাটি আরো জানায়, এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে গত এক সপ্তাহে দখলদার ও অভিশপ্ত ইহুদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলি সৈন্যরা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও মুসলিম ভূখণ্ড থেকে ১৮০০ অধিক মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক 'কারাবন্দী সোসাইটি' আরো জানায়, কারাগারের দুরাবস্থা ও বিনাবিচারে বন্দী রাখার প্রতিবাদে দুইজন ফিলিস্তিনি টানা ১৯ দিন ইসরাইলি কারাগারে অনশন পালন করেন।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক 'অধিকার' সংস্থার মতে, বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার ৪ শত মুসলিম ইসরাইলি কারাগারে বন্দী অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন; যাদের মধ্যে ৩৯ জন মুসলিম নারী, ১১৫ ফিলিস্তিনি শিশু ও ৩৫০ জন প্রশাসনিক বন্দী রয়েছেন।

খোরাসান | লাগমানের প্রাদেশিক রাজধানী বিজয়ের ধারপ্রান্তে তালিবান, চলছে তীব্র লড়াই

আফগানিস্তানের লাগমান প্রদেশের আলিঙ্গার ও আলিশাং জেলায় অগ্রগতির পাশাপাশি তালিবান মুজাহিদিনরা এখন প্রাদেশিক রাজধানী মাহতারলাম বিজয়ের লক্ষ্যে মুরতাদ কাবুল সরকারী বাহিনীর ঘাঁটিগুলিতে ভারী আক্রমণ শুরু করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, গতকাল বিকেলে মাহতারলাম ও কালাই-নাজিল বাজারের ৬টি চেকপোস্ট বিজয় করে নিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। সূত্রটি আরও জানিয়েছিল যে, মুজাহিদগণ প্রদেশটির প্রধান শহর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে প্রাদেশিক কারাগারে হামলা চালিয়েছেন এবং কারাগার থেকে সকল বন্দীকে মুক্ত করে নিয়েছেন।

এদিকে কাবুল সরকারের সুরক্ষা আধিকারিকরা নিশ্চিত করেছে যে, প্রদেশটির বাদপাশ, আলিঙ্গার ও আলিশাং জেলাগুলি বর্তমানে তালিবান মুজাহিদদের অবরোধের অধীনে রয়েছে।

কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রাদেশিক রাজধানী রক্ষায় একটি নতুন 'এএনএ' ইউনিট গত রাতে লগমন পৌঁছালেও, তিনটি জেলা এবং এই কেন্দ্রটি এখনও তালেবান মুজাহিদদের দ্বারা অবরোধের মধ্যে রয়েছে।

সুরক্ষা সূত্র জানিয়েছে যে, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত মধ্য লাঘমান প্রদেশের ১৭টি এলাকা দখলে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এদিন বিকেলে রাজধানীর আবজাই, খান কালা, সাপিও কালা ও ময়দান এলাকা থেকেও সরকারী বাহিনী পিছু হটেছে।

লঘমানের বাসিন্দা নূর কাদেরী টোলনিউজকে বলেছেন, তালিবান মুজাহিদিন বর্তমানে প্রাদেশিক রাজধানী মাহতারলাম শহরের ২০০ মিটারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করেছে।

সর্বশেষ তালিবান মুখপাত্র- জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আজ ২৪ মে দুপুরবেলা জানিয়েছেন যে, গত ২০ ঘন্টার লড়াইয়ে তালিবান মুজাহিদগণ প্রাদেশিক কেন্দ্রটির ৩৭টি প্রতিরক্ষামূলক চেকপোস্ট দখলে নিয়েছেন, বেশ কিছু সৈন্যকে হত্যা এবং আহত করেছেন। এছাড়াও মুজাহিদগণ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

মাসিক রিপোর্ট | কাবুল প্রশাসন থেকে ১১২৭ সৈন্যের তালেবানে যোগদান

গত এপ্রিল মাসে আফগানিস্তানে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী ছেড়ে ১১২৭ জন সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

এদিকে কাবুল প্রশাসনের সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস ও হতাশার ফলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা প্রদিনই তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যার ধারবাহিকতায় গত এপ্রিল মাসে এক হাজারেরও বেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

তালেবানের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশনের এক বিবৃতি অনুসারে, আত্মসমর্পণকারী কাবুল সৈন্য, পুলিশ, ভাড়াটিয়া মিলিশিয়া এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতি প্রবীণদের মধ্যস্থতায় এবং তালেবান নেতা শাইখ আখুন্দজাদার ক্ষমার ডিক্রি অনুসারে, কাবুল সরকারি বাহিনীর থেকে প্রতিদিনই কয়েক ডজন করে সেনা পদত্যাগ করছে এবং বিদেশি ও কাবুল সরকারী সৈন্যদের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তালেবানদের সাথে যোগ দিচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে, তালেবানের দাওয়াহ ও গাইডেন্স কমিশনের দায়িত্বশীলগণ আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের স্বাগত জানিয়ে তাদের পুরস্কৃত করেছেন।

ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্টের (সিইসি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি মাসে ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ সৈন্য এবং পুলিশ সদস্য কাবুল সরকারি বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করছে আবার অনেকে তালিবানদের শর্ত মেনে তাদের বাড়িতে ফিরে বেসামরিক জীবনে ফিরে আসছে।

২৪শে মে, ২০২১

পুলিশের পাহারায় মসজিদুল আকসায় ইহুদিদের প্রবেশ

ভারি অস্ত্রে সজ্জিত ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলি পুলিশের পাহারায় মসজিদুল আকসায় জোর করে প্রবেশ করেছে ইহুদিরা। রোববার (২৩ মে) সকালে প্রায় এক শ’ নাপাক ইহুদি ইসরায়েলি পুলিশি পাহারায় মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করে।

এর আগে মসজিদে ফজরের নামাজের পর সমবেত মুসল্লিদের ওপর হামলা করে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা দিয়ে ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানায়, ইসরায়েলি ইহুদিদের প্রবেশে জায়গা করে দিতে পুলিশ মুসল্লিদের ওপর ব্যাপক মারধর চালায়।

ওয়াফা আরো জানায়, এই সময় ছয় ফিলিস্তিনিকে আটক করা হয়।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পূর্ব জেরুসালেমের মসজিদুল আকসা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদীনার মসজিদে নববীর পরই এই মসজিদের মর্যাদা রয়েছে।

সূত্র : আলজাজিরা

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৪২ মুরতাদ সৈন্য নিহত, ৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

আফগানিস্তানের জাউজান, পাকতিয়া, বাগলান ও নানগারহারে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এতে ৪২ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২৩ মে রবিবার, তালিবান মুজাহিদীনরা বাগলান প্রদেশের পুল-এ-খামরি জেলার নিয়াজুল্লাহ এলাকায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ভাড়াটে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর সমস্ত কমান্ডার ও সেনা সদস্যকে হত্যা করেন।

এছাড়াও, মুজাহিদীনরা আজ ভোরে গুজারগাহ নূর জেলায় মুরতাদ বাহিনীর উপর আরো একটি সফল হামলা চালান। এসময় মুজাহিদগণ ১৮ ভাড়াটে সৈন্যকে হত্যা এবং আরো ৩ সৈন্যকে গুরুতর আহত করেন। এছাড়াও মুজাহিদগণ ৬টি 16-মিমি রাইফেল, একটি রকেট লঞ্চার এবং অন্যান্য গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে আজ দুপুর ১১ টায় জাউজান প্রদেশের আকচা জেলায় 'পোস্ট-ডিভিশন' নামক ভাড়াটে বাহিনীর উপর মুজাহিদিনরা একটি সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছেন। মুজাহিদদের এই আক্রমণে শত্রু বাহিনীর ২ টি ট্যাঙ্ক, ৮ ভাড়াটে সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদীনরা প্রচুর গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

এদিকে বিকেলে মুজাহিদিনরা পাকতিয়া প্রদেশের ইব্রাহিম খেল এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে ড্রোন হামলা চালান, এতে এক সৈন্য নিহত এবং আরো কতক সৈন্য আহত হয়েছে। এমনিভাবে বেলা ১১ টা ৫০ মিনিটে, পাটান জেলার রহিমুদ্দিন ঘুন্দি এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে আরো একটি ড্রোন হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ২ কমান্ডারসহ কতক সৈন্য হতাহত হয়।

জুরমাত জেলার খাওয়াজাগান এলাকায় মুরতাদ সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে (এএনএ) একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ, এতে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত ও ২ সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে গতকাল রাত ২ টা নাগাদ মুজাহিদিনরা নানগারহার প্রদেশের জোকান তালাশি এলাকায় ভাড়াটে সেনা চৌকিতে হামলা চালিয়ে ২ সৈন্যকে হত্যা এবং অপর এক সেনাকে গুরুতর আহত করেন।এছাড়াও,

হাজী দাউদ এলাকায় মুরতাদ ভাড়াটে সৈন্যদের উপর তালিবান মুজাহিদদের অন্য হামলায় আরো ৬ ভাড়াটে সৈন্য নিহত হয়েছে।

মালি । আল-কায়েদার হামলায় ৬ মুরতাদ সদস্য নিহত, প্রচুর গণিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ 'ভিডিপি' বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন JNIM এর মুজাহিদিন। এতে ৬ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৬ মে, মালির পালসেগ প্রদেশের পিসিলা জেলার সানমাতেনগা এলাকায় দেশটির মুরতাদ ভিডিপি বাহিনীর একটি অবস্থানে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জা'মায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের একদল জানবায মুজাহিদীন। এতে মুরতাদ ভিডিপি বাহিনীর এক সদস্য নিহত এবং আরো ৫ সদস্য আহত হয়েছে। তবে ভিন্ন আরেকটি সূত্রমতে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল অভিযানে ৬ মুরতাদ সদস্যই নিহত হয়েছে।

অভিযান শেষে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে ৭টি মোটরবাইক, ৮টি একে সিরিজের অথবা টাইপ-৫৬ প্যাটার্নের রাইফেল, ২টি যাসটাভা M70B1, ম্যাগাজিন ও অনেক গুলি গনিমত লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ভিডিপি হচ্ছে- মালিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুরতাদ বাহিনীর জন্য সেবাপ্রদানকারী একটি সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক দল।

২৩শে মে, ২০২১

আমাদের সেনাবাহিনী যুদ্ধাপরাধীদের পরিচালিত সন্ত্রাসী সংগঠন: সাবেক ইসরায়েলি বৈমানিক

ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর সাবেক বৈমানিক ইউনতান শাপিরা ইসরায়েলি সরকার ও সামরিক বাহিনীকে ‘যুদ্ধাপরাধীদের’ পরিচালিত ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে মন্তব্য করেছে। সম্প্রতি তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির কাছে দেয়া এক সাক্ষাতকারে সে এই মন্তব্য করে।

২০০৩ সালে দ্বিতীয় ইন্তেফাদার সময় ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর তৎকালীন ক্যাপ্টেন ইউনতান শাপিরা পদত্যাগ করে।

সাক্ষাতকারে সে বলেছে, 'দ্বিতীয় ইন্তেফাদার সময় আমি উপলব্ধি করলাম ইসরায়েলি বিমান বাহিনী ও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী লাখ লাখ ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে যুদ্ধাপরাধ করছে। যখনই তা উপলব্ধি করলাম, আমি শুধু নিজেই (বিমান বাহিনী) ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নেইনি বরং অন্য বৈমানিকদেরও সংগঠিত করলাম যারা এই অপরাধের অংশ হতে অস্বীকার করেছে।'

২০০০ সালে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুরো ফিলিস্তিনজুড়ে গণজাগরণ দ্বিতীয় ইন্তেফাদা হিসেবে পরিচিত। ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসায় ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনের ব্যর্থতা এবং ইসরায়েলের বিরোধীদলীয় নেতা অ্যারিয়েল শ্যারনের মসজিদুল আকসা পরিদর্শনের জেরে শুরু হওয়া এই গণজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতেই গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি বসতি ও সামরিক অবস্থান সরিয়ে নেয়া হয়। ২০০৫ সালে এই গণজাগরণের সমাপ্তি হয়।

ইউনতান শাপিরা বলেন, 'ইসরায়েলি শিশু হিসেবে, আপনি বেড়ে উঠবেন জোরালো জায়নবাদী সামরিকায়িত শিক্ষায়। আপনি ফিলিস্তিন সম্পর্কে কিছুই জানবেন না, ১৯৪৮ সালের নাকবা সম্পর্কে, চলমান নিপীড়ন সম্পর্কে কিছুই জানবেন না।'

ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে আসার পর শাপিরা এক প্রচারণা আন্দোলন শুরু করেন যাতে ফিলিস্তিনিদের আক্রমণের আদেশ অমান্যে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অন্য সদস্যদের উৎসাহিত করা হয়।

এই প্রচারণায় ২০০৩ সাল থেকে ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর ২৭ বৈমানিক পদত্যাগ করেছেন।

শাপিরা বলেন, তিনি ও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করা তার বন্ধুরা ইসরায়েলি জনগণ ও সারাবিশ্বকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের 'যুদ্ধাপরাধমূলক নীতি' সম্পর্কে জানাতে চান।

তিনি বলেন, 'এই দখলদারিত্ব এক চলমান অপরাধমূলক কাজ ও যুদ্ধাপরাধ এবং আমরা এই যুদ্ধাপরাধের অংশ হতে ইচ্ছুক নই।'

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক আগ্রাসনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে দেশটির বিমান বাহিনী। টানা ১১ দিন বিমান হামলায় গাজায় ২৪৮ জন নিহত ও এক হাজার নয় শ' ৪৮ জন আহত হয়েছেন।

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় মোট এক হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও এক হাজার আট শ' বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানায় ফিলিস্তিনি গৃহায়ন মন্ত্রণালয়।

জাতিসঙ্ঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সমন্বয় দফতরের (ওসিএইচএ) তথ্য অনুসারে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে অন্তত ৯০ হাজার ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি ও মিডল ইস্ট মনিটর

গাজায় ইসরায়েলের হামলা : ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান

টানা ১১ দিনের আগ্রাসনের পর অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজা নিয়ন্ত্রণকারী স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সাথে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে দখলদার ইসরায়েল। শুক্রবার সকাল থেকে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।

যুদ্ধের এই অবসরে উভয় পক্ষই সময় পেয়েছে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান পর্যালোচনার।

যুদ্ধবিরতির পর থেকে গাজায় নতুন করে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। টানা ইসরায়েলি বিমান হামলায় পরে থাকা ধ্বংসস্তুপ থেকে হতাহতদের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছেন উদ্ধারকর্মীরা।

শুক্রবার গাজায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বিবৃতি অনুসারে, ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধবিরতিতে উদ্ধার অভিযানে নতুন হতাহতদের উদ্ধারের পর নিহতের সংখ্যা বেড়ে দুই শ' ৪৮ জনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৬৬ শিশু ও ৩৯ নারী রয়েছেন।

অপরদিকে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে আরো এক হাজার নয় শ' ৪৮ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়। এর মধ্যে ৫৬০ জনই শিশু।

অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ইসরাইলি আগ্রাসনে গাজায় আহতের সংখ্যাকে আরো বেশি উল্লেখ করেছে। সংস্থাটির মতে, অন্তত আট হাজার ছয় শ' ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন।

অপরদিকে, গাজায় আগ্রাসনের প্রতিবাদে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ দমনে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর হামলায় আরো ২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

অপরদিকে ইসরায়েল ভূখণ্ডে রকেট হামলায় এক সৈন্য ও দুই শিশুসহ মোট ১২ জনের প্রাণহানী ঘটেছে। এছাড়া হামলায় আরো সাত শ' ৯৬ জন আহত হয়েছেন বলে খবরে জানা যায়।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বিবৃতি অনুসারে, গাজা থেকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে মোট চার হাজার তিন শ' ৬০টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়। তবে এর বেশিরভাগই ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমের মাধ্যমে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে।

তবে ইসরায়েলি ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ বলছে, দক্ষিণ ও মধ্য ইসরায়েলে রকেট হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই হাজার ৬১টি বাড়ি এবং এক হাজার তিন শ' ৬৭টি গাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন তারা পেয়েছে।

ফিলিস্তিনি গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, কুখ্যাত ইসরায়েলি হামলায় গাজায় মোট এক হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও এক হাজার আট শ' বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সমন্বয় দফতরের (ওসিএইচএ) তথ্য অনুসারে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে অন্তত ৯০ হাজার ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

অধিকৃত জেরুসালেমের শেখ জাররাহ মহল্লাহ থেকে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে ইহুদি বসতি স্থাপনে গত ২৫ এপ্রিল ইসরায়েলি আদালতের আদেশের জেরে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভে পরপর কয়েক দফা মসজিদুল আকসায় হামলা চালায় অভিশপ্ত বাহিনী। ৭ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত এই সকল হামলায় এক হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন বলে জাতিসঙ্ঘের মানবিক সাহায্য বিষয়ক দফতর ইউএনওসিএইএ জানিয়েছে।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি, বিবিসি ও ডেইলি মেইল

পৃথিবীর উন্মুক্ত কারাগার নামে খ্যাত গাযার বাসিন্দাদের দুর্বিষহ জীবন যাপন

প্রায় বিশ লাখ মানুষ বাস করেন ফিলিস্তিনের গাযায়। এই এলাকা দৈর্ঘ্যে ৪১ কিলোমিটার (২৫ মাইল) আর প্রস্থে ১০ কিলোমিটার। চারপাশ ঘিরে আছে ভূমধ্যসাগর, ইসরায়েল আর মিশর।

গাযা এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাস। ২০০৭ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন ফিলিস্তিনি প্রশাসনের ভেতর চরম মতভেদের পর হামাস গাযার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়।

এরপর থেকে ইসরায়েল এবং মিশর গাযার ভেতর থেকে মালামাল ও মানুষের চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে একটা স্বল্পস্থায়ী লড়াই হয়েছিল ২০১৪ সালে। আর এই বছর মে মাসে দুই পক্ষের মধ্যে সহিংস লড়াই তীব্র মাত্রা নেয়।

দখলদার ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা বাড়ার পটভূমিতে গাযায় হামলা চালায় ইহুদিরা। ফলে বাড়ছে হতাহত আর ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা।

বিদ্যুতের তীব্র সঙ্কট

গাযায় এমনি সময়ই প্রতিদিন বিদ্যুত চলে যায়।

এই লড়াই শুরু হবার আগে গাযার বাসাগুলোতে পালা করে প্রতিদিন মাত্র আট ঘন্টার জন্য বিদ্যুত দেয়া হতো।

সাম্প্রতিক লড়াইয়ে বিদ্যুতের লাইনগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং দেখা দিয়েছে তীব্র জ্বালানি সঙ্কট। জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণ সমন্বয়কারী দপ্তর (ওচা) বলছে এখন বেশিরভাগ বাসাবাড়িতে বিদ্যুত আসছে দিনে মাত্র তিন চার ঘন্টা করে। কোথাও কোথাও তাও ভেঙে পড়েছে।

গাযা ভূখন্ডে বিদ্যুত সরবরাহের একটা বড় অংশ আসে ইসরায়েল থেকে। খুব নগণ্য একটা অংশ উৎপাদিত হয় গাযার একটাই মাত্র বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র থেকে, আর সামান্য অংশ সরবরাহ করে মিশর।

গাযার বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র এবং মানুষের বাসাবাড়িতে যে জেনারেটর আছে তার জন্য নির্ভর করতে হয় ডিজেল জ্বালানির ওপর। কিন্তু ইসরায়েল হয়ে যে জ্বালানি গাযায় আসে তা প্রায়শই বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে সাধারণ সময়েও বিদ্যুত সরবরাহ বিঘ্নিত থাকে। লড়াইয়ের ফলে তা এখন আরও তীব্র হয়েছে।

সীমান্ত পারাপারের সমস্যা

গাযা থেকে চলাচলের ক্ষেত্রে রয়েছে বড়ধরনের সমস্যা। হামাস ২০০৭ সালে গাযায় ক্ষমতা গ্রহণের পর, মিশরের গাদ্দার শাসক গাযার সাথে তাদের সীমান্ত মূলত বন্ধই করে রেখেছে।

গত বছর করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকানোর জন্য সীমান্তে আরও বাড়তি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

মিশরে যাতায়াতের জন্য রাফা সীমান্ত চৌকি এবং ইসরায়েলে ঢোকা ও বেরনর জন্য এরেজ সীমান্ত পারাপার চৌকি দুটোই ২০২০ সালে প্রায় ২৪০দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয় এবং খোলা হয় মাত্র ১২৫ দিনের জন্য বলে জানাচ্ছে জাতিসংঘ সংস্থা ওচা।

প্রায় ৭৮ হাজার মানুষ ২০১৯ সালে দক্ষিণের রাফা সীমান্ত দিয়ে গাযা থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ২০২০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৫ হাজারে।

উত্তরে এরেজ সীমান্ত দিয়ে ইসরায়েলে যাতায়াতের সংখ্যাও নাটকীয়ভাবে কমে গেছে ২০২০ সালে - যার কারণ আংশিকভাবে ছিল করোনাভাইরাস ঠেকাতে জারি করা বিধিনিষেধ।

এবছর এরেজ সীমান্ত চৌকি দিয়ে গাযা থেকে বেরতে পেরেছেন মাত্র প্রায় ৮ হাজার মানুষ। এদের বেশিরভাগই ছিলেন চিকিৎসা নিতে ইসরায়েলে যাওয়া মানুষ অথবা রোগীর সাথে যাওয়া আত্মীয়স্বজন বা তাদের নিকটজন। এছাড়া সীমান্ত মূলত বন্ধই করে দেয়া হয়।

সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্কে হামলা

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, গাযার জনসংখ্যার প্রায় ৮০% বিদেশি ত্রাণের ওপর নির্ভরশীল। প্রায় দশ লাখ মানুষ খাবার জন্য দৈনন্দিন খাদ্য সহায়তার মুখাপেক্ষী।

যাতায়াতের ওপর ইসরায়েল অবরোধ জারি করার ফলে গাযা থেকে ঢোকা ও বেরন মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যা কিছু সুড়ঙ্গপথ ছিল এবার সন্ত্রাসীরা এই সুড়ঙ্গপথগুলো ধ্বংস করতেও বিমান হামলা চালিয়েছে। ফলে খাদ্য সরবরাহের চোরা পথও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

করোনাভাইরাসও স্থানীয় অর্থনীতির জন্য বড়ধরনের বিপর্যয় তৈরি করেছে। বিশ্ব ব্যাংক বলছে গাযা এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় সবে মাত্র কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। ফলে হামলা সেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথে বড়ধরনের একটা ধাক্কা দিয়েছে।

বসবাসও গাযার বাসিন্দাদের জন্য কঠিন সমস্যা

গাযা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। যাকে বলা হয় পৃথিবীর উন্মুক্ত কারাগার।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, গাযায় আটটি শিবিরে গাদাগাদি করে বাস করেন প্রায় ৬ লক্ষ শরণার্থী।

সাধারণত এক বর্গ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে বসবাস করেন ৫,৭০০র বেশি মানুষ- যে পরিসংখ্যান লন্ডনের জনঘনত্বের কাছাকাছি। কিন্তু গাযা সিটিতে এক বর্গ কিলোমিটারে বাস করেন ৯ হাজারের অধিক মানুষ।

গাযা থেকে রকেট হামলা ও ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষার জন্য ইসরায়েল ২০১৪ সালে একটি বাফার জোন ঘোষণা করে। ইসরায়েল ও গাযার মধ্যে বেশ বিস্তীর্ণ এই এলাকা তারা গড়ে তোলে যাতে গাযা থেকে চালানো কোনরকম হামলা থেকে তাদের দেশ নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারে।

কিন্তু এই বিস্তীর্ণ এলাকা বাফার জোনের অংশ করে নেওয়ায় স্থানীয় মানুষদের থাকার এবং কৃষিকাজের জন্য জমি অনেকটাই কমে গেছে।

ওচা বলছে এখন সাম্প্রতিক এই বর্বরোচিত হামলার কারণে কয়েকশ বসতবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। অনেক বাড়ি মাটিতে মিশিয়ে গেছে। তারা বলছে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে বেশ সময় লেগে যাবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চাপের মুখে

গাযার জন-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা নানা কারণে সঙ্গিন। জাতিসংঘ সংস্থা ওচা বলছে ইসরায়েল ও মিশরের দিক থেকে অবরোধ, পশ্চিম তীর কেন্দ্রিক ফিলিস্তিনি প্রশাসনের গাযার জন্য অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য বরাদ্দ এবং ফিলিস্তিনি প্রশাসনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন সবই গাযার করুণ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার জন্য দায়ী।

ইসরায়েলের সাথে পূর্ববর্তী সংঘাতের সময়ই গাযার বেশ কিছু হাসপাতাল ও ক্লিনিক ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

গাযার কোন রোগীর যদি পশ্চিম তীর বা পূর্ব জেরুসালেমের হাসপাতালে চিকিৎসা নেবার দরকার হয়, তাহলে তাকে আগে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করে তার জন্য অনুমোদন নিতে হবে। তারপর ইসরায়েল সরকারের কাছে গাযা থেকে বেরনর জন্য পাস যোগাড় করতে হবে। ২০১৯ সালে গাযা ভূখন্ড থেকে চিকিৎসা থেকে বেরন আবেদন অনুমোদনের হার ছিল ৬৫%।

গত কয়েক মাসে করোনাভাইরাসের কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রীতিমত প্রবল চাপের মুখে রয়েছে।

এপ্রিল মাসে গাযায় প্রতিদিন সংক্রমণের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০। মহামারি শুরু হবার পর থেকে গাযায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৪ হাজার। ভাইরাসে মারা গেছে ৯৪৬জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুঁশিয়ার করেছে যে গাযা ইসরায়েল সীমান্তে বিধিনিষেধের কারণে শত্রুতার শিকার রোগীরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তো হচ্ছেই, এই প্রাণঘাতী ভাইরাস মোকাবেলার কাজও এর কারণে ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

এই অবস্থায় মানুষজন যুদ্ধের কারণে এখন আপদকালীন বাসস্থানে গাদাগাদি করে আশ্রয় নেবার কারণে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার বড়ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

খাবার ও জীবিকার সঙ্কট

জাতিসংঘের হিসাবে গাযায় দশ লাখের ওপর মানুষ "মাঝারি থেকে গুরুতর খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে" শ্রেণিভুক্ত, যদিও সেখানে প্রচুর মানুষ কোন না কোন ধরনের খাদ্য সহায়তা পেয়ে থাকে।

ত্রাণের খাদ্যবাহী গাড়ির বহর যাবার জন্য সীমান্ত পারাপারের চৌকিগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গোলাবর্ষণের কারণে খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে।

গাযার মানুষের কৃষিকাজ ও মাছধরার ওপর ইসরায়েল যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে তার ফলে গাযার বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার উৎপাদন করতেও অক্ষম।

ইসরায়েলের ঘোষিত বাফার জোন এলাকায় গাযার মানুষ চাষবাস করতে পারেন না। এই এলাকা সীমান্তে গাযার দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। এর কারণে গাযায় বছরে আনুমানিক ৭৫ হাজার টন কম ফসল উৎপাদিত হয়।

ইসরায়েল গাযার জন্য মাছ ধরার ক্ষেত্রেও সীমানা বেঁধে দিয়েছে। গাযার বাসিন্দাদের উপকূল থেকে মাত্র কিছু দূর পর্যন্ত মাছ ধরার অনুমতি আছে। জাতিসংঘ বলছে এই বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হলে মাছ ধরে গাযার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। এবং এলাকার মানুষ সস্তায় প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়ার সুযোগ পেত।

এগারো দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর ইসরায়েল গাযা ভূখন্ড থেকে কোনরকম মাছ ধরার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। গত কয়েক বছরে ইসরায়েল বিভিন্ন সময়ে মাছ ধরার এলাকার সীমানা বিভিন্নভাবে

বদলেছে। ফলে গাযার প্রায় ৫ হাজার জেলে ও মৎস্য খাতে সংশ্লিষ্টদের রুজিরোজগারে বড়ধরনের বিঘ্ন তৈরি হয়েছে।

পানির নিত্য সঙ্কট

গাযার বেশিরভাগ মানুষ পানির সঙ্কটে দিন কাটান। কলের পানি লবণাক্ত এবং দূষিত এবং পানের উপযোগী নয়।

গাযার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের বাসায় পাইপ লাইনে পানির সংযোগ থাকলেও ওচা বলছে পরিবারগুলো পানি প্রায় অনিয়মিতভাবে। ২০১৭ সালে পরিবারগুলো কলের পানি পেত প্রতি চার দিন অন্তর মাত্র ৬ থেকে ৮ ঘন্টার জন্য। এর কারণ ছিল পানি পাম্প করার জন্য বিদ্যুতের অভাব।

সর্বসাম্প্রতিক এই লড়াইয়ের ফলে এই সমস্যা আরও সঙ্গিন হয়েছে। পানির সরবরাহ আরও কমে গেছে বিদ্যুতের অভাবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে তারা মাথা পিছু প্রতিদিন ১০০ লিটার পানির নূন্যতম একটা বরাদ্দ বেধে দিয়েছিল। এই বরাদ্দ ছিল খাওয়া, ধোয়া, রান্না ও গোসল করার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নূন্যতম বরাদ্দ। গাযায় পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় গড় পরিমাণ মাথা পিছু প্রায় ৮৮ লিটার।

পয়ঃনিষ্কাশনও আরেকটা বড় সমস্যা। ৭৮% বাসাবাড়ি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকলেও বর্তমান ব্যবস্থা তা সামাল দিতে অক্ষম।

শিক্ষাও বিপর্যস্ত

গাযার বহু শিশুই জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে লেখাপড়া করে। সাম্প্রতিক যুদ্ধের কারণে বেশিরভাগ স্কুলভবন এখন আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বোমাবর্ষণ থেকে বাঁচতে পরিবারগুলো এইসব স্কুলভবনে আশ্রয় নিয়ে আছে।

কেনিয়া | শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ১৩ ক্রুসেডার নিহত, আহত অনেক

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ একটি অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। যাতে ১৩ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ মে শনিবার, উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার মান্দিরা অঞ্চলের তাগাবু ও বানিসা এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক বহরে লক্ষ্য করে শক্তিশালী

বোমা হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ১৩ সৈন্য নিহত এবং আরো অনেক সৈন্য আহত হয়।

এছাড়াও শাবাব মুজাহিদদের বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান।

ভারত | মালাউন পুলিশি নির্যাতনে মুসলিম সবজি বিক্রেতা নিহত

উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার বাঙ্গারমাউ শহরে রাজ্য পুলিশের নির্যাতনে এক মুসলিম যুবক মারা গেছেন। পুলিশ তার বিরুদ্ধে কথিত কোভিড ১৯ এর স্বাস্থবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।

স্থানীয় মিডিয়া সূত্রে জানা যায়, গত ২১ মে শুক্রবার, ফয়সাল হোসেনকে (১৮) কথিত কোভিড ১৯ এর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সবজি বিক্রি করায় রাজ্য পুলিশ বেদম পেটায়।

পুলিশের নির্দয় পিটুনিতে সংকটাপন্ন ফয়সালকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ফয়সাল চিকিৎসাধীন অবস্থায়ই মারা যান।

মৃত ফয়সালের এক আত্মীয় অভিযুক্ত তিন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

ফয়সালের চাচাতো ভাই সালমান সাংবাদিকদের জানান,"...বাজার থেকে ফয়সালকে তুলে নিয়ে পুলিশ থানায় নির্মমভাবে পেটায়। তারপর তারা মুমূর্ষু অবস্থায় ফয়সালকে হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যায়।..."

২২শে মে, ২০২১

আফগানিস্তানের ১৯টি প্রাদেশিক রাজধানী ঘিরে ফেলেছে তালিবান

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্তই আফগানিস্তানের ৫টি প্রাদেশিক রাজধানীতে সরাসরি অবরোধ আরোপ করেছেন তালিবান মুজাহিদিন। এছাড়াও বর্তমানে আফগানিস্তানের ৩৪ টি প্রাদেশিক রাজধানীর ১৯ টিই অবরোধ করে রেখেছেন তালিবান মুজাহিদিন।

আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার কথিত সন্ত্রাস দমনের মিশন "অপারেশন ফ্রিডমস সেন্টিনেল" এর খোদ লিড ইন্সপেক্টরও এই কথা স্বীকার করেছে। গত মে মাসের ১৮ তারিখে প্রকাশিত তার তৈরি করা একটি রিপোর্ট, যেখানে চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসে আফগানিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, সেখানে সে এই কথা জানায়।

রিপোর্টে সে আরো উল্লেখ করে, আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তালেবান যোদ্ধারা প্রথমে গত কয়েক বছর যাবত প্রাদেশিক রাজধানীর আশেপাশে থাকা গ্রাম ও জেলাগুলোতে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। আর এভাবেই প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর আশেপাশের এলাকাগুলো কাবুল বাহিনীর হাতছাড়া হয়ে ক্রমেই তা তালিবানদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়তে থাকে। ২০২১ সালে এসে প্রাদেশিক রাজধানীগুলো ঘেরাও হয়ে পড়ায় তালিবান যোদ্ধারা এখন বড় ধরণের অভিযান পরিচালনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় কয়েক দিন আগে বাগলান এবং হেলমান্দ প্রদেশে চালানো অফেন্সিভ বা আক্রমণাত্মক অভিযানগুলোতে।

তালেবান যেসব প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলো অবরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের ধারপ্রান্তে সে সব প্রদেশগুলিকে এই ম্যাপটিতে নীল দেখানো হয়েছে

https://ibb.co/5YPhvkY

রিপোর্টটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, তালিবান যোদ্ধারা বর্তমানে তাদের সামরিক কৌশল প্রাদেশিক রাজধানী কেন্দ্রিক শুরু করেছে। তারা সেখানে বড় ধরণের আক্রমণ পরিচালনা করছেন এবং সরকারি বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর উপর জটিল ও সফল হামলা চালাচ্ছেন । এসব আক্রমণের মাধ্যমে সরকারি বাহিনীর সামরিকযান ও রসদপত্র এবং গোয়েন্দা বিভাগের সামর্থ্য নষ্ট করে দিয়ে তাদের দূর্বল করে দেওয়া হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, তালিবান কর্তৃক অবরোধের শিকার দেশের ১৯টি প্রদেশই বর্তমানে তালিবানদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারতের শরয়ী শাসন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রদেশগুলোর রাজধানী কেন্দ্রীক মূল শহর ব্যাতিত এসব প্রদেশের সকল এলাকার অবস্থাই এখন একই। এছাড়া আফগানিস্তানের বাকি ১৫ টি প্রদেশের ৯০-৯৫% অঞ্চলই নিয়ন্ত্রণ করছে তালিবান। সেখানেও তারা দাপোটের সাথে ইসলামি শরিয়াহ্ দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করছেন।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ধীরে ধীরে বাগলান প্রদেশের রাজধানী পুল-ই-খুমরি, কুন্দুয প্রদেশের রাজধানী কুন্দুয সিটি, কান্দাহার প্রদেশের রাজধানী কান্দাহার সিটি, হেলমান্দ এর রাজধানী লশকরগাহ এবং উরুযগান এর রাজধানী তারিন কোট অবরোধ করেছেন তালিবান মুজাহিদিন। এছাড়াও তালিবানদের অবরোধের শিকার প্রদেশগুলো হচ্ছে- জাবুল, ফারাহ, বাদগিশ, ফারয়াব ও গজনি প্রদেশ।

https://ibb.co/ZSmxNMT

বিশ্লেষকরা বলছেন, এসব শহর সহ প্রদেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আরো ১২টি শহর তালিবান মুজাহিদদের ঘেরাওয়ের মধ্যে আছে এবং যেকোনো সময় তারা এসব শহরগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে দখলে নিতে সক্ষম।

তালেবান মুজাহিদীনরা শহরগুলোর আশেপাশের এলাকা দখল করতে ক্লাসিক গেরিলা ট্যাকটিক্স অনুসরণ করেছেন। তারা এলাকাগুলোতে আকস্মিক বড় আকারের হামলা চালিয়ে পুরোটুক দখলে নিচ্ছেন এবং শহরগুলোর আশেপাশের যত চেকপোস্ট আছে সেগুলোতে নিয়মিত আক্রমণ করে মুরতাদ বাহিনীকে দমিয়ে রেখেছেন।

পূর্ব আফ্রিকা | মুজাহিদদের হামলায় ২টি সাঁজোয়া যানসহ ৩ এরও বেশি কুফ্ফার নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ও কেনিয়ায় কুফ্ফার বাহিনীর উপর পৃথক ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ মে শুক্রবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর গের্সবালি অঞ্চলের মেয়র আবদুল-রহমান আহমেদ আলী "গ্রেরি" কে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ঘটনাস্থলেই গ্রেরি ও তার ৩ দেহরক্ষী নিহত হয়।

একইদিন দুপুরবেলায় কেনিয়ার মান্দিরা অঞ্চলের বানিসা এলাকায় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক বহরে হামলা চালান শাবাব মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং অপর একটি ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসময় ট্যাঙ্কে থাকা সকল ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হবার প্রভল সম্ভাবনা রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া কর্তৃক সার্কাসিয়ান মুসলিমদের গণহত্যা ও নিশ্চিহ্নকরণ, ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এক অধ্যায়

সার্কাসিয়ান গণহত্যা হলো সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার সার্কাস মুসলিমদের উপর চালানো কৌশলগত গণহত্যা, জাতিগত নির্মূল অভিযান, জোড়পূর্বক বিতাড়িতকরণ ও নির্বাসিতকরণ। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রুশ-সার্কাস যুদ্ধের পর ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এই গণহত্যা সংগঠিত হয়।

সার্ক্যাসিয়ানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী, যারা সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ান শাসক কর্তৃক নিজ মাতৃভূমিতে জাতিগত নির্মূলের শিকার হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী উত্তর ককেশাস থেকে ১৫ লক্ষ সার্ক্যাসিয়ান মুসলিমকে দখলদার রাশিয়ান শাসকরা জোড়পূর্বক নির্বাসিত করে।

১৮৬৪ সালের কৃষ্ণসাগরের বন্দর নগরী সোচির নিকট প্রতিরোধ যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার নিকট সার্ক্যাসিয়ানদের পরাজয় ঘটে; ফলে পূর্ব কৃষ্ণসাগর থেকে ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত ককেশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

https://ibb.co/mSMqGWG

ক্রিমিয়ান তাতারদের মতো দুর্দশার ফলে ১৮৬৪ সালে ১৫ লক্ষ সার্ক্যাসিয়ান কৃষ্ণসাগরের পূর্ব তীর থেকে ক্রুসেডার রাশিয়া কর্তৃক জোড়পূর্বক বিতাড়িত হয়। তখন নির্বাসিত সার্কাসিয়ানদের বেশিরভাগই তৎকালীন উসমানী সাম্রাজ্যে অধীনে আশ্রয় নেন। অত্যাচারী রুশ সৈন্যরা সার্কাসিয়ানদের জোড়পূর্বক জাহাজে করে উসমানী সাম্রাজ্যে পাঠিয়ে দিতো। রুশ দখলদারদের আগ্রাসনে প্রায় ৮ লক্ষ সার্ক্যাসিয়ান মারা যান।

https://ibb.co/3hkHvfk

ইতিহাস থেকে জানা যায়, তৎকালীন সময়ে রুশ ও কস্যাক সৈন্যরা নিজেদের বিনোদনের খোরাক যোগাতে বিভিন্ন নৃশংস পন্থা অবলম্বন করতো। যেমনঃ গর্ভবতী মহিলাদের পেট ছিড়ে ভিতরের বাচ্চা অপসারণ করে কুকুরকে খাওয়ানো।

গ্রিগরি জাসের মতো রাশিয়ান জেনারেল সার্কাসিয়ানদের "নোংরা উপমানব" হিসেবে অভিহিত করে তাদের হত্যা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল।

রাশিয়া কর্তৃক প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর জাতিগত নিধন থেকে বাঁচতে জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ উসমানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় নেয়।

গণহত্যা আর নির্বাসনের ফলে মোট জনগোষ্ঠীর ৭৫% সার্কাসিয়ানই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নির্বাসনে ব্যর্থ লোকেরা জলাবদ্ধ স্থান ও পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়ার প্রয়াস চালায়।

১৮৬৪ সালের যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে অনেক সার্কাসিয়ান রাশিয়ার নির্যাতনের ভয়ে দেশত্যাগ করেন এবং ১৮৬৭ সালের পূর্বে এই নির্বাসন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। যারা নির্বাসিত হননি বা আত্মসমর্পণ করেননি তাদেরকে বর্বরভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল।

নির্বাসনকালীন সময়েই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সার্ক্যাসিয়ান মারা যান। প্রস্থানের জন্য অপেক্ষমান ভীড়ে কিংবা উসমানীয় কৃষ্ণ সাগরের বন্দরে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সার্ক্যাস জাতিগোষ্ঠীর বিরাট অংশই প্রাণ হারায়। অন্যরা ঝড়ে জাহাজ ডুবে মারা গিয়েছিলেন। রাশিয়ান সরকারের সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী ৮০-৯৭% সার্ক্যাসিয়ান জাতিগোষ্ঠীর নিশ্চিহ্নকরণ এভাবেই হয়েছে।

https://ibb.co/LxRj9dz

২০২১ সালে এসে একমাত্র জর্জিয়া সার্ক্যাসিয়ান গণহত্যার স্বীকৃতি দেয়। চেচনিয়া ও জর্ডানের রাষ্ট্র নেতারা সার্ক্যাস গণহত্যার নিন্দা জানিয়েছেন।

তবে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া বরাবরই সার্ক্যাস গণহত্যার দায় অস্বীকার করে এসেছে। সার্কাস জাতিগোষ্ঠীর বিতাড়িতকরণকে "অনুন্নত বর্বর লোকদের সাধারণ দেশান্তর" বলে নিজের অন্যায়কে চেপে রাখার প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছে ।

ককেশাস অঞ্চলে দখলদার রাশিয়ান জাতীয়তাবাদীরা প্রতিবছর ২১ শে মে দিনিটিতে "পবিত্র বিজয় দিবস" হিসাবে পালন করে থাকে, যেদিন থেকে রাশিয়া কর্তৃক ককেশাস অঞ্চল থেকে সার্কাস জনগোষ্ঠীর উপর ইতিহাসের জঘন্যতম নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় করা হয়। অন্যদিকে সার্ক্যাসিয়ানরা গণহত্যার স্মরণে প্রতিবছর দিনটিকে শোক দিবস হিসাবে পালন করে থাকেন। সারা বিশ্বের নির্বাসিত সার্ক্যাসিয়ানরা এই দিনে রাস্তায় নেমে দখলদার রাশিয়ান সরকারের প্রতিবাদ জানান।

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, মিশর, ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নির্বাসিত সার্ক্যাসিয়ানরা বসতি গড়েছেন। কিছু সার্কাসিয়ান কুবান ও লুবা নদীর তীরবর্তী কাজাখ গ্রামে এখনো বসবাস করেন।

অত্যাচারী রুশ শাসক কর্তৃক সার্কাসিয়ানদের উপর চালানো জাতিগত নির্মূলাভিযান একবিংশ শতাব্দীতেও মনুষ্যত্বের ভিত নাড়িয়ে দেয়!

পরিশেষে, আমাদের সার্ক্যাসিয়ান ভাইদের মাতৃভূমি থেকে নিশ্চিহ্নকরণে হৃদয়ের গভীর থেকে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করি, যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করি।

আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিহুল্লাহ এর ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার

হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কমিটির আমির ও বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর ব্যক্তিগত সহকারী মাওলানা ইনামুল হাসান ফারুকীকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী র‍্যাব।

শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাটহাজারীর ফতেয়াবাদ থেকে তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

র‍্যাব ৭ চট্টগ্রামের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মশিউর রহমান শনিবার সকালে গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এনামুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য, গ্রেফতার ইনামুল হাসান ফারুকী হাটহাজারী উপজেলা হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কমিটির প্রচার সম্পাদক ছিলেন।

পাকিস্তানে ফিলিস্তিনের পক্ষে বের হওয়া মিছিলে বোমা হামলা, নিহত ৬

ফিলিস্তিনের পক্ষে বের হওয়া একটি মিছিলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানে।

হামলায় এখন পর্যন্ত ৬ জন নিহত হবার খবর পাওয়া গেছে এবং ১৪ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার (২১ মে) পাকিস্তানের দক্ষিণপশ্চিমে আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী চমন নগরীতে এ ঘটনা ঘটে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, পাকিস্তানে মুসলিমদের একটি ধর্মীয় দল ফিলিস্তিনের পক্ষে ওই মিছিলের আয়োজন করেছিল।

ওই দলের নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে একটি মোটরসাইকেল চালিয়ে দেওয়া হয়, যেটিতে বোমা রাখা ছিল। মিছিল শেষে লোকজন যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখনই বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

এবার ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন দেয়ায় এপি'র সাংবাদিক বহিষ্কার

ইহুদিবাদী ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসনের মুখে অসহায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানানোর কারণে বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি'র একজন নারী সাংবাদিককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এমিলি উইল্ডার নামের এ সাংবাদিককে বহিষ্কারের পর সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

চরমপন্থী ইহুদীবাদী কয়েকটি গণমাধ্যম উইল্ডারকে টার্গেট করার পর তাকে এপি কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করে। তার আগ পর্যন্ত এমিলি উইল্ডার নিউইয়র্ক শহরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

ইহুদিবাদী গণমাধ্যমগুলো অভিযোগ তুলেছে যে, কলেজ জীবনে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে উইল্ডার নানামুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

ব্রিটিশ পত্রিকা দৈনিক গার্ডিয়ানকে উইল্ডার জানিয়েছেন, বার্তা সংস্থা এপি'র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নীতি লঙ্ঘন করার অভিযোগ তুলে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে তবে কোন টুইটার পোস্টে এপি'র নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে সে বিষয়ে তাকে বিস্তারিত কিছু জানানো হয় নি।

এ সম্পর্কে উইল্ডার বলেন, `কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।' তবে তার কর্মকাণ্ডে বার্তা সংস্থা এপি'র জন্য কোন সমস্যা হয়নি বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির সম্পাদক।

চলতি সপ্তাহে ইহুদিবাদী গণমাধ্যমগুলো উইন্ডার সম্পর্কে নানা ধরনের স্টোরি প্রকাশ করে যাতে উইন্ডারের ইসরাইল ও ইহুদিবাদ বিরোধী তৎপরতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিল এপি কর্তৃপক্ষ।

এমপির দখলবাজির বিরুদ্ধে নিউজ করায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জেরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় সাংবাদিক আল আমিন হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার ভোরে গাংনী পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আল আমিন হোসেন বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত আব্বাস আলীর ছেলে ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এসআই সুমন জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় আদালতের পরোয়ানা থাকায় সাংবাদিক আল আমিন হোসেনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১১ মে স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় ‘গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কাণ্ড, ২৬ বছর দখলে রেখেছে পরের বাড়ি’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এরপর গাংনী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজ হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও যুগ্ম সম্পাদক আল আমিনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১২, তাং ১৩-০৫-২০২০ইং।

যুদ্ধবিরতির পরও আল-আকসায় ইসরায়েলি হামলা, আহত ২০

জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের ওপর আবারও হামলা চালিয়েছে অভিশপ্ত ইসরায়েলি পুলিশ। শুক্রবার (২১ মে) ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধবিরতির পর এ ঘটনা ঘটে।

আলজাজিরা জানায়, মিশরের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবারও জেরুজালেমে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর আল-আকসা মসজিদের প্রাঙ্গণে ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধবিরতি উদযাপন করতে জড়ো হন। সেখানে ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে চরম হিংসুটে ইহুদিরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার জুমার নামাজের পর যুদ্ধবিরতি উদযাপন করতে অনেক ফিলিস্তিনি আল-আকসা প্রাঙ্গণে অবস্থান করেছিলেন। এসময় পাশের একটি প্রাঙ্গণ থেকে ইসরায়েলি পুলিশ ফিলিস্তিনিদের উদযাপনের প্রাঙ্গণে চলে আসে এবং তাদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশ তাদের ওপর স্টান গ্রেনেড, স্মোক বোমা ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, দখলদার বাহিনীর এ হামলায় প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু'জন। তাদেরকে কাছের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

গত ১১ দিনে গাজা উপত্যকায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় ৬৬ জন শিশুসহ ২৪৩ জন ফিলিস্তিনি শহিদ হয়েছেন।

সূত্র : কুদুস নিউজ নেটওয়ার

২১শে মে, ২০২১

খোরাসান | তালিবান কর্তৃক জলরেজ জেলা বিজয় এবং ১৫০ সেনার আত্মসমর্পণ

জলরেজ জেলার আঞ্চলিক জেলা সদর, পুলিশ সদর দফতর, সামরিক দফতর এবং সমস্ত সরকারী অধিদফতর বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এছাড়াও কয়েক ডজন সেনা তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ তালিবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় একজন তালিবান মুখপাত্র, মুহতারাম জবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হা.) সাংবাদিকদের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, আজ (২১ মে) সকালেই তালিবানরা জলরেজ জেলা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

এদিকে জলরেজ জেলার স্থানীয় একটি তালিবান সূত্র টোল নিউজকে বলেছে যে, মুজাহিদিনরা গতরাতে জলরেজ জেলার জাতীয় সুরক্ষা অধিদপ্তর (এনডিএস) ভবন অবরোধ করে রেখেছেন। আর মুজাহিদগণ যখন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন জেলা সদরের দুটি প্রতিরক্ষামূলক পোস্টের ১৫০ সেনা সদস্যসহ ৩ কমান্ডার সামরিক বাহিনীর জন্য থাকা ১৬টি রেঞ্জার গাড়ি, ৬টি ট্যাঙ্ক, ৩টি গাড়ি ও তাদের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এটি গত দু'দিনে তালেবানদের কর্তৃক বিজয় করা দ্বিতীয় জেলা। গত বৃহস্পতিবার সকালে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পরে তালেবান মুজাহিদিন লগমন প্রদেশের দৌওলত-শাহ জেলা দখল করে নিয়েছেন। এদিকে আলিশাং জেলা কেন্দ্রেও এখন তুমুল লড়াই চলছে।

https://alfirdaws.org/2021/05/21/49428/

সোমালিয়া | মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ১৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এক সফল অভিযানে ১০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৬ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ মে বৃহস্পতিবার, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত মধ্য শাবেলী রাজ্যের জোহার শহরে অভিযান চালাতে আসে দেশটির মুরতাদ বাহিনী। কিন্তু হারাকাতুশ শাবাব খুবই রণকৌশলে মুরতাদ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং সেনাদের অবরুদ্ধ করে হামলা চালাতে থাকেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো কতক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। নিহত সৈন্যদের মাঝে এক কর্নেল ও এক সেনা কমান্ডারও রয়েছে।

মুজাহিদদের হামলার শিকারে পরিণত হওয়া এই দলটিকে সহায়তা ও উদ্ধার করতে কেন্দ্র থেকে আরো একটি কাফেলা প্রেরণ করা হয়, কিন্তু সাহায্যকারী দলটি রাজী-আইল জেলার কাছাকাছি আসলে এই সেনা কাফেলাটিও মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর আরো ৩ সৈন্য নিহত এবং ৬ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়।

ভারত | এবার শতবর্ষী মসজিদ গুঁড়িয়ে দিল হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন

ভারতের উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকিতে হিন্দুত্ববাদী মালাউন যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন শতবর্ষী আরো একটি প্রাচীন মসজিদ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্যা গার্ডিয়ান জানায়, উত্তর প্রদেশের স্থানীয় প্রশাসন রাজ্যের উচ্চ আদালতের নির্দেশ তোয়াক্কা না করে শতবর্ষের পুরাতন গরীব নেওয়াজ আল মারুফ মসজিদ বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে। মসজিদটি উওর প্রদেশের রাম সানেহি ঘাটে প্রায় একশো বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল।

জানা যায়, গত ১৭ মে সোমবার, ভারতের মালাউন পুলিশ ও কথিত নিরাপত্তা কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে এলাকার লোকেদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। পরে বুলডোজার নিয়ে এসে মসজিদটি গুড়িয়ে দেয়। এরপর

মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাশের নদীতে ফেলে দেয়। ঐ সময় মসজিদ এলাকার এক মাইলের মধ্যে মুসলিমদের প্রবেশ রোধ করতে মালাউন বাহিনী কড়া পাহারায় মোতায়েন করে শত শত সদস্যকে।

মসজিদ কমিটির সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুল মোস্তফা গার্ডিয়ানকে জানান, "মসজিদটি একশো বছরের পুরনো এবং হাজার হাজার মুসলিম প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের লক্ষে নিয়মিত মসজিদটিতে আসতেন।"

অপর এক বিবৃতিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রেহমানী বলেন, "আইনগত কোন সমর্থন ছাড়াই এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।"

উত্তর প্রদেশের আইন বিভাগের ছাত্র ও বিশিষ্ট সমাজ কর্মী সৈয়দ ফারুক আহমদ আল জাজিরাকে জানান,"হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন গত এক মাস ধরে মসজিদটিতে নামাজ পড়তে বাঁধা দিয়ে আসছিল।"

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,"হিন্দুত্ববাদী যোগী প্রশাসন ১৯ শে মার্চ মসজিদের প্রবেশ পথে মুসল্লীদের বাঁধা দেয়ার জন্য একটি দেয়াল নির্মাণ শুরু করে। যারা প্রতিবাদ করে তাদেরকে প্রহার করা হয়, এমনকি অনেকে গ্রেফতারও হয়েছে।"

আহমদ জানান,"যারা তাদের বিরোধিতা করেছিল, তাদেরকে পিটিয়ে গ্রেফতার করা হয়। মুসলিমদের ভয় দেখানোর জন্য গ্রেফতারকৃতদের নামে বিভিন্ন ধারায় মামলা দেয়া হয়েছে। তারা প্রায় ৩০ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় মুসলিমদের অনেকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হেনস্থা থেকে বাঁচতে অন্যত্র পালিয়ে গেছেন।"

আহমদ আরো বলেন," লোকেরা মসজিদ ভাঙ্গার সময় ভয়ে এমনকি জানালা পর্যন্ত খুলেনি। তারা এতোটাই ভীত-সন্তস্ত্র ছিলো যে, কেউ "টু" শব্দও করেনি।"

দ্যা গার্ডিয়ান জানায়, এই ধ্বংসাভিযান ২৪ শে এপ্রিলে জারি হওয়া উচ্চ আদালতের আদেশের লঙ্ঘন ছিল, যেটিতে বলা হয়েছিল ৩১ শে মে অবধি মসজিদটিকে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করা থেকে রক্ষা করা হবে।

কিন্তু স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন মসজিদটির উপস্থিতি চ্যালেঞ্জ করে ১৫ ই মার্চ মসজিদ কমিটির নিকট কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠায়। নোটিশে কীভাবে মসজিদের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে এবং এটি একটি অবৈধ কাঠামো উল্লেখ করে ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা পোষণ করা হয়।

আহমদ জানান,"কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখিত জমির প্লট নাম্বার মসজিদের অন্তর্গত নয়। তিনি দাবি করেন, মসজিদটি সড়ক থেকে ১০০ ফুটেরও অধিক দূরে অবস্থিত এবং কোন যানজটকেও ব্যহত করেনি।"

নোটিশের জবাবে মসজিদ কমিটি একটি বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, যেখানে নথিপত্রে দেখানো হয় ১৯৫৯ সাল থেকেই মসজিদটিতে সরকারি বিধিমালা মেনে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন তাদের প্রতিউত্তর আমলে নেয়নি।

বরাবাঁকি জেলার প্রধান নেতা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা জানান,"বরাবাঁকিতে গরীব নেওয়াজ আল মারুফ মসজিদ ব্রিটিশ শাসনামলে নির্মিত হয়। অত্র এলাকার মুসলিমরা মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলায় খুবই মর্মাহত হয়েছেন।"

তিনি আল জাজিরাকে আরো বলেন,"মসজিদটি রাজস্ব বোর্ডের রেকর্ডে আছে। এটি সম্পূর্ণই বৈধ ছিল। মুসলিমরা যুগযুগ ধরে মসজিদটিতে নামাজ আদায় করে আসছিলেন। এটি ভেঙ্গে ফেলা মুসলিমদের উপর স্পষ্ট অত্যাচার।
আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। যারা মসজিদটি ভেঙ্গেছে তাদের জবাবদিহি করা উচিত।"

https://alfirdaws.org/2021/05/21/49422/

খুনের পর আউয়ালকে ফোন, 'স্যার, ফিনিশ'

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, দুই তরুণ দুই পাশ থেকে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাচ্ছেন। একপর্যায়ে ওই ব্যক্তি মাটিতে লুটে পড়েন। এরপর হামলাকারী একজন চলে যান। অপরজন ওই ব্যক্তির ঘাড়ে কোপাতে থাকেন মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত।

রোমহর্ষ এ ঘটনা ঘটে গত রোববার বিকেলে রাজধানীর পল্লবীর ডি–ব্লকের ৩১ নম্বর রোডে। খুন হওয়া ব্যক্তির নাম সাহিনুদ্দিন (৩৩)। তাঁর বাসা পল্লবীর বুড়িরটেক।

৩১ সেকেন্ডের ভিডিও ফুটেজে যে দুজন হামলাকারীকে দেখা গেছে, তাঁদের শনাক্ত করা হয়েছে। একজনের নাম মানিক ও আরেকজন মনির। এ খুনের মূল পরিকল্পনাকারী লক্ষ্মীপুর-১ আসনের সাবেক সাংসদ ও তরীকত ফেডারেশনের সাবেক মহাসচিব এম এ আউয়াল। তাঁর নির্দেশে স্থানীয় সন্ত্রাসী মনির, মানিক, সুমন ব্যাপারী, হাসানসহ অন্যরা ৫ থেকে ৭ মিনিটের মধ্যে রামদা ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে সাহিনুদ্দিনকে হত্যা করেন। এরপর সুমন মুঠোফোনে সাবেক সাংসদ আউয়ালকে জানান, 'স্যার, ফিনিশ'।

পল্লবী এলাকায় আউয়ালের আবাসন ও জমির ব্যবসা রয়েছে। সাহিনুদ্দিনের জমি দখল নিতে না পেরে তাঁকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে হত্যা করা হয়।

এম এ আউয়াল তরীকত ফেডারেশনের মহাসচিব থাকাকালে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে ১৪-দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে লক্ষ্মীপুর-১ আসনে নৌকা প্রতীকে সাংসদ হন। ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের

আগে তাঁকে তরীকত ফেডারেশনের মহাসচিব পদ থেকে অব্যাহতি দিলে তিনি ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি এর চেয়ারম্যান।

কেন এ খুন

সাহিনুদ্দিন গত রোববার বিকেলে ৭ বছরের ছেলে নিয়ে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হন। তাঁর পূর্বপরিচিত সুমন ব্যাপারী ও টিটু মুঠোফোনে সাহিনুদ্দিনকে পল্লবীর ডি-ব্লকে ডাকেন জমিজমা নিয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য। সাহিনুদ্দিন সেখানে গেলে সুমন ব্যাপারী লাথি মেরে মোটরসাইকেল থেকে তাঁকে ফেলে দেন। এরপর ছেলের সামনেই তাঁকে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে হত্যা করে।

এ ঘটনায় সাহিনুদ্দিনের মা আকলিমা বেগম বাদী হয়ে সাবেক সাংসদ আউয়ালসহ ২০ জনের নাম উল্লেখ করে পল্লবী থানায় হত্যা মামলা করেন।

সাহিনুদ্দিনের মা আকলিমা বেগম গতকাল বলেন, পল্লবীর ১২ নম্বর সেকশনের বুড়িরটেকে (আলীনগর) তাঁর ও তাঁদের স্বজনদের ১০ একর জমি রয়েছে। আশপাশের কিছু জমি দখল করে সেখানে হ্যাভেলি প্রোপার্টিজ ডেভেলপার লিমিটেড নামের আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলেন আউয়াল।

আকলিমা বেগমের অভিযোগ, তাঁদের জমি জবরদখলে ব্যর্থ হয়ে আউয়াল ভাড়াটে সন্ত্রাসী দিয়ে সাহিনুদ্দিনকে কুপিয়ে হত্যা করেছেন। তিনি বলেন, গত বছরের নভেম্বরেও সন্ত্রাসীরা সাহিনকে কুপিয়ে আহত করেছিল। সেই ঘটনায় করা মামলায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। উল্টো আউয়ালের দেওয়া মিথ্যা মামলায় সাহিনুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সপ্তাহখানেক আগে সাহিনুদ্দিন জামিনে মুক্তি পান। প্রথম আলো

গাজায় হাসপাতালের ওপর ইসরায়েলি হামলা বৈধ করতে সিএনএনের প্রোপাগান্ডা

গাজায় হাসপাতালের ওপর সন্ত্রাসী ইসরায়েলি হামলা বৈধ করতে সিএনএন তাদের সংবাদকর্মীদের প্রপাগান্ডা চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। তারা ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্যগুলোকে বলছে সন্ত্রাসী নিয়ন্ত্রিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য। এমনকি সরাসরি সম্প্রচারের সময় তারা তাদের সংবাদকর্মীদেরও এমন মিথ্যা তথ্য দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

গাজায় হাসপাতাল ও বেসামরিক স্থাপনায় ইসরায়েল যাতে কোনো কারণ ছাড়াই হামলা চালাতে পারে তার জন্য মার্কিন সংবাদ সংস্থা সিএনএন নতুন এ ধরনের প্রচারণার কৌশল হাতে নিয়েছে। ইসরায়েলি হামলায় নিহত ও আহতদের সংখ্যা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে যে সংস্থাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সেটি ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে এ সংস্থার প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে বিশ্বের সকল গণমাধ্যম ও জনগণ জানতে পারে যে বর্বর ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনের কতজন মানুষ প্রাণ হারালেন। ইসরায়েলের সামরিক স্বেচ্চাচারিতা আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরও বিশ্ববাসী জানতে পারে এ সংস্থার মাধ্যমে।

গাজার সরকারি স্বাস্থ্যখাত ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত। কিন্তু মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন তাদের ভাষ্যে বলতে চায় যে এটা ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যখাত। এর মাধ্যমে তারা গাজার সকল হাসপাতালগুলোতে আক্রমণ করার বৈধতা দিচ্ছে অভিশপ্ত ইসরায়েলকে। কারণ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলো মসজিদুল হারাম ও শেখ জাররাহ বসতিতে ইসরায়েলের দখলদারিত্বের প্রতিবাদ করে।

তারা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচার হলে বা সেখানকার ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করা হলে তার প্রতিবাদ করে। একারণে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো এমনভাবে প্রচারণা চালায় যেন এ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠনগুলো সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তাদের কাজই হলো ইসরায়েলে বিনা কারণে রকেট হামলা চালানো।

পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোর মতে, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে, তাই ইসরায়েল ফিলিস্তিন নিয়ন্ত্রিত গাজার হাসপতাল আর আবাসিক এলাকায় হামলা চালাতেই পারে।

অথচ ইসরায়েল কর্তৃক চলমান অবৈধ অবরোধ ও ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখলই হলো বর্তমান সঙ্ঘাতের মূল কারণ। এটা তারা প্রচার করে না। বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে অবৈধভাবে দখল ও আগ্রাসনের ব্যাপারে কিছুই বলে না। ইসরায়েল কর্তৃক অসংখ্য ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার বিষয়েও তারা কোনো কিছু বলে না। এখন তারা ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নাম বদলিয়ে জঙ্গি কর্তৃক চালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণলায় বলে প্রচার চালাতে চায়। যার উদ্দ্যেশ্য হলো গাজার হাসপাতালগুলোর ওপর ইসরায়েলি হামলাকে জায়েজ করা। যদিও ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ই এ হাসপাতালগুলোকে পরিচালনা করে থাকে।

এ বিষয়ে আল-জাজিরা প্লাসের উপস্থাপক দিনা তাকরুরি বলেন, 'পশ্চিমাদের এমন প্রচারণা গাজার চিকিৎসা খাতের অবকাঠামো ও সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইসরায়েলকে এক ধরনের বৈধতা দিচ্ছে।'

এ ছাড়া তিনি মার্কিন সংবাদ সংস্থা সিএনএনের অভ্যন্তরীণ এক নির্দেশনার ছবিও তার টুইটারে শেয়ার করেন। যেখানে সিএনএন তাদের সংবাদকর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছে যে গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ফিলিস্তিনের সন্ত্রাসী নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলে অভিহিত করতে। এ নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের সংখ্যা বলার সময় ও যেন তারা বলে যে এ তথ্যগুলো সন্ত্রাসী নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিয়েছে। এসব নির্দেশনাগুলো দেন সিএনএনের ইসরায়েলি (জেরুসালেম) ব্যুরো চিফ এন্ড্রু ক্রে।

এ বিষয়ে দিনা তাকরুরি আরো বলেন, 'এ মার্কিন সংবাদ মাধ্যমটি (সিএনএন) ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র অনুসারে চলছে।

সূত্র : আল-জাজিরা

গাজা দখলের ইচ্ছা প্রকাশ নেতানিয়াহুর

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে দখলদার ইসরায়েলের বিমান বাহিনী। এদিকে ভয়াবহ বিমান হামলার মধ্যেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা দখলের বিষয়টি সামনে এনেছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানায় বুধবার তেল আবিবে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের এক ব্রিফিংয়ে সে এমন কিছু মন্তব্য করেছে তাতে স্পষ্ট যে গাজা দখলের ইচ্ছা নেতানিয়াহুর রয়েছে।

এ সময় গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান সম্পর্কে অভিশপ্ত নেতানিয়াহু বলে, তাদেরকে হয় দখল করতে হবে, এই পরিকল্পনা সবসময় রয়েছে। অথবা তাদের বাধা দিতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি করছি। কিন্তু আমি কোনও কিছুরই সম্ভাবনা বাদ দিচ্ছি না।

এদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলার এগারোতম দিনে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৩২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন নারী ও শিশু। হামলায় আহত হয়েছেন প্রায় দেড় হাজার ফিলিস্তিনি।

খোরাসান | প্রাদেশিক রাজধানী দৌওলত-শাহ জেলা কেন্দ্র দখলে নিয়েছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন লগমনের প্রাদেশিক রাজধানী দৌওলত-শাহ এর জেলা কেন্দ্র দখলে নিয়েছেন।

লাগমানে কাবুল সরকারের নিযুক্ত গভর্নর রহমতউল্লাহ ইয়ারমাল সংবাদটির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছে, গত কয়েক দিন ধরে জেলাটি তালেবান যোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছিল, যার ফলে সরকারী সৈন্যরা জেলা কেন্দ্র থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এদিকে, স্থানীয় এক সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে টলিউনিউজকে জানিয়েছে যে, সরকারী সৈন্যদের গত এক সপ্তাহ ধরে জেলা কেন্দ্রে ঘেরাও করে রেখেছিল তালিবান, গতকাল সকালে তালিবান যখন জোরদার হামলা চালিয়েছে, তখন সামরিক শক্তির অভাবে আধাঘণ্টাও তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি কাবুল বাহিনী। যার ফলে সকাল সাতটার মধ্যে জেলা কেন্দ্রে অবরোধের শিকার সমস্ত সেনা ও পুলিশ সদস্য সামরিক যানবাহন ও অস্ত্র নিয়ে তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলিশাং জেলার ৭টি সামরিক ঘাঁটি দখলে নিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। বর্তমানে আলিশাং জেলা কেন্দ্রটিও তালিবানদের অবরোধের মধ্যে রয়েছে।

অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলার পক্ষে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য

যখন অবরুদ্ধ গাজায় দখলদার ইসরাইলিরা দৈনিক ভিত্তিতে শতশত বিমান হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করছে, তখন যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ইসরাইলের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে।

গণমাধ্যমগুলো জানায়, ব্রিটিশ সরকার গাজায় ইসরাইলের বিমান হামলার পক্ষে শক্তিশালী বক্তব্য দিয়ে বলে, দেশটির নিজেদের রক্ষায় বৈধ অধিকার রয়েছে।

গত ১৯, মে বুধবার ব্রিটিশ সংসদ "হাউজ অফ কমন্সে" বক্তব্য দানকালে যুক্তরাজ্যের মধ্য প্রাচ্য বিষয়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেমস ক্লিভারলি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করে বলে, "ইসরাইলের সমস্ত হামলা সমানুপাতিক ভাবে বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়েই হচ্ছে!"

সে হামাসের প্রতিরোধ মূলক হামলাকে সন্ত্রাসবাদী কাজ আখ্যা দিয়ে নিন্দা জানিয়ে বলে,"হামাসের উস্কানিতে ইসরাইল শুধু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।"

মিঃ ক্লিভারলি বলে,"যুক্তরাজ্য জেরুজালেম ও ইসরাইলের অন্যান্য শহরগুলোতে ফিলিস্তিনি রকেট হামলার দ্ব্যর্থহীন নিন্দা জানায়।"

সে আরো বলে, "আমরা হামাস ও অন্যান্য দলগুলির এসব সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা জানাই। তাদের উস্কানি প্রদান ও ইসরাইলে রকেট নিক্ষেপ চিরতরে বন্ধ করা উচিত! তাদের বেসামরিক ইহুদিদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর কোন যৌক্তিকতা নেই।"

"ইসরাইলের নিজেদের প্রতিরক্ষা ও তার নাগরিকদের উপর আক্রমণ প্রতিহত করার অধিকার আছে। এজন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে ইসরাইলের সব ধরণের সমানুপাতিক আক্রমণ বৈধ।"

উল্লেখ্য, এক সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ গাজায় দখলদার ইসরাইলের ক্রমাগত বিমান হামলার সর্বশেষ তথ্যমতে কমপক্ষে ২৩১ জন ফিলিস্তিন মুসলিম নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৬৫ জন শিশু। আহত হয়েছেন প্রায় ১৭১০ অধিক মুসলিম।

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির বৈশ্বিক সম্পর্ক বিষয়ক মুখপাত্র লায়লা মুরান বলে,"আমার হৃদয় ভেঙে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

সংসদে এক মন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে মিঃ ক্লিভারলি সর্বশেষ সংঘাতের ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে বলে,"ইসরাইলের এই বিমান হামলা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সন্ত্রাসী সংগঠনের নির্বিচারে রকেট হামলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছিল।"

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেম থেকে মুসলিম বসতি উচ্ছেদের বিক্ষোভে ইহুদিদের দমন-পীড়ন ও রাজধানী জেরুজালেমে মসজিদুল আক্বসায় নামাজরত মুসল্লীদের উপর দখলদার ইসরাইলি সেনাদের বর্বরোচিত আক্রমণের জবাবে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই রকেট হামলা চালায়।

যুক্তরাজ্যের সংসদে সন্ত্রাসী ইসরাইলকে অস্ত্র রপ্তানির চ্যালেঞ্জ করা হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ক্লিভারলি বলে,"যুক্তরাজ্যের একটি শক্তিশালী অস্ত্র রফতানির লাইসেন্স রয়েছে এবং সমস্ত রফতানি সে লাইসেন্সের বিধিমালা মেনেই করে।"

অস্ত্র বানিজ্যে নীতিমালা লঙ্ঘন করে অস্ত্র রপ্তানির দাপ্তরিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৫ সালের মে মাসে যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের "কনজারভেটিভ পার্টি" ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৪০০ মিলিয়ন পাউন্ডের অধিক অস্ত্র যুক্তরাজ্য ইসরাইলকে রফতানি করেছে, যার মধ্যে অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান, প্রাণঘাতী বোমা, সাঁজোয়া যান ও গোলাবারুদ রয়েছে।

এভাবেই ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো সবসময়ই মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা অভিশপ্ত ইহুদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

২০শে মে, ২০২১

মুরতাদ পুলিশের রিমান্ডে মাওলানা ইকবাল হুসাইন সাহেব নিহত

পুলিশী রিমান্ডে অসুস্থ হয়ে হেফাজত নেতা মাওলানা ইকবাল হুসাইন সাহেব আজকে শাহাদাত বরণ করেছেন। ইন্না-লিল্লাহ ওইন্না ইলাইহি রাজিউন।
সোনারগাঁও থানার হেফাজতের দায়িত্বশীল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সভাপতি মাওলানা ইকবাল হুসাইন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেছেন।

রিমান্ডে প্রচণ্ড জুলুম না করা হলে এমনটা হওয়ার কথা না। জুলুমের কারণে অতিমাত্রায় অসুস্থ হলেও প্রশাসন উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। পরিবারকেও করতে দেয়নি।

ফটো রিপোর্ট | শহিদ আবু দু'জানাহ (রহি.) মিলিটারি ক্যাম্প- খোরাসান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান নিয়ন্ত্রিত নানগারহার প্রদেশের শহিদ আবু দু'জানাহ (রহ.) মিলিটারি ক্যাম্প থেকে স্নাতক হয়েছেন ৩০ জন মুজাহিদ।

https://alfirdaws.org/2021/05/20/49397/

কেনিয়া | শাবাব মুজাহিদিনের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৩৪ এরও বেশি ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার লামু রাজ্যে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে ২২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরো ১২ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৯ মে বুধবার, কেনিয়ার উপকূলীয় লামু রাজ্যের কেন্দ্রীয় জেলার ম্যাঙ্গাই অঞ্চলে শাবাব মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়, বাকি সৈন্যরা মুজাহিদদের অবরোধের শিকার হয়। পরে এই তাদেরকে মুজাহিদদের থেকে উদ্ধার করতে আরো একটি সামরিক বহর উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু এই দলটিও অন্যদের উদ্ধার করতে এসে নিজেরাই মুজাহিদদের হামলার শিকারে পরিণত হয়। মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণে কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর আরো ২০ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক। ধ্বংস করা হয় সেনাদের একটি সাঁজোয়া যান এবং মুজাহিদদের লাগানো একটি বিস্ফোরক বিস্ফোরণে আরো ২ ট্যাঙ্কার ধ্বংস হয়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ প্রচুরসংখ্যক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

একইদিন সকাল নয়টার দিকে কেনিয়ার লামু অঞ্চলেই ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক স্থাপনায় মুজাহিদদের অন্য একটি বোমা হামলায় আরো ১২ কেনিয়ান ক্রুসেডার সেনা আহত হয়েছে। অঞ্চলটির কাউন্টির কমিশনার ইরুনগো মাচারিয়া বলেছিল যে, অঞ্চলটি প্রত্যন্ত হওয়ায় নিহতদের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। কারণ সেখানে আমাদের উদ্ধার দল এখনো গিয়ে পৌঁছায়নি।

এই অঞ্চলটিতে ক্রুসেডার কেনিয়ান এবং আমেরিকান কর্তৃপক্ষ তাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য দুর্গ ও ভারী সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দাপোটের সাথে এই অঞ্চলগুলিতে এখনও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এটি লক্ষণীয় যে কেনিয়ার উপকূলীয় প্রদেশ লামুতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের সর্বাধিক আলোচিত হামলা ছিল মান্দা বেতে মার্কিন বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা। যাতে ক্রুসেডার আমেরিকানদের প্রচুর পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি এবং সেনা সদস্য হতাহত হয়েছিল।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কেনিয়ান বাহিনীকে সোমালিয়া থেকে তাড়ানোর জন্যেও সেনাদের উপর তীব্র হামলা করে চলছেন।

আর কত মৃত্যু হলে বিশ্বের বিবেক জেগে উঠবে?

ফিলিস্তিনে চলছে ইহুদি সন্ত্রাসীদের বর্বরতা। বেড়েই চলেছে হতাহতের সংখ্যা। নারী, শিশু কেউ তাদের পৈশাচিক হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

হুইলচেয়ারে বসেছিলেন ৩৩ বছরের ইয়াদ সালেহ। নিজের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এ সময় ইসরায়েলের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়ে। মুহূর্তেই বদলে যায় সবকিছু। প্রাণ যায় ইয়াদ সালেহ, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, তাঁদের তিন বছরের কন্যা ও ভাইয়ের। লন্ডভন্ড হয়ে যায় সবকিছু। খবর এএফপির।

বিস্ফোরণের পর ইয়াদ সালেহর লিভিং রুমের সবকিছু ভেঙেচুরে যায়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়েছিল ছোট্ট মেয়েটির দুমড়েমুচড়ে যাওয়া লাল রঙের খেলনা সাইকেল। মধ্যাহ্নভোজের জন্য ফ্রিজ থেকে খাবার বের করছিলেন পরিবারের সদস্যরা। ভেঙে গেছে সেই ফ্রিজ। ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে টমেটো ভরা বাটিটি।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ১০ মে থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি বিমান হামলায় ২২৭ জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৪ জন শিশু।

দেইর-এল-বালা এলাকায় সাগরতীরে ছিল ইয়াদ সালেহর বাড়ি। বাড়িটির সব সদস্যের মরদেহ এখন মর্গে। ভাই ওমর সালেহ (৩১) জানান, ইয়াদ সালেহ ১৪ বছর ধরে হাঁটতে পারতেন না। তিনি কোনো যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি বলেন, 'আমার ভাই কী করেছিল? তিনি তো হুইলচেয়ারে বসা।' তিনি আরও বলেন, 'আমার ভাইয়ের মেয়ে কী করেছে? তাঁর স্ত্রী কী করেছে। তাঁরা তো মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করছিল।'

ওমর সালেহ আরও বলেন, তাঁর ভাই ইয়াদ সালেহ বেকার। তিনি মা ও তিন ভাইয়ের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন। তাঁরা জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার ত্রাণের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।

গাজার উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী ইউসেফ আবু আল রশিদ বলেন, ‘ঘরের মধ্যে নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যা করা বড় অপরাধ। আর কত মৃত্যু হলে বিশ্বের বিবেক জেগে উঠবে?’

শুধু ইয়াদ সালেহ নন, এ রকম হামলার শিকার হতে হয়েছে অনেক গাজাবাসীকে। তবু যেন দেখার কেউ নেই।

৫৮ বছরের উম ইয়াদের বাড়িতে চালানো হামলায় তাঁর ছেলে নিহত হয়। বাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান উম ইয়াদ।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের পৃথক ৩টি হামলা

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন।

এরমধ্যে গত ১৯ মে বুধবার, একইদিনে বাজোর এজেন্সীর 'কিট-কোট সার' সীমান্তে মুরতাদ বাহিনীর ২টি পোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, সীমান্ত এলাকাটিতে মুজাহিদদের স্নাইপার দ্বারা চালিত হামলায় নাপাক সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছিল। এলাকাটিতে মুজাহিদগণ অন্য হামলাটি চালিয়েছেন একটি হ্যান্ড গ্রেনেড দ্বারা। এতে হতাহতের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে হতাহতের সুনিশ্চিত কোনও তথ্য এখনো আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

এর আগে গত ১৪ মে শুক্রবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সাহসী মুজাহিদিনরা লোয়ার-দির জেলার জাণ্ডোল এলাকার কাছে হালকা ও ভারী অস্ত্র নিয়ে মুরতাদ সেনাদের টার্গেট করে আক্রমণ করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ বেশ কিছু মুরতাদ সেনা সদস্য হতাহতের শিকার হয়।

ফিলিস্তিনে এখন সবচেয়ে বড় আতঙ্ক ইসরাইলের বোমা

ফিলিস্তিনে এই মুহূর্তে করোনার ভয়কেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে ইসরাইলি জঙ্গিবিমানের বোমার ভয়। ওপর থেকে পড়ছে বোমা, চারদিক থেকে আসছে গোলা। সেই বোমা হামলা থেকে বাঁচাই যেন এখন তাদের একমাত্র কাজ। খবর এএফপির।

ফিলিস্তিনে এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৪ হাজার ৫৩২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছেন ৩ হাজার ৪৪৮ জন। আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠেছে ২ লাখ ৯৫ হাজার ৬৪৩ জন।

এই করোনার মধ্যেই চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে (১০ মে থেকে) ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরাইলি বাহিনী। ফিলিস্তিনিদের ওপর প্রতিদিনই হামলা জোরদার করছে ইসরাইল। কয়েকদিন ধরে চলা বিমান হামলার পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এই হামলায় এপি ও আলজাজিরার মতো গণমাধ্যমের অফিসসহ শত শত ভবন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষের নিচে রাতদিন চলছে উদ্ধার অভিযান। এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ২২০ ফিলিস্তিনি যার মধ্যে ৬৩ জনই শিশু। হামলা থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং হামলা আরও জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

এমন পরিস্থিতিতে করোনার ঝুঁকির চেয়ে বিমান হামলাকেই বেশি ভয় পাচ্ছে গাজাবাসী। জীবন বাঁচাতে দলে দলে ভিটেমাটি ছাড়ছে তারা। জাতিসংঘের তথ্য মতে, ইতোমধ্যে অর্ধ লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি ঘরবাড়ি ছেড়েছে। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্কুল-কলেজের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে তারা। কিন্তু এসব আশ্রয়কেন্দ্রে সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব মানার কোনো বালাই নেই। অল্প জায়গায় বহু মানুষ একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকছে।

হাজার হাজার এসব উদ্বাস্তুর একজন উম্মে জিহাদ ঘাবাইন। ইসরাইলি বিমান হামলা থেকে বাঁচতে চলতি সপ্তাহে তিন সন্তানসহ একটি আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছেন তিনি। আরও অনেকের মতো তারও করোনার ভয় রয়েছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে তার কিছুই করার নেই। করোনার ঝুঁকি নিয়ে এএফপিকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমি করোনাকে ভয় পাই। কিন্তু ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র এর চেয়েও বেশি ভয়ংকর।' তার আট বছর বয়সী ছেলে বলে, 'এই মুহূর্তে ক্ষেপণাস্ত্রই আমাদের বেশি মারছে।'

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে চলছে দুর্নীতির মহোৎসব

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অনেক আলোচিত একটি বিষয়। স্বাস্থ্যখাতে গত তিনমাসে নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্য, কেনাকাটায় দুর্নীতি আর অনিয়মের অনেক খবর প্রকাশিত হয়েছে, যেসব খবরের কোন প্রতিবাদও আসেনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে।

কিন্তু মহামারির সময়ে এই খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির পরিমাণ অনেক বেড়েছে। দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি গত বছর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

টিআইবি বলছে, করোনাভাইরাস মহামারীকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির মহোৎসব হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে যে সাংবাদিক সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট করেছেন, সেই রোজিনা ইসলামকে সম্প্রতি পাঁচ ঘণ্টা মন্ত্রণালয়ে আটকে রাখার পর অফিসিয়াল সিক্রেক্টস অ্যাক্টের এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে ১৮০০ চাকরির নিয়োগ নিয়ে কোটি টাকার ঘুষের প্রস্তাব, স্বাস্থ্যের সাড়ে তিনশো কোটি টাকার

কেনাকাটায় অনিয়ম - এরকম অনেকগুলো প্রতিবেদন তৈরি করেছেন রোজিনা ইসলাম। কিন্তু গণমাধ্যমে প্রকাশিত সেসব অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ? সেসব অভিযোগের ব্যাপারে কি খতিয়ে দেখা হয়েছে?

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি আর অনিয়ম বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু করোনাভাইরাস সংকট শুরু হওয়ার পর স্বাস্থ্য খাতের নাজুক অবস্থার চিত্রটি প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। দরকারি উপকরণের অভাব, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ, হাসপাতালে সেবার অভাব, নিয়োগ আর কেনাকাটায় একের পর এক দুর্নীতির খবর যেন এই খাতের বেহাল দশাকেই তুলে ধরেছে। কিন্তু এসব অভিযোগ কতটা আমলে নিয়েছে স্বাস্থ্য খাতের কর্তাব্যক্তিরা? স্বাস্থ্যখাত সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আ ফ ম রুহুল হক বলছেন, ''দুর্নীতির কোন অভিযোগ আসলে সেটা দুর্নীতি দমন কমিশনে চলে যায়। এরপর আমরা সেখান থেকে কোন তথ্য আর পাই না। আর গত কিছুদিনে যেসব অনিয়ম, দুর্নীতির খবর হয়েছে, সেগুলো তো দুর্নীতি দমন কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের তদন্ত করে দেখার কথা।

দুর্নীতির তদন্ত কতটা হয়? মাস্ক কেলেঙ্কারি, কোভিড টেস্ট নিয়ে জালিয়াতি, জেকেজি আর রিজেন্ট হাসপাতালের মতো বড় আর আলোচিত ঘটনার পরেও, গত তিনমাসেই স্বাস্থ্য খাতে ১৮০০ জনবল নিয়োগে কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব, শত শত কোটি টাকার কেনাকাটায় অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর আবার বাংলাদেশের গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে। যে সাংবাদিক এই প্রতিবেদনগুলো করেছিলেন, সেই রোজিনা ইসলামকে পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখার পর অফিসিয়াল সিক্রেক্টস অ্যাক্টের একটি মামলা করে কারাগারে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

'রুই-কাতলা সবসময়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়' বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। ২০১৯ সালে একটি প্রতিবেদনে স্বাস্থ্যখাতে কেনাকাটা, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, পদায়ন, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদি মিলিয়ে দুর্নীতি বেশি হয়, এমন ১১টি খাত চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দিয়েছিল দুর্নীতি দমন কমিশন।

গত বছরেই দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবি একটি প্রতিবেদনে বলেছিল, করোনাভাইরাস সংকটের সময় অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে আস্থার সংকটে পড়েছে স্বাস্থ্য খাত। কিন্তু গণমাধ্যমে বড় বড় অনিয়ম-দুর্নীতি তথ্যপ্রমাণসহ প্রতিবেদন প্রকাশের পরেও কেন তেমন কোন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ চোখে পড়ে না?

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, ''যেখানে সরকারি কর্মকর্তারা জড়িত, সেখানে দুর্নীতি বা অনিয়মের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এরকম ক্ষেত্রে খুব কমই আমরা কোন পদক্ষেপ দেখতে পাই।'' ''বড় জোর বদলি হয়, যা আসলে কোন পদক্ষেপ না। দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকেও খুব যে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়, তা নয়। কখনো কখনো চুনোপুঁটি ছোটখাটো কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়,

যাদের রাজনৈতিক যোগসাজশ নেই। কিন্তু রুই-কাতলাদের ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হতে দেখা যায় না।'' ''এই কারণে দুর্নীতির ব্যাপকতা বেড়েই চলেছে। আর এই মহামারীকে দুর্নীতির একটি মহোৎসবে পরিণত করা হয়েছে।'' বলছেন ড. ইফতেখারুজ্জামান।

২০২০ সালের বৈশ্বিক দুর্নীতির সূচকে দুই ধাপ নিচে নেমে বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে ১২তম আর এই অবনমনের পেছনে করোনাভাইরাস মহামারিতে স্বাস্থ্য খাতের ব্যাপক দুর্নীতিকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। টিআইবি বলছে, আমূল সংস্কারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িতদের সঠিক শাস্তি না হওয়ার কারণেই এই খাত দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভারতে যোগীরাজ্যে মালাউনরা ভেঙ্গে দিয়েছে শতবর্ষী পুরনো মসজিদ

ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে ১০০ বছরের পুরনো একটি মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী যোগী প্রশাসন। তাদের দাবি, মসজিদটি বেআইনি ছিল। প্রশাসন বলছে, স্থানীয় আদালতের নির্দেশে সোমবার রাতে তা ভেঙ্গে দেয়া হয়।

কিন্তু প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করেছে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। তাদের দাবি, প্রশাসন বেআইনি কাজ করেছে, যারা মসজিদ ভেঙ্গেছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে।

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহরাহমানি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘রাম সুনেহি ঘাট তহসিলের ১০০ বছরের পুরনো গরিব নওয়াজ মসজিদ কোনো আইনি বৈধতা ছাড়াই গত সোমবার রাতে প্রচুর পুলিশ নিয়ে প্রশাসন ভেঙ্গে দিয়েছে।’

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, ‘এই মসজিদ নিয়ে কোনো বিরোধ ছিল না। এটি সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের তালিকায় ছিল। রাম সুনেহি ঘাটের এসডিএম মসজিদ কমিটির কাছ থেকে কাগজপত্র চেয়েছিলেন। মসজিদ কমিটি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে যায়। কিন্তু কোনো নোটিশ ছাড়াই মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।’

তার দাবি, ‘হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে এবং দোষী অফিসারদের সাসপেন্ড করতে হবে। ভেঙ্গে দেয়া মসজিদের ইট-পাথর নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেখানে কোনো নতুন কাঠামো করা যাবে না।’

তিনি বলেছেন, ‘এখন ওই জায়গায় একটি মসজিদ তৈরি করে তা মুসলিমদের হাতে দেয়া সরকারের কর্তব্য।’

তবে জেলা প্রশাসক আদর্শ সিং জানিয়েছেন, ‘আবাসিক এলাকায় ওই মসজিদ বেআইনি ছিল।’

এক বিবৃতিতে জেলা প্রশাসক বলেছেন, “গত ১৫ মার্চ ওই মসজিদের মালিকানা সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নোটিশ পাওয়ার পর তারা ‘পালিয়ে যান’।”

তার দাবি, ‘রাম সুনেহি ঘাটের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি মামলা দায়ের করা হয়। গত ১৭ মে তার নির্দেশ পালন করেছে প্রশাসন।’

উত্তরপ্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড এই ঘটনার নিন্দা করে বলেছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে।

ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান জুলফিকার ফারুকি বলেছেন, ‘এই মসজিদ ছিল তহসিল চত্বরের কাছে। এই মসজিদ ভাঙ্গা বেআইনি কাজ। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। আমরা আদালতেও যাব।’

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, হাইকোর্ট গত ২৪ এপ্রিল জানিয়েছিল, ৩১ মে পর্যন্ত উচ্ছেদ ও ভাঙ্গার কোনো নির্দেশ কার্যকর করা যাবে না। হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট ও নিম্ন আদালত যে নির্দেশ আগে দিয়েছে, তা পালন করা হয়নি। ৩১ মে’র আগে সেগুলো রূপায়ণ করা যাবে না। একটি জনস্বার্থ মামলার রায়ে এই কথা জানিয়েছিল হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় রয়েছে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপি এবং সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একজন কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা।

সূত্র : ডয়চে ভেলে

১৯শে মে, ২০২১

সোমালিয়া | মুজাহিদদের ভয়ে শহর ছেড়ে মুরতাদ বাহিনীর পলায়ন, নিহত ৬ এরও বেশি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় ৬ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত হয়েছে অনেক। এছাড়াও মুজাহিদদের ভয়ে একটি শহর ছেড়েও পালিয়েছে মুরতাদ বাহিনী।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন আজ ১৯ মে, দক্ষিণ সোমালিয়ায় কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের রাজি-আলী জেলায় সোমালীয় মুরতাদ মিলিশিয়াদের একটি আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় সরকারী মিলিশিয়ার ২ সদস্যকে হত্যা এবং তাদের অস্ত্র আটক করেন শাবাব মুজাহিদিন। নিহত সৈন্যদের লাশ যুদ্ধের ময়দানে ফেলেই বাকি মুরতাদ সদস্যরা পলায়ন করে।

এদিকে একই রাজ্যের জাওহর শহর থেকে সরে গেছে মুরতাদ বাহিনী। শহরটির কিছু অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখা মুরতাদ বাহিনীর উপর অনেকদিন যাবৎ আক্রমণ করে আসছিলেন মুজাহিদগণ। অবশেষে মুজাহিদদের আক্রমণাত্মক অভিযানের সামনে টিকতে না পেরে এবং সময়মত সরকার থেকে সহায়তা না পাওয়ায় শহরটি ছেড়ে পালিয়েছে মুরতাদ বাহিনী। এদিকে শাবাব যোদ্ধারা মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটির আশপাশে বিস্ফোরক ডিভাইস লাগিয়ে রেখেছিলেন। যার ফলে শহর ছেড়ে পালানোর সময় মধ্য শবেলী রাজ্যের মেয়রের রক্ষীর দায়িত্বে নিযুক্ত দাসু নামে ১ আধিকারিকসহ আরো ৩ মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়।

ভারত | মুসলিম বিদ্বেষের জেরে হরিয়ানায় আসিফকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা

ভারত যখন প্রতিদিনই করোনার নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে, মৃতের লাশ সৎকারের অভাবে কুকুর যখন টেনে টেনে খাচ্ছে; ঠিক তখনো হিন্দুত্ববাদী ভারতে ইসলাম বিদ্বেষ আর নির্যাতনের মাধ্যমে মুসলিম হত্যা থেমে নেই।

গত ১৬ মে রবিবার, ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের মেওয়াত অঞ্চলের একটি গ্রামে হিন্দুত্ববাদী গুজর সম্প্রদায়ের একদল গুন্ডাদের নির্যাতনে ২৮ বছর বয়সী আসিফ খান নামে এক মুসলিম মারা গেছেন। নিহতের পরিবারের লোকেরা এই হত্যাকাণ্ডকে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন।

নিহতের পরিবার জানায়, খলিলপুর গ্রামের জিম প্রশিক্ষক আসিফ খানকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা অপহরণের পর নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। মৃত্যুর পূর্বে আসিফ তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানকে রেখে যান।

আসিফের শ্যালক মোহাম্মদ ইশা বলেন, আসিফ তাঁর দুই চাচাতো ভাই রাশিদ (৩১) ও ওয়াসিফকে (২২) নিয়ে সোহানার একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে দেখা করার পর যখন স্যান্ট্রো গাড়িতে করে ফিরে আসছিলেন, তখন কমপক্ষে ২০ জনের মালাউন সন্ত্রাসীদের একটি দল দুইটি গাড়িতে চড়ে তাদের ধাওয়া করে।

"তারা আমাদের গাড়িকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে এবং অন্য গাড়িটি আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করে।"- রশিদের ধারণকৃত ভিডিওতে ঘটনাটি রেকর্ড হয়। "উগ্রবাদীরা আচমকাই তাদের গাড়িতে ধাক্কা দেয়ার ফলে আসিফ গুরুতরভাবে মুখে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তারা আমাদের উপর হামলা করে, আমাকে অজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত বেদম পেটাতে থাকে। তারপর হিন্দুত্ববাদীরা আসিফকে গাড়ি থেকে টেনে বের করে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগলি গ্রামে তুলে নিয়ে যায়।"

মোহাম্মদ ইশা জানান,"উগ্রবাদীরা আসিফকে বন্দী করে তার উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালিয়েছে। তারা আসিফের পা ও পায়ের পাতায় বেদম প্রহার করে, হাতুড়ি দিয়ে বুকে ও মাথায় সজোরে আঘাত করে।"

নিহত আসিফের ভাই মহসিম বলেন, "আমাদের একমাত্র দাবি হলো আমরা ন্যায়বিচার চাই। অন্য কিছু নয়। আমরা আমাদের ভাইকে হারিয়েছি কিন্তু পুলিশ বিনা কারণে উল্টো আমাদের উপর চড়াও হয়েছে।যারা আমার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা চাই।"

মহসিম আরো বলেন,"আসিফ হত্যার মূল হোতা ও প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি পুলিশকে তাদের গ্রেফতারের দাবী জানান।"

ইশা বলেন,"আসিফের জিম পরিচালনা ও তাদের আধিপত্যকে মেনে না নেয়া গুজ্জর সম্প্রদায়ের লোকেরা পছন্দ করেনি। তারা তাকে নিয়ে হিংসা করতো। অন্য ধর্মের লোকের অধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি গুজ্জর সম্প্রদায়ের লোকেরা মেনে নেয়নি। ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের বৈষম্য মূলক আচরণ আসিফ পছন্দ করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রামের সবাই সমান। তিনি প্রায়শই তাদের বলতেন, তারা কেন অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের হয়রানি করে? একজন মুসলিম হিসেবে আসিফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারা মেনে নিতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে তারা তাকে তার পরিণতি ভোগের হুমকি দিয়েছিল।"

মোহাম্মদ ইশা আসিফের সততা ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন,"আপনি এলাকার যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তিনি কতটা ভালো মানুষ ছিলেন। যে লোকেরা তাকে খুন করেছে তারা এলাকায় গুন্ডা হিসাবে পরিচিত। তাদের নামে থানায় মামলাও রয়েছে।”

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১০ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। এতে ৫ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৮ মে মঙ্গলবার, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর আফজাওয়ী এবং বে-বুকুল রাজ্যের হাদর শহরে মুরতাদ সেনাদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন।

ফলাফলসরূপ আফজাওয়ী শহরে মুজাহিদগণ ৩ মুরতাদ সৈন্য হত্যা এবং ২ সৈন্যকে গুরুতর জখম করেন, পাশাপাশি তাদের কাছে থাকা ক্লাশিনকোভগুলো গনিমত লাভ করেন। অপরদিকে হাদর শহরে মুজাহিদগণ হত্যা করেন আরো ২ মুরতাদ সৈন্যকে এবং জখম করেন আরো ৩ সৈন্যকে। এছাড়াও এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ২টি মোটরবাইক গনিমত লাভ করেন।

যুগে যুগে যেভাবে ইসরায়েলকে রক্ষা করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা

গাজায় অভিশপ্ত ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা হামলায় বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিমান হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৬১ শিশুসহ ২১২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। হামলায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ শ জন। ধ্বংসস্তূপে পরিনত হয়েছে শত শত বাড়ি। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বজুড়ে। মানবতার বুলি আউড়ানোর খোলসে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদী আমেরিকার চরিত্র বুঝতে শুরু করেছে সাধারণ থেকে সাধারণরাও।

জো বাইডেনই সন্ত্রাসী আমেরিকার একমাত্র প্রেসিডেন্ট নন যে কিনা সমালোচনা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরায়েলের হামলা ও নির্যাতন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

অতীতে ক্রুসেডার প্রেসিডেন্টদের দীর্ঘ তালিকায় বাইডেনের পূর্বসূরিরা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটে শর্তহীনভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন ও সামগ্রিক দিক থেকে দেশটিকে ‘রক্ষা’ করেছে।

জো বাইডেন:

গতকাল (১৮ মে) ক্রুসেডার বাইডেন গাজায় ‘যুদ্ধ বিরতি’র আহ্বান জানালেও তার দেশ ইসরায়েলের কাছে ৭৩৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা করছে।

কয়েকদিন আগে গাজায় একটি বহুতল আবাসিক ভবনে হামলা করে আল-জাজিরা ও বার্তা সংস্থা দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের অফিস ধ্বংস করে দিয়েছে অভিশপ্ত ইসরায়েল। একই দিনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক পরিবারের ১০ সদস্য নিহত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ওই দিনও ইসরায়েলের প্রতি তার নগ্ন সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

গত শনিবার (১৬ মে) হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয়বারের মতো ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করে ফিলিস্তিনিদের রকেট হামলা থেকে ইসরায়েলের ‘আত্মরক্ষার’ বিষয়ে দৃঢ় সমর্থনের কথা জানিয়েছে।

২০২১ সালের চলতি মে মাসে ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলা চলাকালে জো বাইডেন দুই বার বিবৃতি দিয়ে ইসরায়েলের প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। ইসরায়েলি হামলাকে সমর্থন করে বিবৃতিতে জানিয়েছে, গাজা থেকে রকেট ছোড়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলের ‘আত্মরক্ষার’ অধিকার আছে।

বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারাও ‘ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের’ প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন। এ ছাড়া, হামলার নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিবৃতিও প্রচার করতে দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। যেটি সংঘাত বন্ধে কার্যকর হতে পারত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প :

২০১৮ সালের মে মাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল ও এর প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কট্টর সমর্থক ছিলেন। সেই মাসে ফিলিস্তিনে হামলা চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যার পরও ইসরায়েলের যে কোন প্রকার সমালোচনার চেষ্টাও বাতিল করে দিয়েছিল সে।

সে সময় ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুসালেমে সরিয়ে নিলে বিক্ষুব্ধ হন ফিলিস্তিনিরা। তারা 'মহা সমাবেশের' ডাক দিয়ে মিছিলে অংশ নিলে ইসরায়েলি বাহিনী তাদের ওপর গুলি চালায়।

ইসরায়েলের সেই হামলার দায় ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে হোয়াইট হাউজের তৎকালীন ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি রাজ শাহ বলেছিল, 'এই নির্মম হত্যার দায় ফিলিস্তিনকেই নিতে হবে।' সে 'উসকানি' দেওয়ার জন্য ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী সংগঠনগুলোকে দায়ী করে। সেইসাথে 'ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে' উদ্ধৃতিটিও স্মরণ করিয়ে দেয়।

বারাক ওবামা :

২০১৪ সালের জুলাইয়ে গাজা উপত্যকায় স্থল হামলার আগে টানা ১০ দিন বোমাবর্ষণ করেছিল ইসরায়েল। সে মাসের ১৮ তারিখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে তাদের 'আত্মরক্ষার অধিকারের' প্রতি তার সমর্থনের কথা জানায়।

ওবামা বলেছিল, 'কোনো দেশেরই সীমান্ত থেকে রকেট হামলা বা তার সীমান্তে সন্ত্রাসীদের সুড়ঙ্গ তৈরি মেনে নেওয়া উচিত নয়।'

সে আরও বলেছিল, 'এটা নিশ্চিত যে, যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের বন্ধু ও মিত্রশক্তি আরও বেশি সংঘাত এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহানির বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।'

বিভিন্ন সংস্থার হিসাবে, ওই সময় ইসরায়েলি হামলায় গাজায় দেড় হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৫০০-র বেশি শিশু ছিল।

২০১২ সালের নভেম্বরে ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় অভিযান চালিয়ে ১০০ জনেরও বেশি বেসামরিক লোককে হত্যা করে।

বারাক ওবামা তখনো ইসরায়েলকে সমর্থন করে বলেছিল, 'পৃথিবীর কোনো দেশই সীমান্তের বাইরে থেকে তার ভূখণ্ডে মিসাইল নিক্ষেপ সহ্য করবে না। সুতরাং, মানুষের বাড়িতে মিসাইল নিক্ষেপের হাত থেকে ইসরায়েলের "আত্মরক্ষার অধিকারের" প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।'

২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর সকাল থেকে গাজায় 'অপারেশন কাস্ট লিড' নামে আক্রমণ শুরু করে অভিশপ্ত ইসরায়েল।

মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, ২২ দিন ধরে চলা ওই আক্রমণে ১,৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত হন, তাদের অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক। এ ছাড়া, দেশটির বেশিরভাগ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

জর্জ ডব্লিউ বুশ :

২০০৯ সালের ২ জানুয়ারি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ হোয়াইট হাউসে তার মেয়াদের শেষ সপ্তাহে ওই হামলার জন্য শুধু ফিলিস্তিনকেই দায়ী করেছিলেন।

তখন এনবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'সাম্প্রতিক সময়ে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের জন্য ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোই দায়ী বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বুশ'।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে দখলদার ইসরায়েলের অভিশপ্ত নেতা অ্যারিয়েল শ্যারন জেরুসালেমের আল-আকসা মসজিদ পরিদর্শনে গেলে তার বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ জানায় ফিলিস্তিনিরা। প্রতিবাদি মিছিলে ইসরায়েলি নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে সাত ফিলিস্তিনি নিহত হন। এরপর 'আল-আকসা ইন্তিফাদা' নামে দ্বিতীয় গণজাগরণের ডাক দেওয়া হয়।

সে সময় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা করায় তারা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের বিমান হামলায় অন্তত ৩,০০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইসরায়েলি আগ্রাসনে কোন বাধা দেয়নি। এ ছাড়া, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে শ্যারনের প্রত্যাখ্যানকেও সমর্থন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ।

বিল ক্লিনটন :

১৯৯৬ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ লেবাননের কানায় জাতিসংঘের অফিস চত্বরে আশ্রয় নেওয়া নিরীহ মানুষের ওপর ইসরায়েলের সামরিক হামলাকে সমর্থন করেছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

ওই হামলায় ১০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন কয়েক শ।

ইসরায়েল দাবি ছিল, ভুলবশত ওই হামলা করা হয়েছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কোনো সম্ভাবনা পুরাপুরি বাতিল করা সম্ভব নয়, তবে ক্ষয়-ক্ষতির ধরন প্রমাণ করে জাতিসংঘ চত্বরে বোমা হামলা ছিল কারিগরি ও পদ্ধতিগত ভুল।'

ওই হত্যাকাণ্ডের ১০ দিন পর আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির (আইপ্যাক) উদ্দেশে বিল ক্লিনটন বলেছিলেন, 'কানায় লেবাননের শিশুদের রাখা হয়েছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হিজবুল্লাহর কৌশল ছিল।' আর এভাবে সে-ও ইসরায়েলের আক্রমণকে তাদের 'আত্মরক্ষার' কৌশল হিসেবে বৈধতা দিয়েছিল।

রোনাল্ড রিগ্যান :

যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ইসরায়েলের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে 'অন্যান্য কৌশলগত সম্পদে' পরিণত করতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সামরিক প্রযুক্তি সহায়তা দেয়।

ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা ও দেশটির কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের বিষয়ে রিগ্যানকে প্রশ্ন করা হলে সে সাংবাদিকদের বলেছিল, 'পরিস্থিতি খুবই জটিল, এবং আমরা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চাই বর্তমানে আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করছি।'

এ ছাড়া, ইসরায়েলকে অভিযানের বিষয়ে 'সবুজ সংকেত' দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে সে বলেছিল, 'এ ঘটনায় আমরাও অন্যদের মতো অবাক হয়েছি। তবে, আমরা কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে এবং বিশ্বাস করি একটা সমাধান আসবে।'

রিচার্ড নিক্সন :

১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মিশর ও সিরিয়ার নেতৃত্বে কয়েকটি আরব দেশ এক যোগে অভিযান চালিয়ে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখল করা সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমি উদ্ধারের চেষ্টা করে।

প্রতি আক্রমণে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে বিমান হামলা চালানোর জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে। দ্রুততম সময়ে সেসব অস্ত্র সরবরাহ করায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডে মেয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের প্রশংসা করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা অস্ত্রের কারণে যুদ্ধের ফলাফল ঘুরে গিয়েছিল। দ্রুত অস্ত্র সরবরাহ করায় নিক্সন তার দেশের কংগ্রেসের প্রশংসা করেছিল।

লিন্ডোন বি জনসন :

১৯৬৭ সালের জুনে মিশরে বিমান হামলা করে ইসরায়েল। যার ফলে 'ছয় দিনের যুদ্ধ' শুরু হয়। সেই যুদ্ধে জর্ডান ও সিরিয়াও জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে গাজা, পশ্চিম তীর ও সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখল করে নেয় ইসরায়েল।

যুক্তরাষ্ট্রের সে সময়কার প্রেসিডেন্ট লিন্ডোন বি জনসন ১৯৭১ সালে নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, 'আমি বুঝতে পারি, যখন শত্রুপক্ষ তাদের সীমান্তে সৈন্য জড়ো করে, গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের সঙ্গে

সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং যখন রাজনৈতিক নেতারা একটি জাতিকে ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে বাতাস ভারি করে তোলে, তখন লোকেরা অবশ্যই তাদের নিজেদের মতো করেই সিদ্ধান্ত নেয়।'

হ্যারি এস ট্রুম্যান :

১৯৪৮ সালের ১৪ মে জুইশ অ্যাজেন্সির প্রধান স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন যখন সেই ভূমিতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান তখনই এ অবৈধ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ট্রুম্যানের সই করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই সরকার জানতে পেরেছে যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছে, এবং অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছে।'

'যুক্তরাষ্ট্র নব গঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্থায়ী সরকারকে ডি-ফ্যাক্টো কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

গাজায় যাওয়া ত্রাণের ট্রাক আটকে দিল বর্বর ইসরায়েল

সীমান্ত খুলে দেয়ার কিছু পরেই মর্টার হামলায় নিজেদের এক সেনার সামান্য আহত হওয়ার কথা জানিয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। এর ফলে গাজায় ত্রাণবাহী ট্রাকের বহর আর ঢুকতে পারছে না।

আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়ে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি কো-অর্ডিনেটর অব গভর্নমেন্ট অ্যাক্টিভিটিজ ইন দ্য টেরিটোরিজ (কোগাট) মঙ্গলবার (১৮ মে) গাজায় ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য সাময়িকভাবে কারেম আবু সালেম সীমান্ত খোলার ঘোষণা দেয়। এরপর সেখান দিয়ে ত্রাণবাহী ট্রাক ঢুকতেও শুরু করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মর্টার হামলায় এক ইসরায়েলি সেনা সামান্য আহত হওয়ার ঠুনকো অযুহাতে সীমান্ত বন্ধের ঘোষণা দেয় কোগাট।

এক বিবৃতিতে কোগাট বলেছে, 'কারেম সালেম ক্রসিংয়ের দিকে মর্টার বোমা হামলার পর বাকি ট্রাকগুলোর প্রবেশ বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

এর আগে নরওয়েজিয়ান রিফুজি কাউন্সিলের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক মিডিয়া উপদেষ্টা কার্ল স্কেমব্রি আল জাজিরাকে বলেছিলেন, 'কারেম আবু সালেম ও বেইত হ্যানুন সীমান্ত বন্ধ রাখা হলে গাজাবাসীর দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা হবে। সেখানকার লোকজনের শুধু নিত্যব্যবহার্য জিনিসই দরকার না, তাদের এখন জরুরি মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। সীমান্তগুলো খোলা রাখা খুবই দরকার।'

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪৫০টি ভবন ধ্বংস বা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ৫২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে প্রায় ৪৭ হাজার মানুষ গাজায় জাতিসংঘ পরিচালিত ৫৮টি স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণসহায়তা বিষয়ক সমন্বয়ক জেনস লায়েরকে জানিয়েছেন।

এদিকে, এক সপ্তাহ ধরে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২৩৩ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬১ শিশুও রয়েছে।

গাজায় ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধ করছে : হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন বিষয়ক মুখপাত্র ওমর শাকের বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের বোমা হামলা যুদ্ধাপরাধের সমান।

তিনি আল জাজিরাকে বলেন, 'গাজা উপত্যকায় আমরা দেখেছি যে, ইসরায়েলি বিমানগুলো বাণিজ্যিক এবং আবাসিক ভবনে আঘাত হেনেছে; যে ভবনগুলোতে শত শত পরিবার রয়েছে।'

ওমর শাকের আরও বলেন, 'বোমা হামলায় নারী ও শিশুসহ কয়েক বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে।'

এদিকে, সোমবারও (১৭ মে) হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২১২ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে অন্তত ৬১ শিশু ও ৩৬ নারী রয়েছেন। এছাড়া গত এক সপ্তাহের চলমান হামলায় মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অন্তত দেড় হাজার জনে।

অন্যদিকে, ইসরায়েলের হামলা থেকে বাঁচতে কয়েকশ ফিলিস্তিনি পরিবার নিজেদের বাড়ি ছেড়ে উত্তর গাজায় জাতিসংঘের পরিচালিত বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, অব্যাহতভাবে অপরাধমূলক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। ফলে অন্তত ১০ হাজার ফিলিস্তিনি নিজেদের বাড়িঘর ছেড়েছেন। করোনা মহামারিতে এসব ফিলিস্তিনি স্কুল, মসজিদ এবং অন্যান্য জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছেন। সেখানে পানি, খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া মহামারিতে স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলার সুযোগ নেই।

প্রসঙ্গত, গত ১০ মে থেকে গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী

ফিলিস্তিন | ইহুদীদের উপর জাইশুল উম্মাহর ১১টি হামলা, নিহত ২২

ফিলিস্তিন ভিত্তিক জিহাদী গ্রুপ জাইশুল উম্মাহ গত ৩ দিনে দখলদার ইহুদীদের লক্ষ্য করে ১১টি সফল হামলা চালিয়েছেন।

জাইশুল উম্মাহ'র অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, দলটির মুজাহিদগণ গত ১৬ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত দখলদার ও অভিশপ্ত ইহুদীদের অবস্থান লক্ষ্য করে ১১ দফা রকেট, মিসাইল ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন।

মুজাহিদদের হামলার স্থানগুলো হচ্ছে- দখলদার ইহুদী নিয়ন্ত্রিত ইশকোল, হানিয়েভ, উত্তর গাজা উপত্যকার আসদারোট, হানেগেভের ও পশ্চিম নেগেভসহ গাজার আশপাশে থাকা ইহুদী স্থাপনা।

এদিকে 'সাবাত নিউজ' জানিয়েছে যে, অভিশপ্ত ইহুদী নিয়ন্ত্রিত 'ইশকোল' সামরিক অঞ্চল লক্ষ্য করে মুজাহিদ ও স্বাধীনতাকামীদের নিক্ষিপ্ত বোমা হামলায় ইহুদিবাদী ইসরাইলের নিহত সেনা সংখ্যা ২২ ছাড়িয়েছে। আর এই এলাকায় জাইশুল উম্মাহর মুজাহিদিনরা এখন পর্যন্ত অনেকগুলো রকেট ও মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।

যুদ্ধাপরাধী ইসরাইল সত্যকে চেপে রেখে বিশ্ব মিডিয়ায় মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত

মিডিয়ার বদৌলতে আমরা বর্হিঃবিশ্বের খবরাখবর জানতে পারি। দুঃখ-সুখে উম্মাহর পাশে দাঁড়াই। উম্মাহর বিজয়ের সংবাদ যেমনি আমাদের আশাবাদী করে, বিষাদের সংবাদ তেমনি আমাদের মর্মাহত করে!

দাজ্জালী এই বিশ্ব ব্যবস্থায় পশ্চিমা মিডিয়ার মায়াজালে পড়ে ইদানীং অনেক মুসলিমকেও দেখি উম্মাহর সাহসী যুবাদের "টেরোরিস্ট" বলে গালি দেন! আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ জীবন বিধানের উপর আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রকেই অধিক প্রাধান্য দেন।

বিংশ শতাব্দীর এই যুগে পশ্চিমা সংস্কৃতি মূল্যবোধের আদলে বেড়ে উঠা সংবাদমাধ্যমগুলো কতটুকইবা আমাদের সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ উপস্থাপন করে? কখনো কী ভেবেছি?

স্পেনের এল পাইস পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদদাতা জোয়ান কার্লোস সাঞ্জ দাবী করেন, ইসরাইল বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ভুয়া প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে।

গত ১৭, মে, সোমবার স্পেনের এল পাইস পত্রিকার সাংবাদিক জোয়ান বিদেশি সাংবাদিকদের ইসরাইলী আগ্রাসনের সঠিক তথ্য চেপে রেখে বিশ্ব মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর ভুয়া প্রপাগাণ্ডা ছড়ানোর দায়ে ইসরাইলি প্রশাসনের কঠোর নিন্দা করেন।

এল পাইসের মধ্য প্রাচ্যের জেরুজালেম ভিত্তিক সংবাদদাতা জোয়ান জানান, আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষে ইসরাইলি প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা কখনোই সহজতর ছিলো না। তার উপর যখন কোন সংঘাতে

হাজার হাজার লোক ভুক্তভোগী কিংবা ইহুদিরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দখলের পায়তারা করে, তখন বিদেশীদের পক্ষে সত্য খবর বের করে আনা খুবই কষ্টসাধ্য।"

ইসরাইল যখনই অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের ভূমি আত্মসাৎ করতে চায়, তখন বিশ্ব মিডিয়ায় ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে মিথ্যা গুজব রটিয়ে দেয়। তারা নিরীহ মুসলিমদের "সন্ত্রাসী" বলে আখ্যায়িত করে। নিজেদের মালিকানা দাবী করে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বসত-ভিটা ছলে বলে কৌশলে কেড়ে নেয়।

মিডিয়ায় নিজেদের আত্মরক্ষার মিথ্যা গালগল্প ছড়িয়ে ফিলিস্তিনিদের সমূলে উচ্ছেদ করে। মুসলিম বসতিগুলোতে বর্বর হামলা চালিয়ে গণহারে মুসলিমদের হত্যা করে।

আর এভাবেই ভুয়া গুজব ছড়িয়ে পরিকল্পিত তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইহুদিরা তাদের মিত্রদের জনসমর্থন আদায় করে নিচ্ছে। বিশ্ব মিডিয়ায় মুসলিম ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণার যুদ্ধ জিইয়ে রেখে নিজেরা অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ফায়দা লুটে নেয়।

জোয়ান সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মিডিয়ার অফিসগুলোতে দখলদার ইসরাইলের ন্যক্কারজনক হামলারও তীব্র নিন্দা জানান।

গত ১৫, মে শনিবার গাজা শহরে বিমান হামলা চালিয়ে যুদ্ধবাজ ইসরাইল আল জাজিরার ছাপাখানা ও আঞ্চলিক অফিস সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় গণমাধ্যমের অফিসগুলো গুড়িয়ে দেয়।

ভারতে ঘূর্ণিঝড় তাওকতের তাণ্ডবে ২৩ জনের মৃত্যু

শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় তাওকতের তাণ্ডবে ভারতে অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ১২ জন, কর্ণাটকে আটজন ও গুজরাটে তিনজনের মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার (১৮ মে) এনডিটিভি অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘূর্ণিঝড়টি ঘণ্টায় ১৯০ কিলোমিটার বেড়ে গুজরাট উপকূল অতিক্রম করেছে। এতে সেখানকার বেশকিছু স্থাপনা, বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বিবিসি জানায়, ঘূর্ণিঝড়ে মুম্বাই উপকূলে বার্জ ডুবির ঘটনায় এখনো ৯০ জনের বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছে।

দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে গুজরাটে এর চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানেনি।

কর্মস্থলে ফেরা মানুষের পথে পথে ভোগান্তি

ঈদের ছুটি শেষ। এবার ফেরার পালা। কর্মস্থলে ফেরার পথে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকা এলাকায় ঢাকাগামী কর্মজীবী মানুষের পথে পথে ব্যাপক দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হতে দেখা গেছে।

বাসযোগে আসার পথে ভালুকা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে ভরাডোবা হাইওয়ে থানা পুলিশ যাত্রীবোঝাই বাসগুলো ময়মনসিংহের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এতে রাস্তার দুই পাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

কিছু কিছু যাত্রী বাস থেকে নেমে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে অটোরিকশা, সিএনজি, পিকআপযোগে ৪-৫ গুণ ভাড়া বেশি দিয়ে মাস্টারবাড়ি, মাওনা চৌরাস্তা, গাজীপুর চৌরাস্তা যাচ্ছেন।

গাজীপুরে কর্মরত পোশাক কারখানা শ্রমিক হাবিব জানান, আমি শেরপুর থেকে ৫০০ টাকা চুক্তি করে গাজীপুর চৌরাস্তায় যাচ্ছিলাম। ভালুকায় আসার পর পুলিশ বাসটি আটকে দেয়ার পর বেশ কিছু পথ হেঁটে এসে বিকল্প পরিবহন খুঁজছি।

বরিশালে ঈদ উদযাপন শেষে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার কর্মস্থলে ফিরতে পথে পথে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে যাত্রী বহন ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ে চরম বিপাকে পড়েছেন কর্মস্থলগামী জনসাধারণ।

বরিশালের বাস টার্মিনাল নথুল্লাবাদ ও রূপাতলীতে মঙ্গলবারও ছিল কর্মস্থলমুখী মানুষের ভিড়। দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ থাকায় আন্তঃজেলায় চলাচলরত বাস, সিএনজি, প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাসে গাদাগাদি করে যাত্রী বহন করছে। এই সুযোগে যান চালকরা কয়েকগুণ ভাড়া আদায় করে নিচ্ছে।

বরিশাল থেকে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়া বেসরকারি চাকরিজীবী মোশাররফ হোসেন জানান, সড়কে যানবাহন কম থাকার সুযোগে যানচালকদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ভেঙে ভেঙে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে। ভাড়াও দিতে হচ্ছে কয়েকগুণ বেশি। এছাড়া কোনো বাহনই স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিধি মেনে চলাচল করছে না। গাদাগাদি করে যাত্রী বহন করায় স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

১৮ই মে, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | জনগণের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেছেন তালিবান মুজাহিদিন

আফগানিস্তানে তালিবান নিয়ন্ত্রিত পারওয়ান প্রদেশের সরদার জেলায় জনসাধারণকে আমিরুল-মু'মিনিনের ঈদ বার্তা এবং ঈদ উপলক্ষ্য উপহার প্রদান করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2021/05/18/49333/

ফটো রিপোর্ট | ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিনোদন মূলক আয়োজন

পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উদযাপনের পর হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাজ্যগুলিতে সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য বিনোদন মূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছে হারাকাতুশ শাবাব।

এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল ঘোড়া দৌড়, মোটরবাইক অনুশীলন, শক্তিপরীক্ষা সহ নানাধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এসব ক্রীড়া অনুষ্ঠানে জনগণের পাশাপাশি শাবাব যোদ্ধারা অংশ নিয়েছিল। বিজয়ীরা পেয়েছে নানারকম পুরস্কার। আর এসব বিনোদন মূলক আয়োজন দেখতে জড়ো হয়েছিল প্রচুর পরিমাণ জনসাধারণ।

হারাকাতুশ শাবাবের এসব আয়োজন জনগণের মধ্যে দুর্দান্ত সাড়া ফেলেছে, জনগণ শাবাবের এসব আয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ শাবাব যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রীত এলাকার বাইরে থেকেও অনেক সোমালিরা সবসময় এসব অনুষ্ঠানে খুবই আগ্রহের সাথে উপস্থিত থাকতে ইসলামী রাজ্যগুলিতে ভ্রমণ করে থাকেন। এসময় তারা শাবাবের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমও দেখার চেষ্টা করেন।

https://alfirdaws.org/2021/05/18/49329/

ইহুদি আগ্রাসন চলাকালেই ইসরাইলের সাথে জো বাইডেনের ৭৩৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের গাজা ও দখলকৃত অঞ্চলে ইহুদীদের নগ্ন আগ্রাসন চলাকালে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের গডফাদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে ৭৩৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের বরাত দিয়ে বিশ্ব গণমাধ্যমগুলো জানায়,গত ১৭, মে, সোমবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বর্বর ইসরাইলের সাথে বিপুল অর্থের এ অস্ত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ জো বাইডেন প্রশাসন বিতর্কিত এই অস্ত্র চুক্তিটি এমন সময় সম্পন্ন করলো যখন যায়োনিস্ট ইসরাইল দৈনিক ভিত্তিতে শতশত বিমান হামলা চালিয়ে গাজা উপত্যকায় মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধ জারি রেখেছে।

সর্বশেষ তথ্যমতে, অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলায় ২১২ মুসলিম নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৬১ জন শিশু, ৩৬ জন নারী রয়েছে। আহত হয়েছেন ১৪০০ ফিলিস্তিনি।

দখলদার ইহুদিরা ইতিমধ্যে ৪০ হাজারেরও অধিক মুসলিমকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছে। তাদের বর্বর আগ্রাসন থেকে এমনকি শিশুদের স্কুল, পবিত্র মসজিদও নিরাপদ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ জো বাইডেন প্রশাসন হামলার শুরু থেকেই দখলদার ইহুদিদের পক্ষ নিয়েছে।

জার্মানিতে ফিলিস্তিনীদের সমর্থনে পদযাত্রা করায় বিক্ষোভকারীদের আটক করেছে পুলিশ

গাজায় দখলদার ইসরাইলি বোমা হামলার বিরুদ্ধে হাজার হাজার জার্মান গত ১৫ মে, শনিবার জার্মানিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু জনমত উপেক্ষা করে জার্মান সরকার ফিলিস্তিন সমর্থনে করা বিক্ষোভটিকে করোনা ভাইরাসের ঠুনকো অজুহাতে পুলিশ দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

রাজধানী বার্লিনের নয়কেইন জেলায় তরুন বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ লাঠি পেটা করে। ফলে কিছু বিক্ষোভকারী পুলিশের উপর বোতল, পাথর ও পটকা ছুঁড়ে মারে। গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া ও করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য বিধি লঙ্ঘনের অজুহাতে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে।

এর আগে গত ১৫, মে শনিবার ফিলিস্তিনি মুসলিম সমর্থনে জার্মানির বার্লিন, কোলন, স্টুটগার্ট ও হামবুর্গের মতো প্রধান প্রধান শহরে হাজার হাজার জার্মান স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। তারা ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি পোষণ করে শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বার্লিনে বিক্ষোভ চলাকালে, গাজায় অব্যাহত বিমান হামলায় দখলদার ইসরাইলকে নিঃশর্ত সমর্থনের দরুন চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের কেন্দ্রীয়-ডানপন্থী সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়।

"জার্মানি ইসরাইলি যুদ্ধপরাধকে সমর্থন করা বন্ধ করো", " ইসরাইলের পাশে না দাঁড়িয়ে ন্যায়বিচারের পাশে দাঁড়াও"- প্ল্যাকার্ড বহন করে বিক্ষোভকারীরা জার্মানিকে ইসরাইলের প্রতি সমর্থন অবিলম্বে বন্ধ করার আহবান জানান।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে ইসরাইলপন্থী লবির ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ নিষিদ্ধের তীব্র চাপের মধ্যে জার্মানি ফিলিস্তিনি মুসলিম সমর্থনে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ প্রত্যক্ষ করলো।

জার্মান প্রশাসন নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে শনিবার সকালের ফিলিস্তিনি সমর্থনে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বিক্ষোভটি বন্ধ করে দেয়।

https://ibb.co/M2NKXmd

ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিক্ষোভ করায় অন্তত ২১ কাশ্মীরিকে আটক করেছে মালাউন বাহিনী

দখলকৃত কাশ্মীরে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থনে বিক্ষোভ থেকে কমপক্ষে ২১মুসলিমকে আটক করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের মালাউন পুলিশ প্রশাসন।

কাশ্মীর রেঞ্জের পুলিশ প্রধান বিজয় কুমার ১৫, মে, শনিবার ফিলিস্তিন সমর্থনে বিক্ষোভকারীদের আটকের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ১৪, মে শুক্রবার কাশ্মীরি মুসলিমরা ফিলিস্তিনিদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে মজলুম ফিলিস্তিনীদদের সমর্থনে একটি গ্রাফিক্স দেখা যায়, যাতে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থনে লেখা ছিল, "আমরা ফিলিস্তিনি"

আনাদুলো এজেন্সি জানায়, রাজধানী শ্রীনগরে বসবাসকারী মুদাসির গুল নামের এক কাশ্মীরি চিত্রশিল্পীকে মালাউন পুলিশ আটক করেছে। তিনি একটি সেতুতে ফিলিস্তিনীদের সমর্থনে ছবি ও লেখা অংকন করেছিলেন।

মুদাসিরের ভাই বদর উল ইসলাম জানান, "মালাউন পুলিশ আমাদের বাড়িতে হানা দিয়ে ভাইকে ঐ সেতুর পাশে ধরে নিয়ে যায়। মুদাসিরকে তারা কালো রং দিয়ে ঐ গ্রাফিক্স নষ্ট করতে আদেশ করে।"

বদর উল ইসলাম বলেন, "ভাইতো অন্যায় কিছু করেনি। বিনা কারণে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে এমন লোকদের জন্য যদি সংহতি প্রকাশ বা আওয়াজ তোলা যদি অপরাধ হয়, তবে আমরা আগে মানুষ হই।"

১৭ই মে, ২০২১

লুটপাট করায় আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা

বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ তৌহিদুল ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লুটের মামলা হয়েছে। মহানগর সাবেক কাউন্সিলর হাজি কে এম শহীদুল্লাহ শহিদ আদালতে রবিবার এ মামলা দায়ের করে।

অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক মামলার তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য কোতোয়ালি মডেল থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছে। এজাহারে বলা হয় হয়, গত বুধবার মধ্য রাতে নগরীর

পুলিশ লাইন রোডের শাড়ি ও পোশাকের দোকান বরিশাল ফ্যাশন হাউজ এবং একই ভবনের কিচেন চাইনিজ রেস্তোরাঁর তালা ভেঙে আসামিরা মালামাল ও নগদ টাকা লুট করে।

তৌহিদুল ইসলাম বলেন, 'ওই ভবনের মালিক আমি। মাসখানেক আগে চুক্তি শেষ হওয়ায় ওই দুই প্রতিষ্ঠানের মালিককে নোটিশ দেওয়া হয়। তাছাড়া পিডিবি থেকে আমাকে বারবার নোটিশ করা হচ্ছিল, কেননা দেড় বছর ধরে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হচ্ছিল না। সেই বিল আনতে গিয়েছিলাম এবং প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারই গেট খুলেছিল'। কালের কণ্ঠ

হেফাজত ইসলামের কথা বলে গ্রেপ্তার আরও ৩

শহীদবাড়িয়ায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ঘটনায় আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে মাফিয়া পুলিশ। গতকাল রোববার মধ্যরাত থেকে আজ সোমবার সকাল নয়টা পর্যন্ত পুলিশের বিশেষ অভিযানের নামে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের ভাষ্য, ওই তিনজন হেফাজতের কর্মী-সমর্থক। এখন পর্যন্ত ৪৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সন্ত্রাসী পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার রাজঘর দক্ষিণপাড়ার আবদুল কাদের জনি (২০), শহরের ভাদুঘর এলাকার মো. ফুজাইল (৪০) ও সদর উপজেলার কুট্টাপাড়া গ্রামের নুরুল ইসলাম ওরফে নূরে আলম (২৫)।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) মো. রইছ উদ্দিন বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন স্থানে পুলিশের বিশেষ অভিযানে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা হেফাজতের কর্মী-সমর্থক। প্রথম আলো

সব হারিয়ে ফিলিস্তিনি শিশুর প্রশ্ন 'আমি এখন কী করব?

টানা সাত দিন ধরে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বিমান ও কামান হামলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা বলছে, বর্বরোচিত এসব হামলায় এখন পর্যন্ত ১৮৮ ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ৫৫ শিশু ও ৩৩ জন নারী।

এতো গেল নিহতের সংখ্যা। আহত শিশুর সংখ্যাও কম নয়। আবার আহত না হলেও সাত দিনের হামলায় অনেক শিশু এতিম হয়েছে। বা-মা ও স্বজন হারিয়েছে তারা। ইসরাইলি বর্বরতায় ফিলিস্তিনি শিশুদের করুণ অবস্থা বর্ণনাতীত।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে স্বজন হারানো এমনই এক শিশুর করুণ আর্তনাত।

ভিডিওতে ওই শিশুর কান্না আর অসহায়ত্ব একদিনেই দেখেছে ৪০ লাখের বেশি মানুষ। পাষাণ হৃদয়ও গলে যাবে সেই শিশুর আকুতি শুনে।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টে ভিডিওটি পোস্ট করেছে। ক্যাপশনে লিখেছে শিশুটির আর্তনাত - আমি জানি না এখন আমি কি করব।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, দশ বছরের ওই শিশুর নাম নাদাইন আবদেল তাইফ। ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত প্রতিবেশী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শিশুটি জানে না জীবনের বাকিটা সময় কীভাবে কাটাবে!ওই হামলায় প্রতিবেশী ৮ শিশু ও ২ নারী নিহত হয়েছে। শিশুটি এখন স্বজন হারিয়ে একেবারেই একা।

ভিডিওতে দেখা গেছে, ১০ বছরের মেয়েটির দুচোখ কান্নার পানিতে ভরে আছে।

ইসরাইলি বাহিনীর গোলায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাইফ নামের মেয়েটি বলছে, 'আমি এখন কী করব? কী করে সামলাব? আমার তো মোটে ১০ বছর বয়স। এসব আর সহ্য করতে পারছি না!আমি সবসময়ই অসুস্থ থাকি, কিছুই করতে পারি না। আমি আমার দেশবাসীকে সাহায্য করতে ডাক্তার হতে বা কিছু একটা করতে চাই। কিন্তু কী করব, আমি তো একজন শিশু! আমার ভয় করছে। আমার নিজের লোকজনের জন্য আমি যে কোনো কিছু করব! কিন্তু কী করতে হবে, সেটা জানি না।'

ভিডিওতে ইসরায়েলি হামলার কারণ জানতে চেয়ে চোখের জলে ভাসিয়েছে তাইফ বলেছে, আমরা কী করেছি? এটাই কি প্রাপ্য আমাদের?

উল্লেখ্য, ইসরাইলি বাহিনীর এবারের হামলায় ফিলিস্তিনের নিষ্পাপ শিশুরাই বেশি মারা পড়ছে। গতকাল (রোববার) সপ্তম দিনের হামলায় ১৩ শিশুসহ অন্তত ৩৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। চলমান সংঘাতে একদিনের হামলায় এত বেশি সংখ্যক মৃত্যু এই প্রথম।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র আভিচায় আদ্রায়ির টুইটারে গত শুক্রবার দেওয়া এক তথ্য মতে, এদিন রাতে ৪০ মিনিটে গাজার ১৫০টি লক্ষ্যবস্তুতে ৪৫০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইসরাইল।

ওই হামলায় নিজেদের ঘরেই অবস্থান কালে মারা যান তিন শিশুসহ এক মা। পরে ধ্বংসস্তূপ থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে ১৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হন ৪০ মিনিটের ওই হামলায়।

এসব হামলার ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন হাজার হাজার পরিবার। তবুও প্রাণে রক্ষা পাচ্ছে না। ধ্বংসস্তুপের নিচে পাওয়া যাচ্ছে শিশুদের লাশ।

ইসরায়েলি আগ্রাসনে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে ফিলিস্তিনি মায়েদের আর্তনাদে

ফিলিস্তিনি মায়েদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠছে গাজা উপত্যকার বাতাস। ইসরায়েলি আগ্রাসনে খালি হচ্ছে একের পর এক মায়ের কোল। আহত হয়ে হাসপাতালেও জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বহু শিশু।

সন্তানকে বুকে আগলে রেখে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন অসহায় মায়েরা। দখলদার ইসরায়েলের নৃশংস হামলায় পরিবারের ৬ সদস্যের আর কেউই বেঁচে নেই। ফিলিস্তিনি এক নারীর পরিবারের। শুধু এই এক নারীরই নয়, গেল কয়েকদিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন বহু মায়ের বুক খালি করেছে। রেহাই পায়নি সদ্যজাত শিশুও। চলমান সহিংসতায় প্রায় অর্ধশত শিশুর ঠিকানা হয়েছে কবর।

সংঘাতে কোণঠাসা জীবনই যখন বাস্তবতা, তখন জন্ম থেকেই যোদ্ধা এক একটি ফিলিস্তিনি শিশু। পরিবারের হাত ধরে পালিয়ে যাচ্ছে বহুদূর। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। দশ হাজারের বেশি বেসামরিক ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছেন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে।

ফিলিস্তিনি এক নারী জানান, আমাদের ভবনটাতেই হামলা হয়েছে। একদল বাচ্চা তখন ঘরের ভেতর। অন্তিম মূহূর্তে ওই ভবন থেকে বের হতে পেরেছি আমরা। যে যেভাবে পেরেছি, ছুটে পালিয়েছি।

এক শিশু জানায়, চারপাশে একের পর এক বাড়ি ভেঙে পড়ছিল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমিও শুধু ছুটেছি। শেষে আশ্রয় শিবিরে এসে আশ্রয় নেই। বাবা মা কাউকে খুঁজে পাইনি আমি। আর পাবো কিনা তাও জানি না।

হাসপাতালগুলোর দৃশ্য আরও মর্মান্তিক। মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হতে থাকায় স্বজনহারাদের আহাজারিতে ভারী ওঠে উঠেছে বাতাস। আর আহতদের মধ্যে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন যারা তাদের আর্তনাদ যেন থামবার নয়।

ফিলিস্তিনি এক যুবক বলেন, আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ বিস্ফোরণ শুরু হয়। বোমা আমার বাড়ির ছাদে পড়ে। বিধ্বস্ত ভবনের ভেতর থেকে সবাইকে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু কোন অ্যাম্বুলেন্স পাচ্ছিলাম না। এখন আমার পুরো পরিবার হাসপাতালে। ওরা বেঁচেও যদি যায়, পঙ্গুত্ব বরণ করেই হয়তো কাটাতে হবে বাকি জীবন।

ফিলিস্তিনে ধ্বংসস্তুপের নিচে শিশুকে জীবিত পেয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো পিতা

সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বিমান হামলায় বিধ্বস্ত ভবনের ভগ্নাংশের স্তুপের নিচ থেকে ছোট্ট শিশুকে জীবন্ত পেয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো শিশুর পিতা।

গত (১৬ মে) রবিবার সকালবেলা দখলদার ইসরায়েলের অতর্কিত বিমান হামলায় ধ্বসে পড়ে বেশ কয়েকটি ভবন। এতে ২৬ জন শহীদ ও শতাধিক আহত হয়।

তথ্যসূত্রে আলজাজিরার তথ্যমতে আগ্রাসনের শুরু থেকে এপর্যন্ত শহীদের সংখ্যা ১৭৪ ও আহতের সংখ্যা ১২০০।

শিশুটিকে ফিরে পেয়ে নির্যাতিত পিতা বলে ওঠে 'তুমি বেঁচে আছো বাবা! আলহামদুলিল্লাহ! তোমার অসংখ্য শুকরিয়া ইয়া আল্লাহ!' এরপর তিনি জমীনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। উদ্ধারকারীদেরও তিনি শুকরিয়া জানান।

সূত্র: আলজাজিরা

১৬ই মে, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | শাবাব কর্তৃক প্রকাশিত নতুন ভিডিওর চিত্তাকর্ষক দৃশ্যসমূহ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সম্প্রতি ১ ঘন্টা ১৪ মিনিটের দীর্ঘ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। 'ঈদের উপহার' শিরোনামে আল-কাতায়েব মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ভিডিওটিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের কার্যক্রমের দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভিডিওটির কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/05/16/49289/

ফিলিস্তিন | গাজায় শরণার্থী শিবিরে দখলদার ইসরাইলি হামলা, নিহত কমপক্ষে ১০ মুসলিম

ফিলিস্তিনের গাজায় একটি শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইলি বিমান বাহিনী। এতে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক গণমাধ্যম জানায়, অবরুদ্ধ গাজার জনবহুল শাতি শরণার্থী শিবির লক্ষ্য করে অভিশপ্ত ইসরাইল বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে কমপক্ষে ১০ জন মুসলিম প্রাণ হারিয়েছেন, গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরো ১৫ ফিলিস্তিনি, যাদের ৯ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন।

গত ১৪ মে ২০২১ রাতের বেলায়, শরণার্থী শিবিরের একটি ঘর লক্ষ্য করে ইহুদীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে নিকটস্থ আরো চারটি ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। ঘরটি থেকে আল্লাহর করুণায় বেঁচে যাওয়া একটি ২ মাসের শিশুকে উদ্ধার করা গেছে।

এদিকে, অবরুদ্ধ গাজার রাফাহ শহরে ইসরাইলি বিমান হামলায় ১ বছর বয়সী হুর আল জামিলী নিজ গৃহে নিহত হয়েছেন। উদ্ধার কাজে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীরা জানান, ফিলিস্তিনে অভিশপ্ত ইহুদীদের বর্বরোচিত হামলায় নিহতের অধিকাংশই শিশু।

দখলদার ইসরাইলি সৈন্যের পাশাপাশি অভিশপ্ত ইহুদীরাও ফিলিস্তিন জুড়ে মুসলিম নিধনে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছে।

এদিকে, বিচ্ছিন্ন চোরাগোপ্তা হামলার অংশ হিসেবে, গত ১৪ মে রাতে জাফফা শহরে উগ্র ইহুদীরা মুসলিমদের একটি বাড়ি লক্ষ্য করেছে মোলটোভ ককটেল নিক্ষেপ করে, যেখান থেকে আগুনে মারাত্মক দগ্ধ ৩ মুসলিম শিশুকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

পশ্চিম তীরের রামাল্লায় বেতেল্লো শহরে ইহুদি সন্ত্রাসীরা ১৫ বছরের এক শিশুকে মাথায় গুলি করেছে।

রেড ক্রিসেন্টের তথ্যমতে, অবরুদ্ধ গাজায় ও ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমে গত ১৪, মে শুক্রবারে ফিলিস্তিনিদের উপর দখলদার ইসরাইলের দমন-পীড়নে ১৭৫৭ জন মুসলিম আহত হন, যাদের মধ্যে ২৫০ জন সরাসরি গুলিবিদ্ধ ও ৩২৫ জন রাবার বুলেটে আহত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১০ মে থেকে ১৪ মে, ২১ পর্যন্ত গত চার দিনে অবরুদ্ধ গাজায় ইহুদি ইসরাইলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ১২২ জন, যাদের মধ্যে ৩১জন শিশু; আহত ৯০০ অধিক।

অভিশপ্ত ইসরাইলি বিমান হামলায় নিজ বাড়িতে নিহত হওয়ার পূর্বে, ইউসুফ মানসির ফেসবুকে দেয়া তার শেষ স্ট্যাটাসে বলেনঃ

"এটা আমাদের জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টা হতে পারে, কারণ ইসরাইলের পরবর্তী হামলায় আমরাও মারা যেতে পারি...যাইহোক, আমার প্রতি কারো কোন ক্ষোভ থাকলে, দয়াকরে আমায় ক্ষমা করুন, কারণ আমি শপথ করে বলছি, আমি জেনে-বুঝে কখনো কাউকে আঘাত দেইনি।...আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।"

https://i.ibb.co/nCkF0dP/IMG-20210515-172807-998.jpg

https://i.ibb.co/XWrnzcF/IMG-20210515-172817-216-1621078118608.jpg

https://i.ibb.co/FVRCxV3/IMG-20210515-172805-196.jpg

অস্ট্রিলিয়ায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে পোস্ট দেয়ায় ক্ষমতাসীন দল থেকে বহিষ্কার

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অস্ট্রিয়ার ক্ষমতাসীন দল অস্ট্রিলিয়ান পিপলস পার্টি ফিলিস্তিনি মুসলিম সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেয়ার কারণে তাঁর এক সক্রিয় সদস্যকে দলটি থেকে বহিষ্কার করেছে।

দলটির সদস্য, অস্ট্রিলিয়ান নাগরিক রেসুল ইগিত (Resul Yigit) সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থনে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন।

রেসুল বিগত বছরগুলোতে অস্ট্রিয়ান প্রধানমন্ত্রী সেবাস্টিয়ান কুর্জের অস্ট্রিয়ান পিপলস পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিলিস্তিনি পতাকা ও "ফিলিস্তিনের মুক্তি চাই" লিখে পোস্ট দেয়ার কারণে দলটি থেকে তাঁর সদস্যপদ হারাতে হলো।

রেসুল আনাদোলু এজেন্সীকে বলেন,"কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি রাষ্ট্রের সরকারি অফিসে অন্য দেশের পতাকা ঝুলিয়ে সেদেশের পক্ষে স্লোগান দিতে পারেন, তবে আমি ভেবেছিলাম রাজনীতিবিদ ও জনগণ উভয়ই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মতামত প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বেলায় তা হয়নি।"

রেসুল আরো জানান, তিনি গত ১৪, মে শুক্রবার তাঁর ব্যক্তিগত ফেইসবুক প্রোফাইলে ফিলিস্তিনের পতাকা ও "ফিলিস্তিনের মুক্তি চাই" লিখে ছবি আপলোড করেছিলেন। পরে অস্টিলিয়ার ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি অব অস্টিলিয়ার এক সংসদ সদস্য তাঁর পোস্টটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেবাস্টিয়ান কুর্জকে জ্বালাতন করে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার করা পোস্টের আনুমানিক দেড় ঘন্টা পর, আমি দল থেকে ফোন কল পাই। আমায় বলা হয় দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের অন্যান্য সহকর্মীরা জানায়, আমার দলে ফেরার কোন সুযোগ নেই।

বছরের পর বছর ধরে দলের হয়ে কাজ করা একজন তরুণ রাজনীতিবিদ, যিনি কিনা ফেসবুকে সামান্য একটি পোষ্ট করার কারণে দল থেকে বহিষ্কার হলেন!

রেসুল জানান, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি দলের বিভিন্ন পদে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দুই বছরের অধিক সময় তিনি দলটির কেন্দ্রীয় পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলেন।

তিনি দলের যুব শাখায়ও সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। রাজধানী ভিয়েনার দশম জেলায় যুব সংস্থার প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। দলের বিভিন্ন পদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় রেসুলকে ২০২০ সালের জুন মাসে দলটির পূর্ণাঙ্গ সদস্য করে নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, অস্ট্রিলিয়া গত ১৪, মে শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় ভবনে জায়োনিস্ট ইহুদীদের সমর্থনে ইসরাইলি পতাকা উত্তোলন করে।

https://ibb.co/Z8q98Md

ফ্রান্সে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশি দমন-নিপীড়ন

যুগযুগ ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেডার ফ্রান্সের পুলিশ বাহিনী দেশটির রাজধানী প্যারিসে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সমর্থনে অংশ নেয়া বিক্ষোভে দমন-পীড়ন চালিয়েছে।

গণমাধ্যম জানায়, বিক্ষোভ দমনে ফরাসি পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর জলকামান ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসন রুখতে ও মজলুম ফিলিস্তিনি মুসলিমিদের পাশে দাড়াতে এ বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছিল।

সাংবাদিকরা জানান, ফরাসি বাহিনী এসময় সাংবাদিকদের উপরও আক্রমণ করে।

ক্রুসেডার ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী টুইট বার্তায় জানায়, তিনি ফরাসি পুলিশকে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভকে বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

২০১৪ সালে গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনের সময় ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত তৎকালীন বিক্ষোভে সরকারী আদেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল বলে সে দাবী করে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সে এ বিষয়ে আরো সজাগ ও কঠোর হওয়ার আহবান জানায়।

গাজায় ইসরাইলি তীব্রতর বিমান হামলা এবং জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইহুদী সৈন্যদের ব্যপক দমন-পীড়নের প্রতিবাদে গত ১৪ মে শনিবার, ফরাসি মানবাধিকার কর্মীরা উত্তর প্যারিসের বার্বেস জেলায় একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন।

গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলায় সর্বশেষ তথ্যমতে ১৪০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৩৯ শিশু ও ২২ নারী রয়েছে। আহত এক হাজারেরও অধিক মুসলিম। শুধু গত ১৪ মে শুক্রবারে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ইহুদি সৈন্যরা ১০ মুসলিমকে হত্যা করেছে, আহত করেছে আরো শতাধিক।

এদিকে উগ্র ইহুদীরা দখলদার ইসরাইলি সৈন্যদের মদদে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিমদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা শুরু করেছে, মুসলিমদের সংঘবদ্ধভাবে পিটিয়ে মারছে।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১০ এরও বেশি ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার সাথে কৃত্রিম সীমানার ভিতরে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন "এএমআইএসওএম" এর ছত্রছায়ায় যুদ্ধরত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে আল-শাবাব মুজাহিদিন কয়েকদফা সফল হামলা চালিয়েছেন।

গত শনিবার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কেনিয়ার ওয়াজির প্রদেশের রাজদুদ ও তারবিজ অঞ্চলের মধ্যবর্তী কেনিয়ার একটি পুলিশ ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৪ কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে। অপরদিকে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার বাহিনী থেকে জব্দ করেছেন ৩ টি মেশিনগানসহ বেশ কিছু গোলা-বারুদ।

অপরদিকে সোমালিয়ার দক্ষিণ শাবেলী রাজ্যের ওউদেলি ও বেরি শহরে সরকারী বাহিনীর একটি ব্যারাক এবং একটি সমাবেশ স্থলে আক্রমণ চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাবাব মুজাহিদিন এদিন দেশের দক্ষিণে জুবা রাজ্যের আভেমেদো এবং পার্সিংনি জেলা শহরে সরকারী মিলিশিয়াদের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে আরো ২টি আক্রমণ চালিয়েছেন, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর আইলাচ ও ওয়েদৌ অঞ্চলে শাবাব মুজাহিদিন আরো দুটি পৃথক অভিযানের মাধ্যমে সোমালি মুরতাদ সরকারের সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন। এতে ২ গোয়েন্দা সদস্য ও ১ সরকারি কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

এছাড়াও, দেশের দক্ষিণে শবেলী রাজ্যের রাজাইলি জেলায় মুরতাদ মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ব্যারাকে হামলা চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। এই অভিযানে ৩ জন সরকারি মিলিশিয়া সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনগুলিতে শাবাব কর্তৃক কোনও আক্রমণ রেকর্ড নেই। এদিনগুলোতে শাবাব যোদ্ধারা তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক ইমারতের রাজ্যগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি রেখেছিল।

১৫ই মে, ২০২১

ফটো রিপোর্ট | ইমারতে ইসলামিয়া সোমালিয়ায় শিশুদের ঈদ উৎসব

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারত সোমালিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে শিশুদের ঈদ উৎসবের কিছু দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2021/05/15/49268/

ফটো রিপোর্ট | শাইখ আবু বাসির আল-ওহাইশি সামরিক ক্যাম্প- সোমালিয়া

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সম্প্রতি প্রকাশিত তাদের নতুন ভিডিওতে বেশ কিছু সময় যাবৎ শাবাব মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। 'শাইখ আবু বাসির আল-ওহাইশি' নামক সামরিক ক্যাম্প থেকে এসব ভিডিও চিত্র ধারন করা হয়েছে।

জানা যায় যে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার আমীর শহিদ শাইখ আবু বাসির নাসের আবদুল করিম আল-ওয়াহাইশি রহিমাহুমুল্লাহ'র নামে সামরিক ক্যাম্পটির নামকরণ করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/05/15/49263/

গাজায় বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল আক্রমণ শুরু করেছে ইসরায়েল

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যৌথ আক্রমণ শুরু করেছে দখলদার ইসরায়েলের বিমান ও স্থল বাহিনী। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ফিলিস্তিনিদের ওপর এই আক্রমণ শুরু হয়েছে বলে জানা যায়।

ইসরায়েলি গণমাধ্যম জেরুজালেম পোস্টের তথ্যসূত্রে জানা যায়, গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলের ‘অপারেশন গার্ডিয়ানস অব দ্য ওয়াল’ নামের এই সন্ত্রাসী অভিযানে ফিলিস্তিনের অন্তত সাত শতাধিক স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে। এই আক্রমণে ড্রোনও ব্যবহার করছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজা সীমান্তের কাছে দখলদার ইসরায়েলের দুটি পদাতিক ইউনিট এবং একটি সাঁজোয়া ইউনিট অবস্থান করছে। এছাড়া আরও সাত হাজার সেনা রিজার্ভ রাখতে বলা হয়েছে। দখলদার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনি গানৎজ তাদের সেনাবাহিনীকে শক্তি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেকোনো সময় স্থল হামলা শুরু হতে পারে।

১৪ই মে, ২০২১

খুবই দুর্দান্ত এবং আকর্ষণীয় একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করল হারাকাতুশ শাবাব

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন 'পবিত্র ঈদুল ফিতরের উপহার' শিরোনামে খুবই আকর্ষণীয় এবং দুর্দান্ত একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রায় এক ঘন্টা ১২ মিনিটেরও (১:১২:৫৫) বেশি সময় ধরে চলা আকর্ষণীয় এই ভিডিওটি সম্প্রচার করেছে 'আল-কাতাইব' মিডায়া ফাউন্ডেশন।

দীর্ঘ ১ ঘন্টা ১২ মিনিটের এই ভিডিওটিতে সোমালিয়া ও কেনিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আল-কায়েদা মুজাহিদদের প্রতিদিনের জীবন চিত্র এবং সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও মুজাহিদদের হৃদয় প্রশান্তিকর অভিযানের নতুন অপ্রকাশিত ফুটেজ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, ভিডিওটিতে দেখা যাবে আল-কায়েদা শাখা জিএনআইএম, একিউআইএম, একিউএপি, হারাকাতুশ শাবাব ও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদদের হৃদয় প্রশান্তিকর বিভিন্ন ভিডিও চিত্র।

﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾

https://alfirdaws.org/2021/05/14/49256/

ফটো রিপোর্ট | জনগণের সাথে তালিবান মুজাহিদদের ঈদ উৎসব

عيد مبارك وتقبل الله منا ومنكم

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন তাওহিদী জনতার সাথে শান্তিপূর্ণ ঈদ উৎসব পালন করেছেন। এবারের ঈদকে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে তালিবান মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বৃদ্ধি করেছিলেন। যার ফলে এখন পর্যন্ত ঈদের দিন কোথাও সাধারন নাগরিক হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

মুজাহিদগণ শান্তিপূর্ণভাবে জনগনের সাথে ঈদের সালাত আদায় ও খোৎবাহ শেষে সাধারন জনগণের হাতেহাতে পৌঁছে দিয়েছেন আমীরুল মু'মিনিনের ঈদ বার্তা।

https://alfirdaws.org/2021/05/14/49253/

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত বেড়ে ১০৩

ফিলিস্তিনের গাজায় নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণে নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সোমবার থেকে চলমান ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় ১০৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ৫৮০ জন। নিহতদের মধ্যে ২৭ জন শিশু ও ১১ জন নারী রয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানিয়েছে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু।

বর্বর ইসরাইল বাহিনীর হামলা থেকে ঈদের দিনেও রক্ষা পায়নি ফিলিস্তিনিরা। ঈদুল ফিতরের দিনেও বিমান হামলা চালিয়ে ১৯ জন নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে তারা।

ফটো রিপোর্ট | শাবাব নিয়ন্ত্রিত শাবেলী সুফলা রাজ্যে ঈদের সালাত আদায়ের দৃশ্য

সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারতের শাবেলী সুফলা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যাক লোকের উপস্থিতিতে পবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়।

মুসলিমদের পবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের দৃশ্য

https://alfirdaws.org/2021/05/14/49246/

ফটো রিপোর্ট | শাবাব নিয়ন্ত্রিত জালাজদুদ রাজ্যে ঈদের সালাত আদায়ের দৃশ্য

সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ইমারতের জালাজদুদ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যাক লোক পবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করেছেন।

মুসলিমদের প্রবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের দৃশ্য

https://alfirdaws.org/2021/05/14/49238/

১৩ই মে, ২০২১

ইসরায়েলে অবস্থানরত মুসলিমদের ওপর ইহুদি সন্ত্রাসীদের হামলা

দখলদার অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি শহরে আরব-মুসলিম বসবাসকারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদি সন্ত্রাসীরা।

এসব হামলায় এ পর্যন্ত দুজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

ইহুদি সন্ত্রাসীরা বুধবার বেতইয়াম, লুদ, একর, তিবেরিয়াস ও সীমান্তবর্তী জাফা শহরে আরব-মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে।

আরব সন্দেহে ইসরায়েলে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়েছে ইহুদি সন্ত্রাসীরা। বুধবার ইসরায়েলের বাণিজ্যিক রাজধানী তেল আবিবে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারও হয়েছে। খবর এএফপির।

ভয়াবহ এই ভিডিওতে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ জনতা এক ব্যক্তিকে গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করার পর তাকে ব্যাপক প্রহার করছে। সেই ব্যক্তি জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত গণপিটুনি চলতে থাকে।

ঘটনাটি ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন কান-এ সম্প্রচার করা হয়। ইসরায়েলের বাণিজ্যক রাজধানী তেল আবিবের দক্ষিণাঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও জরুরি সেবা কর্মীরা ১৫ মিনিটের আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। ততক্ষণ পর্যন্ত ভিকটিমকে রাস্তার মাঝে নিথরভাবে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

হামলায় অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেছেন, ওই ব্যক্তিটি একজন আরব, এবং তিনি গাড়ি দিয়ে সমাবেশকারীদের ধাক্কা দিতে চেষ্টা করেছেন। যদিও টেলিভিশন ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ওই ব্যক্তি সমাবেশ এড়াতে চেষ্টা করছিলেন।

তেল আবিবের ইচিলভ হাসপাতাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে গত সোমবার লুদ শহরে এক আরব-মুসলিমকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ইহুদিবাদি সন্ত্রাসীরা।

বেশ কিছুদিন ধরেই জেরুজালেমের কট্টরপন্থী ইহুদিদের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষের জেরে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর হামলায় এ পর্যন্ত মোট ৮৩ জন ফিলিস্তিনির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার ঈদের দিনও ইসরায়েলি হামলায় ১৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ইসরাইলি নগ্ন আগ্রাসনকে "মানবতা বিরুধী যুদ্ধাপরাধ" বলায় জার্মান রাজনীতিবিদকে পদচ্যুত

ইউরোপ-আমেরিকার বাক-স্বাধীনতার আড়ালে লুকিয়ে আছে কুৎসিত চেহারা। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর দখলদার ইসরাইলি দমন-পীড়নের সমালোচনা করায় তুর্কি বংশোদ্ভূত জার্মান রাজনীতিবিদ এতেন এর্দিলকে (Ayten Erdil) ক্ষমতাসীন ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের (এঞ্জেলা মের্কেলের দল) বার্লিন শাখার নির্বাহী পদ থেকে গত মঙ্গলবার ১১, মে,২০২১ জোড়পূর্বক পদত্যাগ করানো হয়েছে।

তাদের নিকট এতেনের অপরাধ ছিল, তিনি ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে দখলদার ইসরাইলি নগ্ন আগ্রাসনকে "মানবতা বিরুধী যুদ্ধ" বলে অবহিত করেছিলেন।

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে মুসলিমদের প্রতি সন্ত্রাসী ইসরাইল নির্যাতনের যে স্টিম রুলার চালাচ্ছে মিডিয়ার বদৌলতে তা কারো অজানা নয়। আসলে পশ্চিমা গণমাধ্যমে তো কিঞ্চিৎই উঠে আসে বরং জুলুমের মাত্রা তার কয়েকগুণ বেশি।

ক্ষমতাসীন ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের বার্লিন শাখায় কার্যনির্বাহী কমিটিতে কর্মরত এতেন আল আক্বসা মসজিদ কমপ্লেক্সে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী কর্তৃক আক্রমণ ও নামাজরত মুসল্লীদের উপর ন্যাক্কারজনক হামলার পর ১০, মে, ২০২১, সোমবার তার ব্যক্তিগত ফেইসবুক একাউন্টে অভিশপ্ত ইসরাইলি প্রশাসনের সমালোচনা করেছিলেন।

এর্দিল বলেছিলেন- "যখন কেউ এই অপরাধীদের এবং তাদের প্রকাশ্য অপরাধকে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে ডাকছে তখন সেটি তো ইহুদি বিদ্বেষ নয়।"

পরে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন তার প্রকাশিত বক্তব্যে জানায়- "এর্দিলের মন্তব্যটি জার্মান ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের ইসরাইল নীতিকে প্রভাবিত করবে না। আমরা স্পষ্টই তার বক্তব্যের সাথে একমত নই। আমরা তার সাথে আলাপ করেছি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে সে তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগ করেছে।"

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দখলদার ইহুদীদের নগ্ন আগ্রাসন ও সংঘাত, বিশেষ করে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোর বসতিতে তাদের উচ্ছেদ অভিযান বিশ্ববাসীর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

গত ৭,মে শুক্রবার অভিশপ্ত ইসরাইল ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বিপুলসংখ্যক সেনা মোতায়েন করে। এরপর ১০ মে সোমবার, ইহুদি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা মসজিদুল আক্বসায় নামাজরত মুসল্লীদের উপর রাবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস ও স্টেন গ্রেনেড নিয়ে ইসরাইল ঘৃণ্য আক্রমণ চালিয়ে শতশত মুসলিমকে আহত ও শহীদ করেছে।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট মতে পূর্ব জেরুজালেমে ৭ থেকে ১০ মে পর্যন্ত ৯১৫ ফিলিস্তিনি মুসলিম আহত হয়েছেন।

সর্বশেষ তথ্যমতে গাজা ও ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে ইসরাইলি বিমান হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৮৩ জন, যাদের মধ্যে ১৭ শিশু, ৭ নারী রয়েছেন। আহত ৪৮৭ জন।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম অধিকৃত অঞ্চল বলে বিবেচিত, যেখানে ইহুদি দখদারিত্ব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল বেআইনিভাবে পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয় ও ১৯৮০ সালে পুরো শহর নিজেদের সাথে যুক্ত করে দেয়, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক এখনো স্বীকৃত নয়।

https://i.top4top.io/p_1959rq4ne0.jpg

ফটো রিপোর্ট | হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত 'যুবা' রাজ্যে ঈদের সালাত আদায়ের দৃশ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত যুবা রাজ্যে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণভাবে পবিত্র ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করেছেন মুসলিমরা। এসময় তাঁরা দখলদার ইহুদী কর্তৃক ফিলিস্তিনে নগ্ন আগ্রাসনের প্রতিবাদও জানান।

যুবা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/05/13/49225/

ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা কেবল শুরু: সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু

গাজায় হামলার বিষয়ে ইহুদীদের সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এটি কেবল শুরু। আমরা তাদের এমনভাবে আঘাত করব, যা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।

নেতানিয়াহু বলেন, আমরা সামরিক অভিযানের মধ্যবর্তী অবস্থায় রয়েছি। হামাস ও ইসলামী জিহাদের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

হামাস-ইসরায়েল লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ইসরায়েলের অব্যাহত বিমান হামলা চলছে। সোমবার (১০ মে) দিনগত রাত থেকে এ পর্যন্ত ১৪ শিশু ও এক নারীসহ ৫৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

উত্তেজনা বাড়লে সড়কগুলো অধিকাংশই খালি হয়ে যায়, লোক চলাচল নেই। দোকানপাট বন্ধ, লোকজন ঘরে অবস্থান করছেন। ইসরায়েলি অবৈধ আগ্রাসনের মুখে ঘরেও তারা নিরাপদ থাকতে পারছেন না।

হামাস মুখপাত্র ফাওয়াজ বারহুম বলেন, যতদিন পর্যন্ত আমাদের নাগরিকদের ওপর জায়নবাদীদের আগ্রাসন বন্ধ না হবে, ততদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা, বিশেষ করে হামাস প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাবে। অবৈধ দখলদার বাহিনী গাজা, জেরুজালেম ও আল-আকসাকে তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।-খবর আরব নিউজের

গাজার বিভিন্ন স্থাপনা, বাড়ি ও কৃষি এলাকায় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান হামলা চালাচ্ছে। এছাড়া হামাস ও ইসলামী জিহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতেও আঘাত হানছে বোমা।

ঈদের দিনেও গাজায় হামলা অব্যাহত, ফিলিস্তিনে নেই ঈদ আনন্দ

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আজ বৃহস্পতিবার উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর। তবে আরব দেশগুলোতে যখন ঈদের আনন্দ, ঠিক তখন মধ্যপ্রাচ্যেরই আরেক দেশ ফিলিস্তিন করছে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ঈদুল ফিতরের দিনেও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বোমা বর্ষণ অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় গাজার বিভিন্ন স্থাপনায় বিমান হামলা চালায় দেশটি।

বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এখন পর্যন্ত ৬৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ১৭ শিশু ও অন্তঃসত্ত্বাসহ আট নারী রয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানায়, অব্যাহত হামলায় ৩৯০ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

আলজাজিরা আরও জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর দফায় দফায় বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডটি। বৃহস্পতিবার সকালেও বোমা বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। আর এর মধ্যেই উদযাপনহীন রক্তাক্ত এক ঈদ পার করছেন ফিলিস্তিনিরা।

গত সোমবার তৃতীয় দিনের মতো মুসলিমদের প্রথম কিবলা আল-আকসা মসজিদে ঢুকে মুসল্লিদের ওপর তাণ্ডব চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। অবরুদ্ধ করে রাখা হয় মুসল্লিদের।

ফিলিস্তিনের অলিগলিতে নেই কোনো উৎসবের আমেজ, দোকানপাট বন্ধ এবং রাস্তায় সুনসান নিরবতা। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর দফায় দফায় বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এলাকাটি। আর তাই এ বছর ঈদ উৎসব থেকে বিরত থাকবে ফিলিস্তিনবাসী।

ফিলিস্তিনবাসী এবার শুধু ঈদের নামাজ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিহার, উত্তরপ্রদেশের পরে এবার মধ্যপ্রদেশেও নদীতে ভাসছে মৃতদেহ

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে গঙ্গা নদীতে মৃতদেহ ভাসতে থাকার পরে এবার মধ্য প্রদেশের রুঞ্জ নদীতে কিছু লাশ ভেসে থাকতে দেখা যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশ, মধ্য প্রদেশের পান্না জেলার রুঞ্জ নদীতে কমপক্ষে ৬টি মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখা গেছে। মৃত দেহগুলো পচে গলে এসে জমা হয় নদীর পাড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এগুলো কোভিড আক্রান্তদের লাশ। মধ্য প্রদেশের অবস্থাও বেশ শোচনীয়, শ্মশানে পোড়ানোর জায়গা-
কাঠ নেই। সেই কারণেই নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, পাম্প কাজ না করলে গ্রামবাসীরা এই নদীতেই স্নান করেন, জলও পান করেন। গবাদি পশুরাও ওই নদীর জলই পান করে থাকে। ফলে ওই লাশগুলো কোভিড আক্রান্তদের হয়ে থাকলে ভয়াবহ পরিস্থি তি তৈরি হতে পারে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

ভারতে মসজিদে ঢুকে ইমামকে পিটিয়েছে মালাউন যোগী পুলিশ

মসজিদে ঢুকে ইমামকে মারধর করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে-এক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ওই ইমামের জামা ছিড়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে তাকে মারধর করছে। মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে ইমাম স্থানীয় জনগণকে ঘটনাটির কথা জানান। ইমাম বলেন, ওই পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর হঠাৎই মসজিদে ঢুকে পড়ে এবং তাকে গালিগালাজ করতে থাকে। প্রতিবাদ করলে মারধোর শুরু করে। এক পর্যায়ে তাকে গুলি করার হুমকিও দেয়। ভিডিওটিতে দেখা যায়, একদিকে পুলিশ সদস্যরা দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে স্থানীয় জনতা পুলিশ অফিসারের এই অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

গোরখপুর জেলার ওই মসজিদের মুসুল্লিরা মসজিদে ঢুকে ইমামকে মারধরের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবাদ মিছিল করেন।

কেন ইমামকে মসজিদের ভেতর ঢুকে মারধর করা হল; এই প্রশ্নে পুলিশ ইমামের বিরুদ্ধে লকডাউনের কথিত নিয়মভঙ্গ করার মত ঠুনকো অভিযোগ দাঁড় করিয়েছে।

খোরাসান | তালিবানের কাছে আত্মসমর্পণ করল কাবুল প্রশাসনের ১১০ সেনা সদস্য

আফগানিস্তানের কান্দাহার, কুন্দুজ ও বাগলান থেকে কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে তালিবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ১১০ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

তালিবান এক বিবৃতিতে বলেছে, গত ১২ মে, ৩৮ জন কাবুল সরকারী সেনা ও পুলিশ সদস্য কান্দাহারের শাওয়ালিকোট, ঝারি, আরঘান্দাব ও পাঞ্জওয়াই জেলায় তালিবানদের দাওয়াহ্ কমিশনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তালিবান জানিয়েছে, তাদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এসব সৈন্যরা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরে এবং আমীরুল-মু'মিনিনের সাধারণ ক্ষমার আওতায় ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিনদের সাথে যোগ দিয়েছে। তালিবানে যোগদানকারী সেনারা এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে যে, তারা পুতুল শাসন ব্যবস্থায় আর ফিরে আসবেন না এবং নিজেদের যোগ্যতা ও সমর্থের পুরোটা দিয়ে তারা মুজাহিদিনদের সহযোগিতা করবেন।

তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহক মুজাহিদও তার টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন যে, গতকাল বাগলান প্রদেশ থেকেও ৩২ জন কাবুল সরকারী সেনা মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এমনিভাবে কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলা থেকেও, কাবুল প্রশাসনের ৪০ জন সৈন্য ও পুলিশ সদস্য তাদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছে। এসময় তারা সত্য উপলব্ধি করে তালিবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন। এসময় তালিবানদের দাওয়াহ ও দিক-নির্দেশিকা বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানিয়েছেন।

ইরান | মুজাহিদদের হামলায় ৩ শিয়া মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত

ইরানে মুরতাদ শিয়া বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ মে ভোরবেলায়, ইরানের বেলুচিস্তান রাজ্যের পূর্ব জাহদান শহরে দেশটির মুরতাদ শিয়া বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের দ্বারা চালিত উক্ত অভিযানে ইরানের মুরতাদ শিয়া সেনাবাহিনীর ৩ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

ইরানের বেলুচিস্তান ও পাক-ইরান সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে সক্রিয় আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী গ্রুপ 'জাইশুল আদল' এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

শাম | মুজাহিদদের রকেট হামলায় ১২ তুর্কি সৈন্য নিহত

সিরিয়ার উত্তর ইদলিবে দখলদার তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীর (টিএসকে) সামরিক কাফেলায় ২টি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার একটিতেই ১২ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, গত ১১ মে সিরিয়ার উত্তর ইদলিব সিটির কেফার লুসিন সড়ক অতিক্রমকালে দখলদার তুর্কি সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় মুজাহিদদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিল। সূত্র জানায়, মুজাহিদগণ সেক্যুলার তুর্কি বাহিনীর সামরিক কনভয়টি লক্ষ্য করে কয়েকটি রকেট হামলা চালিয়েছেন। এতে তুর্কি বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং ১২ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে।

তবে এই হামলার বিষয়ে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, হামলায় তাদের ১ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। হামলায় আহত সৈন্যদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সেক্যুলার তুর্কি বাহিনীর উপর এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি হামলা পরিচালনার জন্য পরিচিত 'আনসার আবু বকর সিদ্দিক' বিগ্রেডের মুজাহিদগণ এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

একইদিন উত্তর ইদলিবে সেক্যুলার তুর্কি বাহিনীর উপর আরো একটি হামলা চালিয়েছেন 'শাইখ মারওয়ান হাদিদ' গ্রুপ। এতে দখলদার তুর্কি বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং কতক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

https://ibb.co/02SttH7

ফটো রিপোর্ট | আফগান জনগনের মাঝে আমীরুল মু'মিনিনের ঈদ বার্তা বিতরণ

মারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমিরুল মু'মিনিন শায়খুল হাদীস মৌলভী হিবাতুল্লাহ আখুন্দ যাদাহ্ হাফিজাহুল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিটি আফগান জনগণের নিকট।

আমীরুল মু'মিনিনের ঈদ বার্তাটি সবার আগে পেতে বেসামরিক নাগরিকরা এতটাই তৃষ্ণার্ত যে, তারা বার্তাটি সবার আগে পেতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন। আর মুজাহিদগণও আনন্দের সাথে তা পৌঁছে দিচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জনগণের ধারে ধারে।

আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে ঈদ বার্তাটি বিতরণের কয়েক ডজন দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2021/05/13/49196/

১২ই মে, ২০২১

রাজধানী কাবুলের কাছে অবস্থিত 'নারাখ'জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান

আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের কৌশলগত জেলা নারাখ বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ময়দানে ওয়ার্দাকের প্রাদেশিক রাজধানী থেকে মাত্র ৭ কি.মি. দূরে অবস্থিত প্রদেশটির কৌশগত জেলা "নারাখ"। কয়েকদিন ধরে তালিবান মুজাহিদগণ জেলাটি অবরোধ করে রেখেছিলেন। অতঃপর গত ১১ মে বিকেলে জেলাটি পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তিন দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার এক দিন আগে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের কাছাকাছি এ জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান। তারা মঙ্গলবার নিশ্চিত করেছেন যে ওয়ার্ডাক প্রদেশের নারাখ জেলা দখল করেছেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে তালেবানদের কাছে পতন হওয়া দ্বিতীয় জেলা নারাখ। তালেবানের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ টুইটারে জানিয়েছেন, 'মাইদানের ওয়ার্ডাক প্রদেশের নারাখ জেলায় অবস্থিত পুলিশ সদর দপ্তর, গোয়েন্দা বিভাগ ও সেখানে থাকা বিশাল সেনাঘাঁটি- সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।'

তিনি আরো বলেন, এতে অনেক শত্রু সেনা মারা গেছে বা আহত হয়েছে। এছাড়াও অনেক সেনাকে জীবিত বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ।

ঈদ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হচ্ছে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে বাকি সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের পৃথক হামলায় ৪ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান ও বাজোর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি অভিযান চালিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ। যার ফলে ৪ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ১১ মে মঙ্গলবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের টিটি মাদাখাইল এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনির কনভয়কে লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। এতে ১ মুরতাদ সেনা কর্মকর্তা নিহত এবং আরো ২ সেনা কর্মকর্তা আহত হয়েছে।

এই হামলার দুদিন আগে, বাজোর এজেন্সির বার চামারকান্দ সীমান্তে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার্স মুজাহিদিন দুপুর আড়াইটায় ‘প্ল্যান্টড আইইডি’ দিয়ে একটি সেনা গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, এই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা সদস্য মারা গিয়েছিল এবং আরো বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের সফল হামলায় ২৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ৮ সৈন্য নিহত এবং ১৮ সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ মে সন্ধ্যায়, সোমালিয়ার জিজু রাজ্যের বালাদ-হাওয়া শহরে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্য করে প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবৎ অভিযানটি চালান মুজাহিদগণ।

যুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ, সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ৮ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১৮ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ১টি সাঁজোয়া যান। এছাড়াও শাবাব মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনী থেকে প্রচুরসংখ্যক অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

ফিলিস্তিন | গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলা, ১০ শিশুসহ ২৮ মুসলিম শহিদ

পবিত্র মসজিদুল আক্বসায় নামাজরত মুসল্লিদের উপর বর্বরোচিত হামলার রেশ না কাটতেই বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করলো জারজ রাষ্ট্র ইসরাইলি কর্তৃক গাজায় ন্যক্কারজনক বিমান হামলা।

গত ১০ই মে সোমবার, ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার বেইত হানুনে অভিশপ্ত ইসরাইলি হামলায় ১০ শিশুসহ ২৮ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম শহিদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো শতাধিক। হামলায় আল মাসরি পরিবারের দুই শিশু ইব্রাহীম (১১) ও মারওয়ান (৭) নিহত হয়েছে। শিশুরা ঐ সময় বাড়ির সামনে খেলা করছিল।

ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর, গাজা ও রাজধানী জেরুজালেমে ইসরাইলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৭৮৮ এরও বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

অপরদিকে গাজায় অভিশপ্ত ইসরাইলি বিমান হামলায় ১০ শিশুসহ ২৮ মুসলিম নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অক্ষম ১জন, এক নারী ও ১০ বছরের একটি ছোট্ট মেয়েও রয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরো ১৫২ জন মুসলিম।

অবরুদ্ধ জেরুজালেমে ইসরাইলি সৈন্য ও ইহুদীদের হামলায় ৬৩১+ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে, যাদের মধ্যে ৪১১ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

ফিলিস্তিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্বর ইসরাইলি হামলায় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন আহতদের পরিসংখ্যান:-

- রামাল্লা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাবার বুলেটে আহত আছেন ৯ জন।

- কালান্দিয়া হাসপাতালে ৩৭ জন।

- জেনিন সরকারি হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ১ জন ও টিয়ারগ্যাসের শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্ত ১ জন আছেন।

- তুলকার্ম সরকারি হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ১ জন ও টিয়ারগ্যাসে শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্ত ১ জন আছেন।

- হেব্রুন সরকারি হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ৭ জন, রাবার বুলেটে আহত ১০ জন ও টিয়ারগ্যাসে শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্ত ১০ জন আছেন।

- বেইত জালা সরকারি হাসপাতালে টিয়ারগ্যাসের ধাতব খোসায় আহত ১ জন আছেন।

- নাবালুসের রাফিদিয়া সরকারি হাসপাতালে ২ জন গুলিবিদ্ধ ও ১ জন টিয়ারগ্যাসের ধাতব খোসায় আঘাতপ্রাপ্ত চিকিৎসাধীন আছেন।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায়, দখলদার ইহুদী সৈন্যরা রাতেও গাজার জনবহুল ও আবাসিক এলাকা লক্ষ্য করে মিসাইল হামলা চালিয়েছে। জঙ্গিবিমানগুলো গাজার বন্দর নগরী খান ইউনুসকেও হামলার নিশানা বানাতে বাদ দেয়নি। হামলায় তেল আল হাওয়াতে একটি ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে।

এদিকে ইসরাইলি যুদ্ধবাজ অভিশপ্ত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গণমাধ্যমে হুমকি দিয়ে বলেছে, রাজধানী জেরুজালেমে মুসলিমদের প্রতিরোধ রুখতে ইসরাইল গাজায় তার সর্বশক্তি ব্যবহার করবে।

সে আরো জানায়, যারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তাদের চরম মূল্য দিতে হবে।

এদিকে তেলআবিবের ১৫ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পর্বে অবস্থিত লুদ শহরে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী মুসলিমদের উপর ইসরাইলি সৈন্যরা গুলি চালিয়ে এক ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা করেছে। এতে অনেক মুসলিম আহত হয়েছেন।

এসময় অভিশপ্ত ইহুদীরা ইসরাইলি সৈন্যদের মদদে লুদ শহরের রাস্তা দখলে নেয় এবং ফিলিস্তিনি মুসলিম ও তাদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ করে।

১১ই মে, ২০২১

খোরাসান | ফারাহ প্রদেশে তালিবানের হামলায় ৫৫ কাবুল সৈন্য হতাহত, ২টি ঘাঁটি বিজয়

আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। এতে ৫৫ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে। মুজাহিদগণ ২টি ঘাঁটি বিজয়সহ অনেক অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১০ মে রাত ৯ টায়, ফারাহ প্রদেশের রাজধানী দেহিক জেলার কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রবেশপথে ভাড়াটে সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি টার্গেট করে প্রথমে ভারী বিস্ফোরণ ঘটান তালিবান মুজাহিদিন। যার ফলে কাবুল বাহিনীর ঘাঁটির অনেকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপরে, অবশিষ্ট সৈন্যদের উপর একটি তীব্রমাত্রার অভিযান চালান মুজাহিদগণ। কাবুল বাহিনী প্রথমে কিছুটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও মুজাহিদদের কৌশলী হামলার সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি, ফলে মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি দখল করে নেন।

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, এই হামলায় ২১ পুতুল সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, যাদের মাঝে ৩ সেনা বোমার আঘাতে পুড়ে যায়। এছাড়াও মুজাহিদগণ আরো ৫ পুতুল সৈন্যকে বন্দী এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

একই জেলায় রাত ২ টার দিকে মুরতাদ বাহিনীর আরো একটি ঘাঁটির প্রধান প্রবেশদ্বারে শক্তিশালী বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ।

ফলস্বরূপ, মুরতাদ বাহিনীর সামরিক বেস পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, এরপরে মুজাহিদিনরা ঘাঁটিতে একটি ক্লিয়ারিং অপারেশন চালান।

এই অভিযানে মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৮ পুতুল সেনা নিহত ও অপর ৩ সেনা আহত হয়। মজাহিদিনরা আহত অবস্থায় বন্দী করেন আরো ৮ সেনা সদস্যকে।

এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ৯ টি অ্যাসল্ট রাইফেল, ৩ টি ভারী মেশিনগান, ৪ টি রকেট লাঞ্চারসহ বিভিন্ন ধরণের অনেক গোলাবারুদ। আলহামদুলিল্লাহ্ অভিযানে কোন মুজাহিদই হতাহত হননি।

ফিলিস্তিন | ইস্রাইলী বাহিনীর উপর মুজাহিদিনের মিসাইল ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

পবিত্র রমাজান মাসে ফিলিস্তিনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দখলদার ইস্রাইলি আগ্রাসন নতুন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ধারাবাহিতায় গত ১০ মে অভিশপ্ত ইহুদীদের হামলার শিকার হয়ে আহত হয়েছেন ৫ শতাধিক মুসলিম। এর প্রতিবাদেই এবার ইহুদীদের লক্ষ্য করে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদার নিকটতম একটি জিহাদী দল।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ১০ মে সন্ধ্যায়, ফিলিস্তিনের পশ্চিম গাজা উপত্যকায় দখলদার ইস্রায়েলি ইহুদী নিয়ন্ত্রিত আন-নাক্কাব এলাকায় প্রথমে একটি ভারি মিসাইল হামলা চালান মুজাহিদগণ।

এরপর একই রাতে পূণরায় মুজাহিদগণ জেরুজালেমে ইহুদীদের হামলায় আহত মুসলমানদের সমর্থনে, গাজা উপত্যকার আশেপাশে অভিশপ্ত ইস্রায়েলি ইহুদিদের লক্ষ্য করে আরো ৩টি ভারী ক্ষেপণাস্ত্র দায়ে হামলা চালান মুজাহিদগণ।

ফিলিস্তিনে আল-কায়েদার মানহাজের দল 'জাইশুল উম্মাহ আস-সালাফী' এই হামলার দায় স্বীকার করে জানিয়েছে যে, দখলদার ও অভিশপ্ত ইহুদী বাহিনী কর্তৃক মসজিদুল আক্বসায় মুসল্লিদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

ইস্রাইলের তেলআবিব ও আসকালানে আল কুদস ব্রিগেডের রকেট নিক্ষেপ

দখলদার ইস্রাইলী ইহুদী কর্তৃক মসজিদুল আক্বসায় মুসল্লিদের উপর আক্রমণ ও ফিলিস্তিন জুড়ে ব্যপক দমন-নিপীড়ন চালানোর জবাবে ফিলিস্তিন ভিত্তিক স্বাধীনতাকামী দল "আল কুদস ব্রিগেড" অবৈধ ইস্রাইলের বিভিন্ন শহর লক্ষ্য করে মিসাইল হামলা চালিয়েছে।

'আল কুদস ব্রিগেড' এর আগে এক বার্তায় স্থানীয় সময় রাত নয়টায় একচেটিয়া ইস্রাইলি বর্বর হামলার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেছিল।

জানা যায়, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধকারী দলগুলো মসজিদুল আক্বসায় আক্রমণ ও শাইখ জাররায় মুসলিম বসতি উচ্ছেদের প্রতিশোধ স্বরুপ ইস্রাইলি স্থাপনা লক্ষ্য করে শতশত মিসাইল নিক্ষেপ করেছেন। এরমধ্যে আল-কায়েদার মানহাজের দল 'জাইশুল উম্মাহ' এর যোদ্ধারাও গত ১০ মে রাতে ৩টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ১টি মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা কুদস নিউজ নেটওয়ার্কে প্রকাশিত এক ভিডিও রিপোর্টে দেখা যায়, ইসরাইলি সামরিক জীপ লক্ষ করে আল-কুদস ব্রিগেডের ছোঁড়া কর্ণেট মিসাইলের তেজস্ক্রিয়তায় মুহূর্তেই জীপটি ধ্বংস হয়ে যায়।

১০ই মে, ২০২১

সরকারের হঠকারিতায় স্বপ্ন ভেঙেছে মফিদুলের মতো অনেক ব্যবসায়ীর

খুলনার মফিদুল ইসলাম দীর্ঘসময় মালয়েশিয়ায় প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে বছর পাঁচেক আগে কাজ হারিয়ে বিপাকে পড়ে যান। অনেক চেষ্টা–তদবির করেও আর কাজ ফিরে পাননি মফিদুল। পরে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। দেশে ফেরার পর বড় ভাইয়ের পরামর্শে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জে একটি দোকান ভাড়া নেন। বিদেশে কাজ করে তাঁর যে সঞ্চয় ছিল, তার পুরোটাই ব্যবসার কাজে লাগান। প্রথম দুই বছর ভালোই ব্যবসা করলেন। নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, দিনে দিনে তাঁর ব্যবসাটা অনেক বড় হবে। কারখানায় আরও বেশি উৎপাদন করতে পারবেন। বিক্রি বেশি হবে।

তবে দেশে হাস্যকর লকডাউন শুরু হওয়ার পর বেচাকেনা একেবার কমে যাওয়ায় খুলনার উদ্যোক্তা মফিদুলের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। মফিদুল বলছেন, লকডাউনে গত এক বছরে তাঁর লোকসানের পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ টাকা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ব্যাংকঋণ আরও ৩০ লাখ টাকা।

কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জ গার্মেন্টসপল্লিতে বেচাকেনা জমে ওঠে শবে কদর থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত। তবে লকডাউনের কঠোর বিধিনিষেধে টানা ৬৬ দিন বন্ধ ছিল সরকারি-বেসরকারি অফিসসহ নানা প্রতিষ্ঠান। তখন বন্ধ ছিল দেশের সব দোকানপাট। ঈদের আগে দোকানপাট বন্ধ থাকায় গত বছরও বেচাকেনা করতে পারেননি মফিদুল। পরে দোকানপাট খুললেও বেচাকেনা আর জমে ওঠেনি। আশা করেছিলেন, এবার ঈদের আগে বেচাকেনা ভালো হবে। তাই ব্যাংক থেকে, পরিচিত আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নেন। সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে নতুন নতুন ভালো শার্ট বানান কারখানায়। কিন্তু মফিদুল যা ভেবেছিলেন, পরিস্থিতি তার উল্টো হয়ে যায়।

হেফাজতের আন্দোলন ঠেকাতে ৫ এপ্রিল থেকে কঠোর বিধিনিষেধ শুরু হয়। সেই থেকে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল বন্ধ। এর মধ্যে কিছুদিন দুই দফা দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। গত ২৫ এপ্রিল থেকে আবার দোকানপাট খুলেছে। তবে কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জ গার্মেন্টসপল্লিতে বেচাকেনা জমেনি।

মফিদুল বলেন, ‘কখনো ভাবিনি, আমার এমন অবস্থা হবে। যে বেচাকেনা হয়েছে, তা একেবারেই সামান্য। বিক্রি কমেছে ৮০ গুণ। এভাবে চললে আর বেশি দিন আমার পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব হবে না।’ একা মফিদুল নন, কালীগঞ্জের গার্মেন্টসপল্লির কয়েক শ ব্যবসায়ীর একই অবস্থা।

কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ও দোকানমালিক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মুসলিম ঢালী বলেন, কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টসপল্লিতে দোকান আছে ১৫ হাজার। পাঁচ হাজার কারখানা আছে। তবে এ করোনার ধাক্কায় তিন হাজারের মতো কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আর দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে তিন থেকে চার হাজার। এক বছর ব্যবসা করতে না পারলেও কর্মচারীর বেতন দিতে হচ্ছে। ব্যাংকঋণের সুদ দিতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমার পরিচিত এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন, যার কারখানায় ২০০ শ্রমিক কাজ করতেন। তারা এখন ফুটপাতের ব্যবসায়ী হয়ে গেছেন। অনেকে দেউলিয়া হয়ে গেছেন।’

ব্যবসা ছেড়েছেন অনেকে

কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টসপল্লির বেশির ভাগ ব্যবসায়ী পুরান ঢাকার ইসলামপুর থেকে কাপড় কেনেন। পরে সেই কাপড় নিয়ে যাওয়া হয় কারখানায়। কারখানায় তৈরি হয় শার্ট, প্যান্টসহ পরিধেয় নানা পোশাক।

মফিদুল জানান, তাঁর মতো এবার অনেক ব্যবসায়ী ইসলামপুর থেকে বাকিতে কাপড় কেনেন। ঈদের আগে বেচাকেনা করে সেই টাকা পরিশোধ করেন। করোনার কারণে ব্যবসা না হওয়ায় তাঁরা এবার কেউই ইসলামপুরের ব্যবসায়ীদের টাকা পরিশোধ করতে পারেননি।

কালীগঞ্জ গার্মেন্টসপল্লির ব্যবসায়ীরা বলছেন, কালীগঞ্জের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে যান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পোশাক ব্যবসায়ীরা। কালীগঞ্জে দোকান আছে ১৫ হাজার। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক পোশাক ব্যবসায়ী কালীগঞ্জের দোকান থেকে বাকিতে পোশাকসামগ্রী নিয়ে যান। বিক্রি শেষে আবার তা পরিশোধ করে দেন। এভাবেই বছরের পর বছর ব্যবসা চলছে।

তবে লকডাউনে পাল্টে গেছে ব্যবসার ধরন। ইসলামপুরের ব্যবসায়ীরা বাকিতে কাপড় বিক্রি বন্ধ করেছেন। এতে কালীগঞ্জের গার্মেন্টসপল্লির ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন। নগদ টাকায় ইসলামপুর থেকে কাপড় কিনতে হয়েছে। আবার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক দোকানি কালীগঞ্জের ব্যবসায়ীদের বাকির টাকা শোধ করেনি। একদিকে ঈদের আগে বেচাকেনা নেই। আবার বাকির টাকাও ফেরত পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা।

কালীগঞ্জ গার্মেন্টসপল্লির বেশির ভাগ ব্যবসায়ী বলছেন, তাঁদের বিক্রি একেবারেই কম। ফলে আয়ও কমে গেছে। আয় কমলেও ব্যয় কিন্তু এক টাকাও কমেনি। মাস গেলে দোকান ভাড়া গুনতে হচ্ছে, কর্মচারীর বেতন দিতে হচ্ছে, কারখানার ভাড়া দিতে হচ্ছে, দিতে হচ্ছে গুদামভাড়াও। আর মাথার ওপর বড় বোঝা ব্যাংকঋণ। মাস গেলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়ছে। গত এক বছরে আয় না থাকলেও সুদের টাকা কিন্তু পরিশোধ করতে হচ্ছে।

গতকাল রোববার দুপুরের পর বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত কেরানীগঞ্জের গার্মেন্টসপল্লির দোকান ঘুরে দেখা গেল, ক্রেতা নেই। অলস সময় পার করছেন দোকানের কর্মচারীরা।

কালীগঞ্জের দোকান কর্মচারী মোহাম্মদ ইমন প্রথম আলোকে বলেন, ‘শবে কদরের পর ঈদের আগপর্যন্ত আমাদের এখানে বেচাকেনা জমে ওঠে। তবে এবার বেচাকেনা সেভাবে হয়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা পাইকারি ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাই। কিন্তু এবার আমার ক্রেতা নেই। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমরা বসে বসে মাছি মারছি।’

কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ও দোকানমালিক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মুসলিম ঢালী বলেন, ‘লকডাউনে গত এক বছরের বেশি সময়ে আমরা তিনটি ঈদ পেলাম। আমরা কিন্তু সেভাবে ব্যবসা করতে পারিনি।’

প্রথম আলো

ফটো রিপোর্ট | আমীরুল মু'মিনিনের ঈদ বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিটি জনগণের কাছে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমিরুল মু’মিনিন শায়খুল হাদীস মৌলভী হিবাতুল্লাহ আখুন্দ যাদাহ্ হাফিজাহুল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতরের উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে কয়েক পৃষ্ঠার একটি শুভেচ্ছা বার্তা।

বার্তাটি আফগানিস্তানের প্রতিটি প্রদেশে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

আল্লাহু আকবার! প্রিয় আমীরুল মু'মিনিনের ঈদ বার্তাটি সবার আগে পেতে বেসামরিক নাগরিকরা এতটাই তৃষ্ণার্ত যে, সবাই অন্যের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে বার্তাটি পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

https://alfirdaws.org/2021/05/10/49157/

সোমালিয়া | রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে আল-কায়েদার শহিদী হামলা, ২৭ এরও বেশি সামরিক কর্মকর্তা নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর কেন্দ্রস্থল ওয়াবেরি জেলার একটি থানা লক্ষ্য করে একটি শক্তিশালী শহীদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। হামলার সময় সেখানে পশ্চিমা সমর্থিত বেশ কিছু সোমালি সরকারের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ মে সন্ধ্যায়, আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ওয়াবেরি জেলার থানায় একটি শক্তিশালী শহিদী হামলা চালিয়েছেন। এতে ওয়াবেরি জেলার পুলিশ প্রধান কর্নেল আহমেদ আবদুল্লাহ বাশানী ওরফে আলোলী, জেলাটির উপ-পুলিশ প্রধান ওলিও উদয় এবং রাজধানীর পুলিশ বিভাগের পরিচালক কর্নেল আবদী বাসিত মোহাম্মদ সহ ১২ এরও বেশি মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে আরো ৪ জেলা প্রশাসক কর্মকর্তাও ছিল।

https://ibb.co/6WHDLrv

এছাড়াও বেনাদির অঞ্চলের উপ-পুলিশ প্রধান আহমেদ, রাজধানীর পুলিশ উপ-প্রধান ওয়াওয়িনি সহ আরো ১৫ এরও বেশি মুরতাদ সামরিক কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

https://ibb.co/g9Q9VhR

অভিযানের ফলে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি গাড়িও ধ্বংস হয়ে গেছে।

https://ibb.co/XtsbBJj

হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক এই অভিযানটি এমন এক সময়ে চালানো হয়েছে, যখন সোমালিয়া ফারমাজো সরকার সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বিরোধী দলের দাবির এবং একের পর এক হুমকির আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপের মুখে পড়ে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের অফিসিয়াল 'আন্দালুস' রেডিও প্রচারিত এক সংবাদে এই বরকতময় হামলার দায় স্বীকার করেছেন।

খোরাসান | ঈদ উপলক্ষে তিন দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার নতুন এক বিবৃতিতে, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৩ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। এদিনগুলোতে তালিবান তাদের সকল সদস্যকে যুদ্ধ বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঈদুল ফিতরের ৩ দিন জনগণকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পবিত্র ঈদুল-ফিতর উদযাপনে সহায়তা করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে তালেবান তিন দিনের মধ্যে "শত্রু" দ্বারা আক্রমণ করা হলে, তারা তাদের অঞ্চল রক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও সকল তালিবান সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছে।

বার্তায় তালেবান নেতৃত্ব তার কর্মীদের, কাবুল বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে প্রবেশ না করার এবং মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কাবুল সেনাদের প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

"মুজাহিদিনরা শত্রু এলাকায় প্রবেশ করবে না এবং শত্রু কর্মীদের মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত এলাকায়ও প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।"

বিগত ২০ বছর ধরে তালিবানরা প্রকাশ্য ও অঘোষিতভাবে ঈদের সময়গুলোতে আক্রমণ বন্ধ রেখেছে। তালিবানদের যুদ্ধবিরতির সাম্প্রতিক ঘোষণাকে সামাজিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভাল পদক্ষেপ হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের তীব্র হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত, আহত অনেক

পাকিস্তানের বাজোর, পাখতুনখো ও ইসলামাবাদে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন পাক-তালিবান। এতে কর্নেলসহ ৫ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং আরো বেশ কিছু মুরতাদ সদস্য আহত হয়েছে।

এরমধ্যে লাক্কি মারওয়াতের একটি পুলিশ চেকপোস্টে লক্ষ্য করে পরিচালিত হামলায়, পুলিশ কনস্টেবলসহ কমপক্ষে দুই পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ মে সন্ধ্যায়, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিনরা খাইবার পাখতুনখোয়ার লাক্কি মারওয়াত জেলায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে তীব্র হামলা চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

হামলার ফলে এক পুলিশ কনস্টেবল মুহাম্মদ শাহ ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অপর এক কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়।

টিটিপির মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, সংঘর্ষে আমাদের দুই মুজাহিদ সাথী শহীদ হয়েছেন। শহীদ সাথীরা হলেন, আবু বকর এবং আল কায়েদা।

এর একদিন আগে, বাজোর এজেন্সির বার-চামারকান্দ সীমান্তে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মাইন মাস্টার্স মুজাহিদিনরা, রাত আড়াইটার দিকে 'প্ল্যান্টেড আইইডি' দিয়ে একটি মুরতাদ সেনা বাহিনীর একটি গাড়ি টার্গেট করে সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন।

মোহাম্মদ খোরাসানী স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে জানান, এই হামলায় এক সৈন্য মারা গিয়েছে এবং আরো বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

একইদিনে পাকিস্তান মুরতাদ সামরিক বাহিনীর কর্ণেল তারিক কুরইশী ও এক প্রাক্তন প্রবীণ সেনা কর্মকর্তাকে ইসলামাবাদে গুলি করে হত্যা করেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ।

নিহত কর্নেলের ছেলে সাদিক ইসলামাবাদ পুলিশকে জানায়, তার বাবা তারিক কুরইশিকে তারা বাড়ির বাথরুমে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে।

https://ibb.co/zXr0pTB

মসজিদুল আক্বসায় অভিশপ্ত ইসরাইলী সৈন্যদের তাণ্ডব, ৫০০ জনেরও বেশি মুসল্লী আহত

পবিত্র রমাজান মাসে ফিলিস্তিনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দখলদার ইসরাইলী আগ্রাসন নতুন মাত্রা পেলো! এবার অভিশপ্ত ইহুদীদের হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হলেন পবিত্র মসজিদুল আক্বসায় নামাজরত মুসল্লীরা।

দখলদার ইসরাইলী সৈন্যরা আজ (১০ই মে, ২০২১) ভোরে মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা মসজিদুল আক্বসায় হানা দিয়ে নামাজরত মুসল্লীদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে। ফিলিস্তিন ভিত্তিক কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক জানায়, আজ ভোরে ইহুদি সৈন্যরা মসজিদুল আক্বসায় হানা দিয়ে মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। এসময় তারা মুসল্লীদের উপর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে, ফলে নামাজরত মুসল্লীদের দমবন্ধ হয়ে আসে।

বর্বর ইসরাইলী সৈন্যরা মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ধাতব সমৃদ্ধ রাবার বুলেট ছুঁড়ে ও স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করে, এতে বহু ফিলিস্তিনি মুসলিম আহত হন।

ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট জানায়, আহত ৫০ জনকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

সর্বশেষ তথ্যমতে, ৫০০ জন মুসল্লী হামলায় আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশংকাজনক।

রেড ক্রিসেন্ট কর্মীরা জানায়, মসজিদ থেকে আহতদের উদ্ধার করতে গেলে ইহুদি সৈন্যরা তাদেরও টার্গেট করে এবং এম্বুল্যান্স প্রবেশে বাঁধা দেয়।

রাজধানী জেরুজালেমের আত তুরে রেড ক্রিসেন্টের এক এম্বুল্যান্সে ইহুদী সৈন্যরা স্টান গ্রেনেড ও রাবার বুলেট নিয়ে আক্রমণ করেছে।

রেড ক্রিসেন্ট আরো জানায়, জেরুজালেম শহর থেকে মসজিদের দিকে মানবিক সাহায্যে এগিয়ে আসা তাদের কর্মীদের উপর দখলদার সৈন্যরা পাথর নিক্ষেপ করে গতি রোধের চেষ্টা করে ও হেনস্থার মাধ্যমে কর্মীদের জীবন সংশয়ের মুখে ঠেলে দেয়।

জানা যায়, পবিত্র আল আক্বসা মসজিদে হঠাৎই ইহুদিদের আক্রমণে হাজারো মুসলিম মসজিদ অভ্যন্তরে আটকে পড়েন এবং নিরস্ত্র মুসল্লীরা প্রাণ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেন।

আল আক্বসা মসজিদের ওয়াজ ও ইরশাদ পরিচালক প্রধান শাইখ রাঈদ দা'না আল জাজিরাকে জানান, হাজারেরও বেশি মুসল্লী আল আক্বসা মসজিদের নামাজ কক্ষে আটকে পড়েছেন, যাদের মধ্যে ইহুদিদের হামলায় শতশত আহত মুসল্লীও আছেন।

পবিত্র মসজিদুল আক্বসার মাইক থেকে উচ্চস্বরে মসজিদটিতে ইহুদি হামলার আওয়াজ ভেসে আসে। ইহুদিদের আক্রমণে আহত মুসল্লীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণের আহবান জানানো হয়।

মসজিদ অভ্যন্তরে আটকে পড়া ভীত সন্তস্ত্র মুসলিমরা বাইরে থাকা মুসলিমদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

স্টান গ্রেনেড আর রাবার বুলেট নিয়ে আক্রমণ করা অত্যাধুনিক অস্ত্র সাজে সজ্জিত ইহুদী সৈন্যরা মুসল্লীদের মুখমণ্ডল ও চোখ বিশেষকরে হামলার লক্ষবস্তু বানায়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ প্রতিরোধে তারা আল আক্বসা মসজিদের ক্লিনিকও বন্ধ করে দেয়।

তাছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরাইলী সৈন্যরা আল কিবলি মসজিদেও প্রবেশ করে নিরস্ত্র মুসল্লীদের উপর স্টান গ্রেনেড ও টিয়ারগ্যাস নিয়ে আক্রমণ করছে।

https://alfirdaws.org/2021/05/10/49145/

শ্যাম্পুর নির্ধারিত দামের চেয়ে কম না রাখায় মামলা দিলো পুলিশ

শ্যাম্পুর দাম কম না রাখায় বরিশাল নগরীর বান্দ রোডের এক ফার্মেসি মালিকের মোটরসাইকেল অবৈধ পার্কিংয়ের মামলা দিয়েছে পুলিশ সার্জেন্ট শহীদুল ইসলাম। ওই মোটর সাইকেলের আশপাশে আরও অন্তত

অর্ধশত মোটরসাইকেল একইভাবে পার্কিং করা থাকলেও সেগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ওই ফার্মেসি মালিকের মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অন্যান্য ফার্মেসির মালিকরা।

শনিবার সকালে বান্দ রোডের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সামনে হাওলাদার ফার্মেসিতে শ্যাম্পু কিনতে যায় ট্রাফিক সার্জেন্ট শহীদুল ইসলাম।

ফার্মেসি মালিক খলিলুর রহমান শ্যাম্পুর দাম ২৩০ টাকা চায়। সার্জেন্ট শহীদুল দাম কমিয়ে রাখার আবদার করলে দোকানী ১০ টাকা দাম কমিয়ে দেন। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সার্জেন্ট শহীদুল দোকানীর কেনা দামে শ্যাম্পু নিতে চায়। এ নিয়ে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত ২২০ টাকায় শ্যাম্পু নিয়ে যাওয়ার সময় ফার্মেসি মালিক খলিলুর রহমানকে দেখিয়ে দেয় সার্জেন্ট শহীদুল ইসলাম।

এ ঘটনার জের ধরে গতকাল রাত পৌঁনে ৮টার দিকে হাওলাদার ফার্মেসিতে গিয়ে ফার্মেসির সামনে বান্দ রোডে পার্কিং করা মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখতে চায় সার্জেন্ট শহীদুল ইসলাম। এক পর্যায়ে অবৈধ পার্কিংয়ের অভিযোগে খলিলুর রহমানের হোন্ডা সিডিআই-১০০ সিসি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে ৩ হাজার টাকার মামলা দেয় শহীদুল। একই সময়ে হাওলাদার ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে যাওয়া আদালতের এক কর্মচারীর মোটরসাইকেল অবৈধ পার্কিং করার অভিযোগে আরেকটি মামলা দেয় সে। আশপাশে আরও অন্তত অর্ধশত মোটরসাইকেল একইভাবে পার্কিং করা থাকলেও সেগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শুধু মাত্র ওই ফার্মেসি মালিক এবং তার ক্রেতার মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি সহ অন্যান্যরা।

গতকাল সকালে হওলাদার ফার্মেসিতে শ্যাম্পু কিনতে যাওয়ার কথা স্বীকার করে সার্জেন্ট শহীদুল ইসলাম। দর কশাকষি করে ২২০টাকায় শ্যাম্পু কিনে নিয়েছেন বলে জানায়। বিডি প্রতিদিন

পুলিশি ঘুষের কারণে ভাড়া বেশি

নাঈম ইসলাম তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ইমু আক্তারকে নিয়ে যাবেন বগুড়ার শেরপুর উপজেলার মির্জাগঞ্জ এলাকায়। সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন বাসের জন্য। কিন্তু কোনো বাস পাননি। পরে সকাল সাড়ে নয়টায় একটি মাইক্রোবাসে দুই হাজার টাকা দিয়ে দুজনে রওনা হন।

ইমু আক্তার আক্তার বলেন, তাঁরা গাজীপুরের কাশিমপুর এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। তিনি ও তাঁর স্বামী ছুটি পেয়েছেন। তাই কষ্ট ও বেশি খরচ হলেও বাড়ি চলে যাচ্ছেন।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় আজ রোববার সকাল থেকে বাড়ি ফেরা মানুষের ভিড় দেখা গেছে। যাত্রীদের নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে পিকআপ, মাইক্রোবাস আর মোটরসাইকেল। অতিরিক্ত ভাড়ায় এসব বাহনের চালকেরা যাত্রীদের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যাচ্ছেন।

কারখানা শ্রমিক নাইম আর ইমু আক্তারের মতো আরও বহু মানুষ আছেন, যাঁরা বাড়ি ফেরার জন্য মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল ও পিকআপ ভ্যানের চালকদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে দর-কষাকষি করছেন। তবে কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগই হচ্ছে লকডাউনের সময় আয় বন্ধ হয়ে যাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ। কাজ না থাকায় বাড়ি ফিরে যেতে চাইছেন তাঁরা। যাঁরাই ছোট ছোট পরিবহনে যাচ্ছেন, তাঁদের অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে।

আরিফুল ইসলাম ঢাকার দোহারে ফার্নিচারের দোকানে কাজ কাজ করেন। তিনি দোহার থেকে অটোরিকশায় এসেছেন নবাবগঞ্জ, এরপর নবাবগঞ্জ থেকে সিএনজিতে এসেছেন হেমায়েতপুর। এরপর হেমায়েতপুর থেকে লোকাল বাসে চন্দ্রা ত্রিমোড় এসেছেন। তিনি চন্দ্রা ত্রিমোড় থেকে সকাল সাড়ে আটটায় একটি পিকআপে উঠে রওনা দেন নাটোরের সিংড়া এলাকায়। পিকআপে ভাড়া নিয়েছে ৮০০ টাকা।

ঘোড়াশাল থেকে বিভিন্নভাবে চন্দ্রা এসেছেন মো. হালিম। যাবেন সিরাজগঞ্জের উল্লাহপাড়া। কেন বাড়ি যাচ্ছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কোনো কাম নাই, তাই বাইত (বাড়ি) যাব। হেনে (এখানে) থ্যাইকা কী করব। তার থ্যাইকা বাড়িত যাইগা।' কীভাবে যাবেন, গাড়ি তো চলছে না—এর জবাবে তিনি বলেন, 'দরকার অইলে হাঁইট্টা যামু, তাও বাড়িত যামু।'

চন্দ্রা ত্রিমোড়ে অর্ধশতাধিক মোটরবাইক দেখা গেছে, এগুলো যাত্রী নিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যাচ্ছে। তবে মোটরবাইকগুলোর অধিকাংশই যাচ্ছে সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড় পর্যন্ত। এর জন্য জনপ্রতি ৬০০ টাকা করে ভাড়া নিচ্ছেন।

মাইক্রোবাসের চালক রফিকুল ইসলামের বলেছেন, 'চন্দ্রা মোড়ে কয়েক রকমের পুলিশ থাকে। সবাই আলাদা আলাদা ঘুষ চায়। তার মধ্যে হাইওয়ে পুলিশ বেশি বিরক্ত করে। এখানে যাতে যাত্রী ওঠাতে পারি, তার জন্য হাইওয়ে পুলিশকে এক হাজার টাকা দিয়েছি। সকালে এখানে ২০ থেকে ২৫টি মাইক্রোবাস জমা হয়েছে। সবাইকে কমপক্ষে এক হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে। যার কারণে যাত্রীদের কাছ থেকে একটু বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে।' প্রথম আলো

মদিনার প্রবেশপথ থেকে সরানো হচ্ছে "শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য" ব্যবহৃত নির্দেশনা

সৌদিআরবের ত্বাগুত প্রিন্স সালমান প্রশাসন ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্র নগরী মদীনার মসজিদে নববীর প্রবেশপথ থেকে "শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য"- সংবলিত নির্দেশনা সরিয়ে ফেলেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় টুইট করা প্রিন্স সালমানের দায়িত্বশীলদের স্ট্যাটাসে দেখা যায়, মদীনার একটি প্রবেশ পথে "শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য"- লেখাটির স্থলে " হারাম এরিয়া/ পবিত্র স্থান"- লেখা নির্দেশনা, যা দ্রুতই মুসলিমদের নজরে আসে ও নিন্দার ঝড় তোলে।

সৌদি নাগরিকরা ধারণা করছেন, অমুসলিমদের জন্য পবিত্র নগরীসমূহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কঠোর নির্দেশনা সরিয়ে ফেলার অর্থ এখন এটাই দাড়াচ্ছে যে, সাহাবাদের যোগ থেকে অমুসলিমদের পবিত্র নগরীর কাছাকাছি যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বুঝি এবার বিচ্যুতি ঘটতে চলছে। পূর্বে মদীনার মসজিদে নববীসহ পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই অনুমোদিত ছিলো।

প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান তার কাঙ্ক্ষিত "ভিশন-২০৩০" বাস্তবায়নে নানামুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে।

ত্বাগুত সৌদি প্রশাসন, জ্বালানি তেল রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে বিকল্প অশ্লীল পর্যটন কেন্দ্র, হারাম খেলা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং শিল্প বিকাশের আড়ালে মুসলিমদের অর্থনীতিকে ভেঙে দিতে এবং পশ্চিমাদের পশুসভ্যতাকে জাজিরাতুল আরবে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়য়েছে।

আর তাই সৌদিআরবকে জনপ্রিয় পর্যটন স্থান বানাতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, জাতি-বৈশিষ্ট্যের লোকদের সে টার্গেট করছে।

বলা বাহুল্য, ত্বাগুত প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান তার হটকারি সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন ইসলাম বিরুধী নেতিবাচক কর্মের দরুন দেশে-বিদেশে মুসলিম উম্মাহর কাছে ব্যপকহারে সমালোচিত হয়ে আসছে।

ফিলিস্তিনের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিবৃতি

অভিশপ্ত ও দখলদার ইস্রায়েলী ইহুদীরা গত কয়েকদিন ধরে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে। জোর করে মুসলিমদের বাড়িঘর উচ্ছেদ করেছে। তাই সম্প্রতি তালিবানরা এক বিবৃতিতে দখলদার ইহুদীদের এসব বর্বরোচিত হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি যে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর জায়োনিস্ট ইস্রায়েলী ইহুদীরা চড়াও হয়েছে এবং তারা আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর অত্যাচারের এক নতুন পর্ব আরম্ভ করেছে।

অভিশপ্ত ইহুদীরা জোরপূর্বক ফিলিস্তিনিদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করছে এবং তাদের ঘরবাড়িসমূহ দখল করে নিচ্ছে। বর্বর, এই নরপিশাচ ইসরাইলি সেনারা আল-আকসা মসজিদ এবং কুব্বাত-আস-সাখরা এর নিকটে ফিলিস্তিনিদের উপর সালাতরত অবস্থায় গুলি চালিয়েছে।

আমরা ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান দখলদার ইহুদীদের বর্বরোচিত এইসব কর্মকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং একইসাথে মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহ, ইসলামি সংগঠন সমূহ, কথিত মানবতার ফেরিওয়ালা জাতিসংঘ এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতি ইসরাইলের এই বর্বরতার বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এবং এর অবসান ঘটানোর জন্য ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি একত্মতা প্রকাশের জন্য আহবান করছি।

আমরা ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাইদের প্রতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, হৃদয়ের গভীর থেকে সমর্থন জানাচ্ছি।

রমজান মাসে যখন মুসলিম বিশ্ব সিয়াম সাধনা আর ঈদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই মুসলিমদের উপর চলছে এই বর্বরোচিত হামলা ও মুসলিম ভূমি দখলের ঘটনা।

https://ibb.co/MM9xyKm

অভিশপ্ত ও দখলদার ইস্রায়েলী ইহুদীরা গত কয়েকদিন ধরে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে। জোর করে মুসলিমদের বাড়িঘর উচ্ছেদ করেছে। তাই সম্প্রতি তালিবানরা এক বিবৃতিতে দখলদার ইহুদীদের এসব বর্বরোচিত হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি যে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর জায়োনিস্ট ইস্রায়েলী ইহুদীরা চড়াও হয়েছে এবং তারা আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর অত্যাচারের এক নতুন পর্ব আরম্ভ করেছে।

অভিশপ্ত ইহুদীরা জোরপূর্বক ফিলিস্তিনিদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করছে এবং তাদের ঘরবাড়িসমূহ দখল করে নিচ্ছে। বর্বর, এই নরপিশাচ ইসরাইলি সেনারা আল-আকসা মসজিদ এবং কুব্বাত-আস-সাখরা এর নিকটে ফিলিস্তিনিদের উপর সালাতরত অবস্থায় গুলি চালিয়েছে।

আমরা ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান দখলদার ইহুদীদের বর্বরোচিত এইসব কর্মকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং একইসাথে মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহ, ইসলামি সংগঠন সমূহ, কথিত মানবতার ফেরিওয়ালা জাতিসংঘ এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতি ইসরাইলের এই বর্বরতার বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য এবং এর অবসান ঘটানোর জন্য ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি একত্মতা প্রকাশের জন্য আহবান করছি।

আমরা ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাইদের প্রতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, হৃদয়ের গভীর থেকে সমর্থন জানাচ্ছি।

রমজান মাসে যখন মুসলিম বিশ্ব সিয়াম সাধনা আর ঈদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই মুসলিমদের উপর চলে এই বর্বরোচিত হামলা ও মুসলিম ভূমি দখলের ঘটনা।

০৯ই মে, ২০২১

খোরাসান | ময়দানে-ওয়ারদাক প্রদেশে তালিবানের হামলায় ৯৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ারদাক প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ। এতে ৭৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ১২ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

তালিবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, গত রাতে আফগানিস্তানের ময়দানে ওয়ার্দাক প্রদেশের সায়দাবাদ ও চক জেলার ২টি কাবুল বাহিনীর ৪টি চেকপোস্ট তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ। এসময় ৪টি চেকপোস্টই মুজাহিদগণ হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

অভিযান চলাকালীন মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে ৩৭ কাবুল সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৮ সেনা সদস্য। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ২ টি ট্যাঙ্ক, ৩৮ টি হালকা ও ভারী অস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ।

বিপরীতে সংঘর্ষে দুজন মুজাহিদ শহীদ ও আরো ৩ জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন।

এমনিভাবে প্রদেশটির চক জেলার গোদানো ও গার্দাব এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর আরো ২টি চেকপোস্টে আক্রমণ চালিয়ে তা পুরোপুরি বিজয়ী করেনেন তালিবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরও ৬ মুরতাদ সৈন্যকে জীবন্ত বন্দী করেন মুজাহিদগণ।

অভিযান শেষে শত্রুদের কাছ থেকে ১৪ টি রাইফেল, ৩ টি রকেট, ৩ টি ভারী মেশিনগান, ১ টি মাঝারি মর্টার, ১৫ টি মর্টার শেল, ১৫ টি রকেট শেল, ১৬ টি বক্স ভর্তি গোলাবারুদ, ৭ টি বক্স ভর্তি এম -1 pk শেল, ৬০ টি দূরপাল্লার বোমাসহ আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন।

অপরদিকে প্রদেশটির জার্নি এলাকায়ও মুজাহিদিনরা মুরতাদ কাবুল সরকারের ভাড়াটে সেনাবাহিনীর একাধিক চৌকিতে বোমা এবং সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ কাবুল বাহিনীর ২ টি গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট পুরোপুরি বিজয় করেন। অভিযানে কাবুল বাহিনীর ১৯ সৈন্য মারা যায় এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়।

এছাড়াও অভিযান শেষে শত্রুদের কাছ থেকে ২ টি হামভি ট্যাঙ্ক, ৩ টি মর্টার, ২ টি এসপিজি-9, ১ টি রকেট লঞ্চার, ৩ টি ভারী মেশিনগান এবং ৭ টি ভারী রাইফেল মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন।

খোরাসান | কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে তালিবানের সফল অভিযান, ৮৬ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন পাকতিয়া ও রোজগান প্রদেশে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ৮৬ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

তালিবানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান, গত রাতে পাকতিয়া প্রদেশের সারহাওজের সরকারি প্রধান জেলা ভবনের নিকটে অবস্থিত কাবুল বাহিনীর প্রতিরক্ষামূলক পোস্ট এবং ফাঁড়িতে আক্রমণ করেছেন তালিবান মুজাহিদিন। অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ কাবুল বাহিনী থেকে ২টি চেকপোস্ট বিজয় করেন।

অভিযানে কাবুল বাহিনীর কুখ্যাত কমান্ডার (জামিনাদার) সহ ২১ সেনা নিহত এবং আরো ১৩ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ ৫ সেনা সদস্যকে জীবন্ত বন্দী করেন। পাশাপাশি মুজাহিদগণ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

একই শহরে মুজাহিদদের অপর একটি হামলায় নিহত হয়েছে আরো ৭ কাবুল সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৬ সৈন্য। এছাড়াও মুজাহিদগণ বিভিন্ন ধরণের ১০টি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে পাকতিয়া প্রদেশের সারোবি জেলার জারা এলাকায় কাবুল বাহিনীর আরো একটি চেকপোস্টে মুজাহিদিনরা সশস্ত্র আক্রমণ চালান। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং অপর এক পুলিশ সদস্য আহত হয়। এছাড়াও প্রদেশটির, আরগুন জেলার পিরকোটি-চাঁপখেল এলাকায় কাবুল সরকারের জাতীয় সেনাবাহিনীর পণ্য সরবরাহ কাফেলায় আরো একটি আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। হামলায় শত্রুবাহিনীর ২টি ট্যাঙ্কও ধ্বংস করা হয়েছে।

অপরদিকে গতকাল রাত আড়াইটার দিকে উরোজগান প্রদেশের রাজধানী তিরিনকোট শহরে মুজাহিদগণ ভাড়াটে কাবুল বাহিনীর উপর একটি তীব্র আকারের সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে। এতে কাবুল বাহিনীর ২২ সৈন্য নিহত এবং অন্যান্য ১৫ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ ২টি পোস্ট বিজয় করা ছাড়াও কাবুল বাহিনী থেকে অনেক অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

০৮ই মে, ২০২১

সাইবার হামলায় বন্ধ হয়ে গেছে শীর্ষ মার্কিন তেল পাইপলাইন অপারেটর

সাইবার হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ তেল পাইপলাইন অপারেটর কলোনিয়াল পাইপলাইন তাদের সব নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে কোম্পানিটি এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্সের।

কলোনিয়াল অপারেটর যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল শোধনাগারগুলো থেকে জনবহুল পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে তেল সরবরাহ করে। কোম্পানিটি সাড়ে ৫ হাজার দীর্ঘ পাইপলাইন থেকে দৈনিক ২৫ লাখ ব্যারেল গ্যাসোলিন, ডিজেল, জেট বিমানের জ্বালানি ও অন্যান্য শোধনকৃত দ্রব্য সরবরাহ করে।

কোম্পানিটির দেয়া তথ্যমতে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে ৪৫ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ করে।

কলোনিয়াল অপারেটরের বিবৃতিতে বলা হয়, তারা শুক্রবার এই সাইবার হামলা সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর সতর্কতা হিসেবে সিস্টেম বন্ধ করে দেয়া হয়। এর ফলে তাদের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং কোম্পানির কিছু তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেমে এর প্রভাব পড়ে।

কতদিন পর্যন্ত পাইপলাইনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি কলোনিয়াল।

এর আগে শুক্রবার রয়টার্স জানায়, কলোনিয়াল অপারেটর তাদের মূল গ্যাসোলিন ও জ্বালানি শোধনকারী লাইনগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

পাইপলাইন বন্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলে গ্যাসোলিন ও ডিজেলের দাম কমেছে। অন্য দিকে নিউ ইয়র্কে জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে। শুক্রবার নিউ ইয়র্কে গ্যাসোলিনের দাম ০.৬ শতাংশ ও ডিজেলের দাম ১.১ শতাংশ বেড়েছে।

কত সময় পর্যন্ত পাইপলাইন বন্ধ থাকবে তার ওপর নির্ভর করছে জ্বালানির দামে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়বে কিনা। যদি পাইপলাইন বন্ধ চলতে থাকে তাহলে উপসাগরীয় অঞ্চলে তেলের দাম আরও কমবে কিন্তু নিউ ইয়র্কে দাম বাড়বে।

এর আগে ২০১৭ সালে হারিকেন হার্ভি যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলে আঘাত হানার ফলে কলোনিয়াল অপারেটরের গ্যাসোলিন ও শোধনকারী পাইপলাইনগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেসময় উপসাগরীয় অঞ্চলে গ্যাসোলিনের দাম পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেড়ে যায় আর ডিজেলের দাম বেড়েছিল চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইয়েমেনে সৌদি জোটের বিমান হামলায় ১০ জন হতাহত

ইয়েমেনে সৌদি জোটের বিমান হামলায় অন্তত সাত বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরও তিনজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় মা'রিব প্রদেশে মাজযার এলাকার একটি গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে।

ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সাবা জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক কুদস দিবস উপলক্ষে ইসরায়েল-বিরোধী একটি সমাবেশের প্রস্তুতির সময় সাহারি গ্রামে হামলা চালায় সৌদি বিমান বাহিনী।

প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবার কুদস দিবস পালিত হয়। এদিন ইরান-ইয়েমেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের সভা-সমাবেশ, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কুদস দিবসের সমাবেশে অংশ নেয়ার জন্য জড়ো হওয়া লোকজনের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে ইয়েমেনের এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে সৌদি আরব তার ইসরায়েলি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

প্রায় ছয় বছর আগে ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের দমনের লক্ষ্যে এক 'অসম' যুদ্ধ শুরু করে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। এ লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ইয়েমেনের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ, ঘরছাড়া হয়েছেন কয়েক লাখ। ধ্বংস হয়ে গেছে অসংখ্য ঘরবাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।

জাতিসংঘের মতে, বিশ্বে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে ইয়েমেনে। দেশটির ৮০ শতাংশ মানুষেরই জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন বলে জানিয়েছে তারা।

সূত্র: পার্স টুডে

নামাজরত অবস্থায় ইসরায়েলি সেনাদের গুলি, আহত ১৮০ ফিলিস্তিনি

আল-আকসা মসজিদে নামাজের জন্য জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ তাণ্ডব চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। নির্বিচার গুলিতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৮০ ফিলিস্তিনি। আহতদের মধ্যে ৮০ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানায়, শুক্রবার (৭ মে) জুমার নামাজের পর থেকেই ইসরায়েলি দখলদারিত্বের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করা হয় শেখ জাররাহ'সহ পূর্ব জেরুজালেমের বিভিন্ন স্থানে। ইফতারির পর রমজানের বেজোড় রাত্রিতে, লাইলাতুল কদর সন্ধানে নামাজ আদায়ের জন্য আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকে ফিলিস্তিনিরা।

এসময়ই তাদের ওপর হামলে পড়ে ইসরায়েলি সেনা, পুলিশ ও সাধারণ ইহুদিরা। এমনকি নামাজরতদের লক্ষ্য করেও চালানো হয় গুলি। মসজিদের ভিতরে ছোঁড়া হয় টিয়ার শেল। মসজিদ থেকে পিটিয়ে বের করে দেয়া হয় অনেককে। গ্রেফতার করে নিয়ে যায় অসংখ্য ফিলিস্তিনিকে।

অন্যদিকে এ ঘটনার আগের দিন (৬ মে, বৃহস্পতিবার) ইফতারের সময় শেখ জাররাহ এলাকায় আক্রমণ চালায় দখলদার সেনারা। সাথে যোগ দেয় সাধারণ ইসরায়েলি ইহুদিরাও। এ সময় ফিলিস্তিনিরা ইট-পাটকেল

নিক্ষেপে প্রতিরোধ করে। ফলে এলাকাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইসরায়েলিরা কাদানে গ্যাস, রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরে। এক পর্যায়ে গুলি ছুড়তে শুরু করে ইহুদি সেনারা। এতে ২ জন ফিলিস্তিনি যুবক গুলিবিদ্ধ হয়। আহত হয় অসংখ্য ফিলিস্তিনি। গুলিবিদ্ধ দুই যুবককে হাসপাতালে নেয়া হলে একজন নিহত হয়। গ্রেফতার করে নিয়ে যায় অনেক ফিলিস্তিনিকে।

মালি | মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত

ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মুরতাদ মালিয়ান বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ মে শনিবার, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি বহরে শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে মুরতাদ বাহিনীর একটি পণ্যবাহী ট্রাক ও একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৫ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, মালির মুপ্তি রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হাম্বুরীতে এই হামলাটি চালানো হয়েছে। সূত্র আরো যোগ করেছে যে, হামলায় কুফফার জাতিসংঘের মিনোসুমা জোট বাহিনীর সদস্যরাও হতাহতের শিকার হয়েছে, তবে এবিষয়ে এখনো হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানানো হয় নি।

পাকিস্তান | টিটিপির স্নাইপার হামলায় এক মুরতাদ সৈন্য নিহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর সীমান্ত এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্, তাঁর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, গত ৮ মে শনিবার সন্ধ্যায়, ইফতারের সামান্য সময় আগে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিন বাজোর এজেন্সীর সীমান্তবর্তী হাশিম এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি পোস্টে দায়িত্বরত এক সেনা সদস্যকে টার্গেট করে স্নাইপার দিয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন।

মোহাম্মদ খোরাসানী আরো জানান, মুজাহিদদের সফল হামলার ফলে ঘটনাস্থলেই উক্ত সেনা সদস্য নিহত হয়।

ইসলাম নির্মূলে বসনিয়া যুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনগুলো

বসনিয়া বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, বসনিয়া যুদ্ধের বিভীষিকা ও ভয়ংকর সেই দিনগুলোর কথা। যখন ইসলাম নির্মূলের প্রয়াসে বসনিয়া জুড়ে ক্রুসেডার রাষ্ট্রদ্বয় কর্তৃক চালানো হয়েছিল নগ্ন আগ্রাসন।

বসনিয়া যুদ্ধ, ৬ এপ্রিল ১৯৯২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল। এবছরগুলোতে গ্রীস ও অন্যান্য ক্রুসেড রাষ্ট্রের মদদে সার্ব-ক্রোয়েশিয়ান সৈন্যরা বসনিয়ায় শতশত মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করে। সে যুদ্ধে ক্রুসেডাররা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বসনিয়ার অন্তত ৬১৪ টি মসজিদ, ২১৮ টি নামাজ কক্ষ ও ৬৯ টি মাদ্রাসা ধ্বংস করে।

যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে গত ৭ই মে বসনিয়া জুড়ে পালিত হয় ঐতিহাসিক মসজিদ দিবস।

৯০ এর দশকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বলকান অঞ্চলের দেশটি প্রতিবেশী ক্রুসেডার রাষ্ট্রের আক্রোশে ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে দুই লক্ষাধিক মুসলিম নিহত হয় আর শরণার্থী হয় প্রায় বিশ লাখ মুসলিম।

https://ibb.co/4g7DKwF

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে 'নিরাপদ অঞ্চল' ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও এবং জাতিসংঘের ডাচ শান্তিরক্ষীদের উপস্থিতিতেই সেব্রেনিৎসায় চালানো হয় নারকীয় গণহত্যা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে সংগঠিত এটিই বৃহত্তম গণহত্যা ও জাতিগত শুদ্ধি অভিযান। যেখানে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে সেব্রেনিৎসা শহরে চালানো গণহত্যার মাধ্যমে প্রায় ৮৩৭২ জন মুসলিমকে হত্যা করা হয়।

দিবসটি ১৬শ শতকে উসমানী খেলাফতকালে নির্মিতব্য সার্বিয়ার বানিয়া লুকা শহরের বিখ্যাত ফরহাদিয়া মসজিদটি সার্বিয়ান সৈন্য কর্তৃক ধ্বংসের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইউরোপে মুসলিম স্থাপত্যকলার নিদর্শন ও দেশটির ইসলামী সংস্কৃতির প্রতীক মসজিদটি ১৯৯৩ সালের মে মাসে ডিনামাইটের সাহায্যে ব্যপকভাবে ক্ষতিসাধন করা হয়।

বসনিয়ান ইসলামিক ইউনিয়ন মতে, দেশটির ইসলামী ঐতিহ্য মুছে দিতে ৬১৪ টি মসজিদ, ২১৮ টি নামাজ কক্ষ, ৬৯ টি মাদ্রাসা, ৪ টি দরবেশ লজ, ৩৭ টি কবরস্থান ও ইসলামী নিদর্শনের প্রতীক ৪০৫ টি মুসলিম স্থাপনা ধ্বংস করা হয়। যাদের মধ্যে সার্বিয়ান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সৈন্যদের দ্বারা ৫৩৪ টি মসজিদ ও ক্রোয়েশিয়ান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সৈন্যদের দ্বারা ৮০ টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়।

যুদ্ধকালীন সময়ের মুসলিম অধ্যুষিত সার্বিয়ার ৮০% মসজিদই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শতশত ইমাম সার্বিয়ান ও ক্রোয়েশিয়ান বাহিনীর হাতে নিহত হন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী বসনিয়ায় বর্তমানে ১৯১২ টি মসজিদ বিদ্যমান। ক্ষতিগ্রস্ত ৭৮৯ টি মসজিদ ও নামাজ কক্ষ মুসল্লিদের নামাজ আদায়ের লক্ষে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ৮৯ টি ইবাদতখানা পুনঃনির্মাণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ধ্বংসের ১৫ বছর পর ২০১৬ সালের ৭ই মে বিখ্যাত ফরহাদিয়া মসজিদ মুসল্লীদের জন্য পুনরায় চালু করা হয়।

https://ibb.co/JRNcf5h

মসজিদটি উসমানীয় শাসক ও বসনিয়ার শেষ সুলতান ফরহাদ পাশা ১৫৭৯ সালে নির্মাণ করেন, যা ইউরোপ ভূখন্ডে উসমানী সাম্রাজ্যের ইসলামী স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন।

বসনিয়ান ইসলামিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ২০০১ সালে মসজিদগুলোর পুনঃনির্মাণ প্রকল্প শুরু হয়, কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতায় দরুন প্রকল্পগুলো মাঝপথেই থমকে যায়।

ফিলিস্তিনি কৃষিজমিতে ইজরাইলিদের আগুন

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরের নাবলুসে ফিলিস্তিনি কৃষিজমি ও বসতবাড়িতে হামলা চালিয়েছে ইজরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা। মঙ্গলবার রাতে এই হামলা চালানো হয় বলে ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম ওয়াফায় জানানো হয়।

উত্তর পশ্চিম তীরের বসতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা গাসসান ডগলাস জানান, নাবলুসের পূর্বে বিস্তৃত কৃষিজমিতে ইজরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা আগুন দেয় এবং অন্তত তিনটি বাড়িতে হামলা চালায়।

তিনি আরো বলেন, অবৈধ ইহুদি বসতি হার ব্রাখার উগ্র ইহুদি বাসিন্দারা এই হামলা চালিয়েছে।

নাবলুসের চারপাশে ৪০ ইজরাইলি বসতি রয়েছে। বসতি স্থাপনকারীরা ইজরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখলে ক্রমাগত আগ্রাসন চালিয় আসছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীরে বর্তমানে দুই শ' ৫০টির বেশি বসতিতে ছয় লাখের বেশি ইহুদি নাগরিক বসবাস করছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেম অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত এবং এই ভূমি সকল ইসরাইলি বসতি ও স্থাপনা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত।

সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর

রমজানের শেষ জুমার দিনে আল আকসায় ইসরায়েলি সন্ত্রাসীদের হামলা, ১৭০ ফিলিস্তিনি হতাহত

শুক্রবার আখেরি জুমায় অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেমে আল-আকসা মসজিদ ও আশপাশের এলাকায় ইসরায়েলি পুলিশের হামলায় অন্তত ১৭০ জনের অধিক ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরেই জেরুসালেমে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এই সংঘর্ষ হয়।

শুক্রবার আখেরি জুমা উপলক্ষে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মুসুল্লি আল-আকসা মসজিদে জমায়েত হয়। এ সময় অনেকে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের তাদের বাড়িঘর উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। বিশেষ করে শেখ জারাহ এলাকায় ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারা বেশ সোচ্চার ছিল।

ইসরায়েলি সীমান্ত পুলিশ ও বাহিনী পানি কামান, কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও শক গ্রেনেড দিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্টে জানিয়েছে, আল আকসা মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে ইসরায়েলি পুলিশের হামলায় এখন পর্যন্ত ১৭০ জনের হতাহতের হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ৮৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

০৭ই মে, ২০২১

মালি | আল-কায়েদার ৩টি সফল হামলার শিকার ক্রুসেডার ফ্রান্স ও জাতিসংঘ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ক্রুসেডার ফরাসী ও জাতিসংঘে অধীনস্থ মিনোসুমা ফোর্সের বিরুদ্ধে ৩টি হামলার দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা।

পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের অফিসিয়াল 'আজ-জাল্লাকা নিউজ এজেন্সি' গত ২রা মে, পবিত্র রমজান মাসে মালিতে JNIM মুজাহিদদের দ্বারা পরিচালিত তিনটি অভিযানের বিষয়ে একটি নতুন বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিটির প্রথম অংশে গত ৩রা রমাজান, মালির ম্যানাকা শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের বোরখান ফোর্সের একটি সামরিক পোস্টে রকেট ও মিসাইল হামলা চালানো দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদার এই শাখাটি।

বিবৃতির দ্বিতীয় অংশে, মালির ম্যানাকা শহরেই গত ১০ রমাজান, ক্রুসেডার ফ্রান্সে তাকুবা ফোর্সের উপর আরো একটি হামলা চালানোর দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা। বিবৃতিতে বলা হয় যে, মুজাহিদগণ ক্রুসেডার বাহিনীর সাঁজোয়া বহরকে টার্গেট করে উক্ত হামলাটি চালিয়েছেন। এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান উড়িয়ে দিয়েছেন, এসময় সাজোঁয়া যানে থাকা সকল ক্রুসেডার সৈন্যই নিহত হয়েছে বলে জানায় স্থানীয়রা।

এটি উল্লেখ্য যে, তাকুবা এটি ক্রুসেডার ফ্রান্সের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফোর্স নিয়ে গঠিত একটি মাল্টিন্যাশনাল ফোর্স। মালিতে এটি টাস্ক ফোর্স নামেই বেশি প্রশিদ্ধ। যাদের কাজ হচ্ছে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া।

মুজাহিদগণ তৃতীয় অভিযানটি চালান গত ১৩ রমাজান মালির কাইদাল রাজ্যের আমশাস এলাকায়। যেখানে মুজাহিদদের হামলার শিকারে পরিণত হয় ক্রুসেডার ফ্রান্সের বোরখান ফোর্স ও জাতিসংঘের মিনোসুমা জোটের একটি সামরিক ঘাঁটি। মুজাহিদগণ ঘাঁটিটিতে ক্রুসেডার সৈন্যদের লক্ষ্য করে প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবৎ অভিযান চালান।

জাতিসংঘ স্বীকার করেছে যে, মুজাহিদদের এই বরকতময়ী হামলার ফলস্বরূপ, মিনোসুমা নামক কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ৪ সদস্য আহত হয়েছে। তবে ফ্রান্স প্রতিবারের মত এসব হামলায় তাদের সেনাদের হতাহতের সংবাদ গোপন করতেই বেশি আগ্রহী ছিল।

https://ibb.co/mh9ZjYw

https://ibb.co/z7VPYQ9

ফিলিস্তিন | শাইখ জাররাহতে ইফতার কালে মুসলিমদের উপর অভিশপ্ত ইহুদীদের হামলা

পবিত্র রমজান মাসেও অভিশপ্ত দখলদার ইহুদী কর্তৃক মুসলিম দমন নিপিড়ন থেমে নেই। বরং ফিলিস্তিন জুড়ে পবিত্র এই মাসে রোজাদার মুসলিমিদের উপর দখলদার ইহুদীদের নিপীড়ন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ৬ মে বৃহস্পতিবারেও ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেমের শাইখ জাররাহতে ইফতার কালীন সময়ে বর্বর হামলা চালিয়েছে দখলদার ইহুদীরা।

তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদুলু এজেন্সীর বরাত দিয়ে দৈনিক সাবাহ নিউজ জানায়, পবিত্র এই মাসে সারাদিন সিয়াম সাধনার পর রোজাদার ফিলিস্তিনিরা যখন নিজেদের বাড়ির সামনে ইফতারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই দখলদার ইহুদীরা মুসলিমদের উপর ন্যাক্কারজনক হামলা চালায়। দখলদার ইহুদীরা বাড়ির ছাদ থেকে রোজাদার মুসলিমদের উপর পাথর, কাচের বোতল সহ বিভিন্ন আঘাতকারী বস্তু নিক্ষেপ করে।

এসময় অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের মুসলিম বিদ্বেষী কট্টর ডানপন্থী দল 'ওজমা ইয়েহুদিত' পার্টির নেতা ও ইসরাইলি সংসদ সদস্য 'ইতামার বেন গাভির' ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বর্বর ইহুদীদের হামলায় প্ররোচিত করতে থাকে।

এদিকে ফিলিস্তিনে ইসরাইলি দখলদারত্বের বিরুদ্ধে পবিত্র রমজানে রোজাদার মুসলিমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিক্ষোভ চলাকালে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত আগ্রাসী ইহুদী সৈন্যরা মুসলিমদের উপর নৃশংসভাবে হামলা চালায়। বিক্ষোভ দমাতে মুসলিমদের উপর ব্যাপকহারে গ্রেফতার ও নির্যাতন চালাচ্ছে।

শাইখ জাররায় এমনই এক বিক্ষোভ থেকে আনাস ওবেইদ নামে ১৬ বছর বয়সী যুবককে আঘাতে আঘাতে নির্মমভাবে রক্তাক্ত করে গ্রেফতার করেছে ইসরাইলি সৈন্যরা।

গতরাতে শাইখ জাররায় বিক্ষোভরত ওমর আল খতিব নামে আরেক মুসলিমকে দখলদার ইহুদী সৈন্যরা হাটু দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করে, যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে দ্রুতই ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রেফতারের পূর্বে অস্ত্রধারী দুইজন ইহুদী সৈন্য ওমর আল খতিবের ঘাড় ও হাতে সর্ব শক্তিবলে চেপে ধরে আছে, এ সময় আর্তনাদরত ওমরের গোঙ্গানি শোনা যায়।

এদিকে পশ্চিম তীরের বুরিন গ্রামে ফিলিস্তিন মালিকানাধীন জমিতে আগুন ধরিয়ে ভূসম্পত্তির ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেছে ইহুদী দুষ্কৃতকারীরা।

এদিন সন্ধ্যায় পশ্চিম তীরের নাবালুস শহরে ১৬ বছর বয়সী সাঈদ ইউসুফ ওদেহকে ইসরাইলি সৈন্যরা কাঁধে গুলি করে হত্যা করেছে। তারা গুলিবিদ্ধ সাঈদকে রক্তক্ষরণে মৃত্যু অবধি ফেলে রাখে! দখলদার ইসরাইলি সৈন্যরা প্রথমে সাঈদকে গ্রেফতার করে, পরে মৃত সাঈদের লাশ রেড ক্রসের নিকট হস্তান্তর করে।

সাঈদের নির্মম মৃত্যুতে এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে।

https://ibb.co/kQV28VQ

https://ibb.co/0KTjqG9

ইয়ামান । বাইদা প্রদেশ জুড়ে শিয়া হুথি সন্ত্রাসীদের উপর চলছে আল-কায়েদার তীব্র হামলা

ইয়েমেনের আল-বাইদা প্রদেশে আল-কায়েদা শাখা আনসারুশ শারীয়াহ্'র মুজাহিদীনরা শিয়া হুথি সন্ত্রাসীদের উপর মিসাইল হামলা চালিয়েছেন। বিগত দিনগুলোতে চালানো হামলার ধারাবাহিকতায় এবার তারা আল-বাইদা প্রদেশের দি-মাদ্দাহী এবং আল-সাওমা অঞ্চলে হামলা চালিয়েছেন।

মুজাহিদদের সংবাদ প্রকাশক একাউন্ট থেকে জানা গেছে, মুজাহিদীনরা গত ২৩ রমাজান, আল-বাইদা প্রদেশের দি-মাদ্দাহী এবং আল-সাওমা অঞ্চলে অবস্থিত মুরতাদ হুথি সন্ত্রাসীদের কয়েকটি অবস্থানে মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।

বিশ্লেষকদের দেয়া তথ্য মোতাবেক, হামলায় ব্যবহৃত মিসাইলগুলো ছিল 9P132 Grad P মডেলের। তবে হামলায় ঠিক কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কৌশলগত কারণে প্রকাশ করা হয়নি, হয়তো সামনের দিনগুলোতে প্রকাশ করা হবে।

পবিত্র রমাদান মাসের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু হওয়া মুজাহিদীনদের এই অফেন্সিভে আল-বাইদা প্রদেশ জুড়ে অসংখ্য হুথি সন্ত্রাসী হতাহত হচ্ছে। মুজাহিদীনদের চেয়ে অধিকতর উন্নত যুদ্ধসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও তাদের গেরিলা হামলাগুলোর সামনে মুরতাদ হুথি বিদ্রোহীরা টিকতে পারছে না।

https://ibb.co/BKtg7mP

https://ibb.co/kQdjqpC

https://ibb.co/y671xs2

মালি | ৪ ডাকাতের উপর শরয়ী হদ বাস্তবায়ন করল আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বেশ কিছু সন্ত্রাসী গ্রুপ ও ডাকাত দলের আস্তানায় হামলা চালাচ্ছেন আল-কায়েদা শাখা JNIM এর যোদ্ধারা।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩ মে, আল-কায়েদা শাখা জামা'য়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিনের মুজাহিদিনরা মালির গাও রাজ্যের আনসঙ্গো ও ম্যানাকার মাঝামাঝি অঞ্চলে একটি ডাকাত দলের আস্তানায় সফল অভিযান চালিয়েছেন। এসময় মুজাহিদদের সাথে লড়াইয়ে এক ডাকাত সদস্য নিহত হয় এবং আরও ৩ ডাকাত মুজাহিদদের হাতে আটক হয়।

মুজাহিদদের হাতে আটক হওয়া এসব ডাকাতদেরকে শরয়ী নিয়ম মনে ইসলামি আদালত হাত ও পা কাটার নির্দেশ দেয়। পরে ইসলামি আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, জীবিত প্রত্যেক ডাকাত সদস্যের হাতের বাম কব্জি এবং ডান পায়ের টাখনু বিচ্ছিন্ন করেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, এসব ডাকত দলের সদস্যরা মানুষের সম্পদ লুট করা ছাড়াও এই কাজে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। পাশাপাশি ক্রুসেডার ফ্রান্সের সহায়তায় মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে বিশৃঙ্খলা তৈরির মত জঘন্যতম অপরাধেও যুক্ত ছিল এসব ডাকাত দলের সদস্যরা।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার ফ্রান্স এবং মুরতাদ বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে একের পর এক লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের পর এখন তারা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও ডাকাত দলকে সহায়তা করছে।

সোমালিয়া | টিদান শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন

মধ্য সোমালিয়ার টিদান শহর থেকে সোমালীয় বাহিনীকে বিতাড়িত করেছেন মুজাহিদগণ। শহরের নিয়ন্ত্রণ এখন আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হাতে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৬ মে বৃহস্পতিবার, মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের টিদান শহরে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর ভারী ও হালকা যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

রাজ্যটির মাহাস শহরের নিকটবর্তী টিদান শহরে অবস্থিত সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ব্যারাকগুলো লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ প্রথমে আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। এরপর মুজাহিদগণ শহরের ভিতরে ঢুকতে থাকেন। এসময় মুরতাদ বাহিনীর যেসব সৈন্যরা মুজাহিদদের হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, সেসব সৈন্যরা লেজগুটিয়ে শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

এভাবেই বিজয়ের মাস পবিত্র মাহে রমজানে সোমালিয়ার আরো একটি শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

ফটো রিপোর্ট | জনসাধারণের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক ইমারত রমজানের শুরু থেকেই দরিদ্র/অভাবী পরিবারকে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবার পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জনগণের মাঝে ঈদ উপরহার বিতরণ করতে শুরু করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

শাবাব মুজাহিদগণ ইতিমধ্যে বা'দাউইন শহরের ৩০০ পরিবারকে এই ঈদ উপরহার দিয়েছেন। আর এই ধারা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য এলাকাগুলোতেও চলমান রয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/05/07/49072/

ফটো রিপোর্ট | মাহমুদ গজনভী সামরিক ক্যাম্প থেকে স্নাতক হয়েছেন ২৫০ তরুণ তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পরিচালিত সুলতান মাহমুদ গজনভী (রহঃ) সামরিক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতক হয়েছেন ২৫০ জন তরুণ তালিবান মুজাহিদ। যারা শারীরিক ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শরয়ীভিত্তিক কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন।

আল-ইমারাহ স্টুডিও কর্তৃক প্রকাশিত 'মাহমুদ গজনভী' সামরিক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত নবীন তালিবান যোদ্ধাদের কিছু দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2021/05/07/49069/

খোরাসান | বাগলানে তালিবানের হামলায় ৮৬ কাবুল সৈন্য হতাহত, আত্মসমর্পণ আরো ২৩৩ সেনার

আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বাগলানের সিংহভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তালিবান। এখন সেন্ট্রাল বাগলান শহর বিজয়ের লক্ষ্যে তীব্র লড়াই চলছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালিবান মুজাহিদিন গতকাল (৬ মে) বিকেলে মধ্য বাঘলান প্রদেশের কেন্দ্রীয় বাঘলান জেলার শাহ-এ-কোহনা এলাকায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর পোস্ট এবং সামরিক কেন্দ্রগুলিতে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন।

আল-ফাতাহ অপারেশন চলাকালীন তালিবান মুজাহিদিন কান্ডাক এবং মশকো হিল ২টি ঘাঁটি পুরোপুরি জয়লাভ করেছেন। এসময় জীবন বাঁচাতে ভাড়াটে কমান্ডার ইকরামউদ্দিনসহ ৩৩ কাবুল সৈন্য তালিবান যোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুজাহিদগণ কাবুল বাহিনী থেকে ৬টি ট্যাঙ্ক, ৫০টি ভারী অস্ত্র এবং প্রায় ৪০০ এরও বেশি অন্যান্য অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এছাড়াও এদিন সকালে, মোহাম্মদউল্লাহ চেকপোস্ট, সাঈদ কামাল ওয়ার্ডাক বেস এবং কোহনা কালা ঘাঁটিসহ বাগলানের ৫টি সামরিক ঘাঁটি ও ১৩টি চেকপোস্ট সম্পূর্ণরূপে বিজয় করেন তালিবান মুজাহিদগণ। এসময় তালিবান মুজাহিদদের হামলায় কমান্ডার সহ ৬৫ সৈন্য নিহত এবং ২১ সৈন্য আহত হয়। মুজাহিদগণ ৩১ টি ক্লাশিনকোভ, ৬টি পিস্তল, ৩টি নাইট ভিশন দুর্বিন, ১টি মর্টার, ৩টি হামভি ট্যাঙ্কসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে মুজাহিদগণ কোহনা কালা ঘাঁটি রক্ষাকারী চৌকিতে হামলা চালিয়ে তা জয় করেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ভাড়াটে কমান্ডার ফিরোজসহ ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২টি মেশিনগান, ৫টি ক্লাশিনকোভ এবং ১টি রেঞ্জার গাড়ি।

এছাড়াও, মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় বাঘলানের কৌশলগত পুরাতন বাজারে প্রবেশ করেন এবং তা শত্রু মুক্ত করেন। মুজাহিদগণ ১টি ট্যাঙ্ক, ২টি রেঞ্জার গাড়িসহ অনেক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

অপরদিকে তালিবান মুজাহিদগণ বিকাল হতেই বাগলান প্রদেশের সেন্ট্রাল বাগলান জেলার কেন্দ্রে হামলা চালাতে শুরু করেছেন। মুজাহিদগণ ইতিমধ্য জেলার বেশিরভাগ অঞ্চল কাবুল বাহিনীর হাত থেকে সাফ করতে সক্ষম হয়েছেন।

মুজাহিদদের হামলার তীব্রতা থেকে বাঁচতে শহরটির গুরুত্বপূর্ণ ৩ কমান্ডারসহ ২০০ কাবুল সেনা ও পুলিশ সদস্য তালিবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। এসময় আত্মসমর্পনকারী কাবুল সৈন্যরা শহরটি রক্ষায় মুরতাদ বাহিনীকে দেওয়া অধিকাংশ ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক যানবাহন, হালকা ও ভারী অস্ত্র এবং কয়েক হাজার গোলাবারুদ মুজাহিদিনের হাতে হস্তান্তর করেছে।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের জবাবি হামলায় লাশ হয়ে ফিরল ৩ মুরতাদ সৈন্য, আহত আরো অনেক

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবানের একটি ঘাঁটিতে অভিযান চালাতে গিয়ে পরাজয়ের শিকার মুরতাদ বাহিনী। তালিবানের তীব্র জবাবি হামলায় নিহত ৩ সেনা সদস্য, আহত আরো অনেক।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৬ মে বৃহস্পতিবার, পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর কয়েক শতাধিক সৈন্য উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গড়িয়াম সীমান্ত এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবানের বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালাতে ভারি যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু টিটিপি তাদের গোয়েন্দা টিমের মাধ্যমে এই হামলার বিষয়ে আগেই জানতে পারে।

যার ফলে তালিবান যোদ্ধারা পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে মুরতাদ সেনাদের আসার অপেক্ষা করতে থাকে। যখনই মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা মুজাহিদদের অবরোধ করা স্থানে এসে পৌঁছে, তখনই মুজাহিদগণ সেনাদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ শুরু করেন। এসময় মুরতাদ সেনারা এদিক ওদিক পালাতে থাকে। তবে ততক্ষণাৎ মুজাহিদদের হামলায় ৩ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় আরো কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তার টুইট বার্তায় হামলার দায় স্বীকার করেন এবং নিহত সৈন্যদের পরিচয় নিশ্চিত করেন। নিহত সৈন্যরা হল- ক্যাপ্টেন ফাহিম, শফী ও নাসিম।

০৬ই মে, ২০২১

জিনজিয়াংয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাক্ষী উইঘুর মুসলিম দম্পতি আটক

মাত্র ৫ বছর বয়সে তুরস্ক চলে যান চীনের কার্গিলিক কাউন্টির ইয়াহইয়া কুরবান। পরে তিনি তুর্কি নাগরিকত্ব লাভ করেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে তুরস্কের নাগরিকত্ব বহাল থাকার অভিযোগে সংখ্যালঘু উইঘুর দম্পতিকে আটক করেছে চীনের জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষ।

তাদের মেয়ে হানকিজ কুরবান জানান, আমার মা-বাবা জিনজিয়াংয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাক্ষী, তাই তাদের সহজে ছেড়ে দেবে না বেইজিং।

২০১৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি এবং তার স্ত্রী আমিনে কুরবান (স্থানীয় বাসিন্দা) জিনজিয়াংয়ের রাজধানী ইউরুমকিতে দোকান পরিচালনার সময় আটক হন। ওই ঘটনার পর থেকে তুরস্কে থাকা তাদের চার সন্তান তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। এরপর মেয়ে হানকিজ কুরবান বেইজিংয়ে নিযুক্ত তুর্কি দূতাবাসে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কর্তৃপক্ষ ওই দম্পতির বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

হানকিজ বলেন, গত ৪০ বছর ধরে আমার মা-বাবা তুরস্কের নাগরিক। আমরা চারজন তাদের সন্তান। আমরা সবাই ইস্তানবুলে জন্ম ও বেড়ে উঠেছি। আমার বাবা-মা জিনজিয়াংয়ে ফিরে গিয়ে ব্যবসা করছিলেন। আমি মনে করি, আমার বাবা-মাকে এজন্য আটক করা হয়নি যে, তারা কোনো অপরাধ করেছে। বরং তারা চীন সরকারের কুকর্ম জেনে ফেলেছিল বলে তাদের আটক করা হয়েছে। তুরস্কে তাদের ফিরে আসা ঠেকাতেই এটা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উইচ্যাটে আমার মা ভয়েস ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, তিনি আর আমার বাবা পুলিশ স্টেশনে এক রাত কাটিয়েছেন। পুলিশ তাদের নিয়ে যাচ্ছিল, সে কারণে দূতাবাসে আমাদের যোগাযোগে করতে বলেছিলেন। সেটা ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালের ঘটনা। পরে আমি তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাদের ফোন বন্ধ রয়েছে। তাদের ম্যাসেজ দিয়েও লাভ হয়নি।

সূত্র : ইনসাফ টুয়েন্টি ফোর ডটকম।

জোর করে মুরতাদ পুলিশের চাঁদা আদায়, না খেয়ে রোজা রাখলেন রিকশাওয়ালা

ময়মনসিংহের ভালুকায় ভরাডোবা হাইওয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অসহায় দরিদ্র শামীম নামে এক রোজাদার রিকশাওয়ালার কাছ থেকে ৭০০ টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকা বাসস্ট্যান্ড ফুটওভার ব্রিজের পাশে ইউটার্নে।

এ ঘটনায় ভালুকা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ তার ব্যক্তিগত ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডি থেকে বুধবার রাত আড়াইটার দিকে একটি স্ট্যাটাস দেন। স্ট্যাটাজটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়।

তার স্ট্যাটাসে জানা যায়- রাত ১টা ২০ মিনিটের দিকে চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য সিডস্টোর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি দেখেন পার্শ্ববর্তী উপজেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার গাড়াজান পণ্ডিতবাড়ি গ্রামের মৃত মহর আলীর ছেলে রিকশাচালক শামীম অটোরিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটি এসে চেয়ারম্যানকে বলল কোথায় যাবেন? চেয়ারম্যান বললেন, না এখানেই, চেয়ারম্যান যে ভালুকা যাবেন তা বলেননি।

তখন চেয়ারম্যান ওই অটোরিকশা চালককে জিজ্ঞেস করেন, এত রাতে কি যাত্রী পাওয়া যায়? লোকটি বলল রোজা থেকে সারাদিন রিকশা চালাতে পারি না। তাই রাতেই যা পাই তা দিয়ে সংসার চালাই আর অটোরিকশার কিস্তি দিতে হয়। তবে স্যার কী করব, গত মঙ্গলবার রাতে ৬০০ টাকা ইনকাম হয়েছিল। কয়েকজন পুলিশকে থানার সামনে নামিয়ে দিয়ে যখন আমি ভালুকা বাসস্ট্যান্ড ইউটার্ন নেই ঠিক সেই সময় হাইওয়ে পুলিশের কয়েকজন সদস্য আমাকে থামায় আর বলে আমার অটোরিকশাটি তারা নিয়ে যাবে। একপর্যায়ে হাইওয়ে পুলিশ এক হাজার টাকা দাবি করে।

এরপর অটোরিকশার চালক শামীম অনেক কাকুতি-মিনতি করে হাইওয়ে পুলিশকে বলে স্যার আমি সারাদিন রোজা থেকে কাজ করতে পারি না। তাই ইফতারের পর থেকে ৬শ' টাকা পেয়েছি। টাকা দিয়ে চাল ও ডাল কিনব, কিন্তু কোনো কথাই তারা শুনল না। শেষপর্যন্ত আমার কাছে আগের ১০০ টাকা ছিল আর ইনকামের ৬০০ টাকাসহ মোট ৭০০ টাকা হাইওয়ে পুলিশকে দিয়ে অটোরিকশাটি নিয়ে খালি হাতে বাসায় যাই। পরে না খেয়ে রোজা রেখে আজকেও আবার পেটের দায়ে এত রাতে আছি স্যার। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদের প্রশ্ন হলো- আমরা কোথায় বসবাস করি?

ফেসবুক স্ট্যাটাসের মন্তব্য কলামে অনেকেই লেখেন- হাইওয়ে পুলিশের বেপরোয়া চাঁদাবাজির কারণে রিকশা, অটোভ্যান, হাইওয়ে মিনি, প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস চালকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ওসি মশিউর রহমান জানান, ঘটনার রাতে ভালুকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ডিউটি ছিল এপিএসআই আবু তাহেরের।

সূত্র: যুগান্তর

বনায়নের দেড় শতাধিক গাছ কাটলো আ.লীগ নেতা

নাটোরের সিংড়া উপজেলা চামারী ইউনিয়নের গোটিয়া এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দুই পাশের দেড় শতাধিক গাছ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোতালেব হোসেন কেটে ফেলেছে। প্রশাসনের কাছে এসব গাছ কাটার অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেনি সে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) চামারী ইউনিয়নের গোটিয়া কাঁচা রাস্তার দুই ধারে লাগানো হয় দুই শতাধিক ইউক্যালিপটাসগাছ। গাছগুলো ইতিমধ্যে ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি ব্যাসের পুরো হয়েছে। হঠাৎ গাছগুলোর ওপর নজর পড়ে সিংড়া শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতালেব হোসেনের। চার দিন ধরে সে কাউকে না বলেই শ্রমিকদের দিয়ে একের পর এক গাছ কাটছে। দিন শেষে তা ভ্যানে তুলে করাতকলে নিয়ে যাচ্ছে।

বুধবার গোটিয়া কাঁচা রাস্তা ঘুরে দেখা যায়, রাস্তার দুই পাশের অন্তত দেড় শতাধিক গাছের গোড়া পড়ে আছে। আটজন শ্রমিক তখনো গাছ কাটছিলেন। দুজন ভ্যানে করে কাটা গাছ করাতকলে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

গাছ বহনকারী ভ্যানচালক আলী হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা মোতালেব হোসেন গাছগুলো কেটে বিক্রি করছেন। তাঁরা শুধু গাছগুলো বহন করে স মিলে নিয়ে যাচ্ছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মোতালেব হোসেনের দাবি, গাছগুলো তাঁরাই সরকারি রাস্তার পাশের জমিতে লাগিয়েছিলো। প্রয়োজন হওয়ায় তাঁরা গাছগুলো কেটে নিচ্ছে। সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কাটতে পারেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সে বলে, ‘অত কিছু বুঝি না, আমরা লাগাইছি, আমরা কেটে নিচ্ছি।’ গাছ কাটার জন্য প্রশাসনের অনুমতি আছে কি না, জানতে চাইলে মোতালেব হোসেন বলে, ‘কাউকে জানানোর প্রয়োজন মনে করিনি।’

চামারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রশিদুল ইসলাম বলেন, সামাজিক বনায়নের গাছ অন্য কারও কাটার সুযোগ নেই। তিনি কীভাবে গাছগুলো কাটছেন, তা তাঁর জানা নেই। প্রথম আলো

সরকারের ব্যর্থতায় কাজ হারিয়েছেন ৬২ শতাংশ মানুষ

গত এক বছরে ৬২ শতাংশ মানুষ তাদের কাজ হারিয়েছেন। অনেকে পুনরায় কাজ শুরু করতে সক্ষম হলেও কমেছে অধিকাংশের আয়। ফলে বাধ্য হয়ে তারা ব্যয় কমিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে নিম্নআয়ের মানুষের।

গতকাল বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) আয়োজিত অনলাইন সংলাপে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। ‘করোনাকালে আয় ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি : কীভাবে মানুষগুলো টিকে আছে’ শীর্ষক

খানা জরিপে উঠে এসেছে এসব তথ্য-উপাত্ত। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ও অক্সফাম বাংলাদেশ যৌথভাবে জরিপ কাজটি পরিচালনা করে। দেশের ১৬টি জেলা এবং শহর ও গ্রাম মিলিয়ে বাছাই করা ২ হাজার ৬০০ পরিবারের তথ্য নিয়ে জরিপের কাজ পরিচালিত হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে এই জরিপ কাজ শেষ হয়।

সিপিডির রিসার্চ ফেলো তৌফিক ইসলাম খান জরিপের ফলাফলের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তৌফিক ইসলাম বলেন, জরিপে দেখা গেছে, ৬২ শতাংশ মানুষ করোনা শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। যার বড় অংশ ২০২০ সালের এপ্রিল ও মে মাসে কর্মহীন হয়েছেন। পরে অনেকেই কাজে ফিরলেও আগের মতো আর চাকরি ফিরে পাননি। কর্মহীনদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ একমাসের বেশি বেকার ছিলেন।

সিপিডি বলছে, কর্মসংস্থান হলেও আয় কমেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আয় কমেছে কৃষি খাতে। করোনার প্রভাবে ৭৮ শতাংশ মানুষ তাদের ব্যয় কমিয়ে দিয়েছেন। ৫২ শতাংশ খরচ কমাতে গিয়ে খাদ্য অভ্যাস কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি মানুষের ঋণের বোঝা বেড়েছে। ঋণ আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে।

জরিপের তথ্য বলছে, কর্মসংস্থানে আছেন এমন ৪০ শতাংশ মানুষ করোনা সংক্রমণের আগের চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছেন। আর ৮৬ শতাংশ বলছেন, তারা যা আয় করছেন তাতে সন্তুষ্টির জায়গায় নেই।

করোনায় আয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে নিম্নআয়ের মানুষের। ২৫০০ টাকা থেকে ৭৫০০ টাকা আয়ের মানুষের আয় কমেছে ২২ থেকে ২৮ শতাংশ। এর ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিডি প্রতিদিন

খোরাসান | ২৪ ঘন্টার লড়াইয়ে হেলমান্দে তালিবানদের হাতে ২৩০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

আফগানিস্তানের হেলামান্দ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন তালিবান মুজাহিদিন। প্রদেশটিতে কেবল গত ৫ মে ২৪ ঘন্টার লড়াইয়ে তালিবান যোদ্ধাদের হাতে নিহত ও আহত হয়েছে ২৩০ এরও বেশি কাবুল সৈন্য।

রিপোর্ট অনুযায়ী, হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে গতকাল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিনরা মুরতাদ কাবুল বাহিনীর সামরিক পোস্ট, ঘাঁটি, ব্রিগেড এবং অপারেশনাল ফোর্সের বিরুদ্ধ ভারী সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন।

হামলার ফলস্বরূপ, ৫৭ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ডজনখানেক সৈন্য আহত হয়েছে। এসময় মুরতাদ বাহিনী ভারতীয় বিমান ও হেলিকপ্টারগুলির সহায়তায় বেশ কয়েকটি বিমান হামলা চালিয়েছে, কিন্তু

মুজাহিদদের দাপোটে অভিযানের ফলে মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা সীমান্ত এলাকাগুলো ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। নিহত মুরতাদ সৈন্যদের লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বিপরীতে শত্রুবাহিনীর বোমা হামলায় ৫ জন মুজাহিদিন আহত ও অপর দু'জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন। আমিন।

এদিকে গতকাল রাত ৮ টায় হেলমান্দ প্রদেশের গ্রেশক ও শোরাব জেলার মধ্যবর্তী স্পিন মসজিদের দামান্দা অঞ্চল হয়ে হেরাত প্রদেশের দিকে যাওয়ার পথে পুতুল প্রশাসনের ভাড়াটে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটালিয়ন ও সামরিক বহরে মুজাহিদীনরা প্রথমে কৌশলগত বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।

এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৩০ পুতুল সেনা নিহত হয়েছে। ৩টি বেলচা (সাঁজোয়া যান) এবং কয়েক রাউন্ড গোলাবারুদ সহ ব্যাটালিয়নটি ধ্বংস হয়ে যায়।

পরে বাকী সৈন্যদের উপর তালিবান মুজাহিদিন একটি ক্লিয়ারিং অপারেশন চালান, যার ফলশ্রুতিতে আরও ২৩ পুতুল সৈন্য মারা যায়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ দুটি সাঁজোয়া যান, ৯টি ভারী মেশিনগান, ৯ কার্বাইন বন্দুক, ৫ কালাশনিকভ, ৬টি গেরিলা মর্টার, ১ খরগো, ৯টি ইউএসপিজি কামান, ৯ টি মাঝারি মর্টার, ৬টি কামান, ২টি রকেট, ৫০ প্যারাসুট, মর্টার এবং এসপিজি ৯টি কামানের শেল গনিমত লাভ করেছেন। এছাড়াও, এই অভিযানের সময়, কাবুলের জাতীয় পুলিশ ৩টি কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল, ৮৭টি রকেট চালিত গ্রেনেড, ২০টি হ্যান্ড গ্রেনেড লঞ্চার, ১০টি গ্রেনেড, দুটি বড় এবং দুটি ছোট রেডিও, ১৭২টি গোলা-বারুদ ভর্তি বক্স এবং বিপুল পরিমাণ গোলা-বারুদ মুজাহিদগণ বাজেয়াপ্ত করেছেন।

এমনিভাবে এদিন রাত ১১ টার দিকে দক্ষিণ হেলমান্দে হালকা, ভারী এবং লেজার অস্ত্র ব্যবহার করে কাবুল বাহিনীর উপর পৃথক দুটি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। ফলে মুজাহিদগণ ২টি চেকপয়েন্টে বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় ঘটনাস্থলেই ১৭ ভাড়াটে মারা যায় এবং আরও ৩ সৈন্যকে বন্দী করেন মুজাহিদগণ। তবে এই অভিযানে দু'জন মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

গতরাত সাড়ে ১২ টায় হেলমান্দ প্রদেশের কাজাকি জেলা কেন্দ্র এবং জেলাটির টাঙ্গি এলাকায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের ২টি সেনা ও পুলিশ চৌকিতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নিয়েছেন তালিবান মুজাহিদগণ। আক্রমণের ফলে ১২ পুতুল মারা যায় এবং আরো ৩ পুতুল সৈন্য আহত হয়। এসময় শত্রু বিমানগুলিও ওই এলাকায় মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করে। যার ফলে ৩ জন মুজাহিদ আহত এবং আরও দুজন শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের কবুল করুন।

এদিন সকাল ১১ টায় শোরাব জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারের ভাড়াটে সৈন্যদের একটি ব্যাটালিয়ন টার্গেট করে দুটি কৌশলগত মাইন বিস্ফোরণ ঘটান তালিবান মুজাহিদগণ। এরপরে রকেটের মাধ্যমে কাবুল বাহিনীকে আরও একটি ঝাঁকুনি দেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ৬ টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং ১৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একইসময় হেলমান্দের সাংগিন জেলায় মুরতাদ বাহিনীর আরো ২টি পোস্টে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নেন তালিবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ঘটনাস্থলেই ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা আহত অবস্থায় পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিপরীতে শত্রু বাহিনীর হামলায় ৩ জন মুজাহিদ আহত হন।

অপরদিকে গতকাল সকালে হেলামন্দের প্রাদেশিক রাজধানী লস্করগাহের বোলান এলাকায় কাবুল বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। যার ফলো মুরতাদ বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং ১৫ সৈন্য নিহত ও ২০ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যদের সাথে ভয়াবহ লড়াই চলছে বলেও জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, প্রাদেশিক রাজধানী লস্করগাহের প্রতিটি হাসপাতালে আহত সৈন্যদের ভিড় বেড়েই চলছে।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাক-তালিবানের তিনটি পৃথক হামলা, ১১ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বনু, বাজোর এবং দিরা জেলায় পাকিস্তানের কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি সফল অভিযান চালিয়েছেন পাক-তালিবান যোদ্ধারা। যার একটিতেই ৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাক সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় (মঙ্গলবার) পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া ও বাজোর এজেন্সীর বিভিন্ন জায়গায় দেশটি কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর উপর তিনটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন পাক-তালিবানের জানবায মুজাহিদিন।

এসবের মধ্যে মুজাহিদদের প্রথম হামলার টার্গেটে পরিণত হয় বনু জেলার সিটি থানা এলাকার ডেরা ইসমাইল খান রোডে অবস্থান নেওয়া মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর সেনা সদস্যরা। যার ফলে মুদাসসর খান নামে এক পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে বাজোর এজেন্সির মাহমান্দ সীমান্তের তারখো এলাকায়। যেখানে মুজাহিদদের রেখে দেওয়া লাইন মাইন বিস্ফোরণের শিকার হয় মুরতাদ বাহিনী। ফলে, ৪ মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত ও আরো কিছু সৈন্য আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ অভিযান শেষে অনেক গনিমতও লাভ করেছেন।

মুজাহিদিন কর্তৃক তৃতীয় আক্রমণটি দিরা জেলার খারকি-সার এলাকায় চালানো হয়, সেখানে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে আক্রমণটি করেন। মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে কমপক্ষে পাঁচ মুরতাদ সেনা আহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় ৩টি অভিযানেরই কথাই স্বীকার করেছেন।

ভারতে বেডে বেডে লাশ, আইসিইউতে তালা দিয়ে পালিয়েছে ডাক্তার-নার্স-স্টাফরা

করোনায় ভারতের এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মানবিক বিপর্যয় ঘটছে সেখানে। হাসপাতালগুলোতে পড়ে আছে লাশ আর লাশ। ঘটছে সব অমানবিক ঘটনা। হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স- স্টাফরা লাশ ফেলে পালিয়ে যাবার মত ঘটনাও ঘটছে।

জানা যায়, ভারতের গুরগাঁওয়ের একটি হাসপাতালের আইসিইউ। বাইরে থেকে তালা দেয়া। ভিতরে করোনায় আক্রান্ত আশঙ্কাজনক রোগী। তাদের স্বজনরা সেখানে গিয়ে দেখলেন বাইরে থেকে তালা দেয়া। হাসপাতালে কোনো স্টাফ, কর্মকর্তা, কর্মচারি কিছুই নেই। চারদিক সুনশান নীরবতা। এ অবস্থায় তারা একটি আইসিইউতে প্রবেশ করেন। দেখেন বেডে বেডে মরে পড়ে আছেন রোগী।

গা শিউরে উঠা এমন দৃশ্য দেখে আকাশ বিদীর্ণ করে চিৎকার করলেন তারা। কেউ এগিয়ে এলো না। তারা দেখলেন আইসিইউ বেডে রোগীদের ওপর ফোকাস করে রাখা ক্যামেরা। একজন রোগীর মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে। না, এটা কোনো হরর ছবির দৃশ্য নয়। একেবারে গা শিউরে উঠার মতো সত্য ঘটনা।

এমনভাবেই ভারতকে গ্রাস করেছে করোনা ভাইরাস। এই দৃশ্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে বলা হয়েছে, গুরগাঁওয়ে অবস্থিত কৃতী হাসপাতালে এ ঘটনার সূত্রপাত। সেখানে শুক্রবার রাতে করোনায় মারা যান কমপক্ষে ৬ রোগী। এদিনই ওই ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, অক্সিজেন সঙ্কটের কারণে মারা গিয়েছেন এসব রোগী। এর মধ্যে তিনজন মারা গেছেন আইসিইউতে।

ভিডিওতে দেখা যায়, রোগীদের আত্মীয়রা হাসপাতালে প্রবেশ করে দেখেন ভিতরে ফাঁকা। কোথোও কোনো ডাক্তার নেই। স্টাফ নেই। টেবিলগুলো পড়ে আছে শূন্য। এ অবস্থায় তারা এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে দৌড়াতে থাকেন উন্মাদের মতো। কিন্তু না, কোনো সাহায্য পেলেন না। কে সাহায্য করবে? পুরো হাসপাতালের ডাক্তার, স্টাফ, নার্সরা তো এ অবস্থায় হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়েছে। ভিডিওতে একজনকে বলতে শোনা যায়, কোনো ডাক্তার নেই হাসপাতালে। কোনো কেমিস্ট নেই। রিসেপশনে কেউ নেই।

ভিডিওতে দেখা যায়, এসব রোগীর পরিবারের সদস্যরা নার্স স্টেশনের ভিতর দিয়ে, ওয়ার্ডে এবং কেবিনে ডাক্তার, নার্স, স্টাফদের খুঁজে হন্যে হচ্ছেন। খবর যায় পুলিশে। তারা পুলিশের সঙ্গে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হন। জানতে চান কিভাবে রোগীদের এভাবে ফেলে রেখে, তাদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে চিকিৎসকরা পালিয়ে যেতে পারে।

মহামারি করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত ভারত। এ ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টে দেশটিতে প্রতিদিনই রেকর্ডসংখ্যক মানুষ আক্রান্ত এবং মারা যাচ্ছে। এরই মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে আক্রান্ত হয়ে ৩ হাজার ৯ শতাধিক মানুষ মারা গেছে এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি মানুষ।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও প্রাণহানির পরিসংখ্যান রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৬ মে) সকাল পর্যন্ত আক্রান্তে বিশ্বে দ্বিতীয় ও মৃত্যুতে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩ হাজার ৯৮২ জন, যা এখন পর্যন্ত দেশটির সর্বোচ্চ মৃত্যু।

এ ছাড়া দেশটিতে নতুন করে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪ লাখ ১২ হাজার ৬১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত দেশটিতে মোট সংক্রমণ হয়েছেন ২ কোটি ১০ লাখ ৭০ হাজার ৮৫২ জন। আর এ নিয়ে দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার ১৫১ জনের।

আ.লীগ নেতাসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ২৫ জনের নামে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদাবাজির মামলা করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে গাজীপুর মেট্রোপলিটন কাশিমপুর থানায় মামলাটি করেন ওই এলাকার কেইসি কারখানার ব্যবস্থাপক মো. ইমতিয়াজ।

কাশিমপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দীপংকর রায় জানান, মামলায় কাউন্সিলর মন্তাজ উদ্দিন মণ্ডল, ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হালিম, সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল্লাহ, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল গনি, আবুল কাশেমসহ মোট ২৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কেইসি কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফারুক আহমেদ জানান, কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওইসব ব্যক্তি দুই বছর ধরে বিভিন্নভাবে চাঁদা দাবি করে আসছিল। বিষয়টি সামাজিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেও কাউন্সিলর ও তার লোকজন নিয়মিত হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছিল। সবশেষ গত কয়েকদিন আগে ঈদ উপলক্ষ্যে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে কাউন্সিলর ও তার লোকজন। টাকা দিতে অস্বীকার করায় একপর্যায়ে কারখানায় শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের মারধর করে। চাঁদা না দিলে কারখানার আরও বড় ধরনের ক্ষতি সাধনের হুমকি প্রদান করে।

মারধরের প্রতিবাদে কারখানার শ্রমিকরা গত ৩ ও ৪ মে ঢাকা ইপিজেড সড়ক অবরোধ করে। তিনি কারখানা ও তার শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে মামলা রুজু করেছেন।

ঘুষের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে মুরতাদ পুলিশদের মাঝে দ্বন্দ্ব

বরিশালের বাকেরগঞ্জে ঘুষের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে দু পুলিশের মাঝে। সেই ঝগড়া মেটাতে গিয়ে ট্রাফিকের এক টিআই শারীরিকভাবে আহত হয়েছে।

সার্জেন্ট আসাদ ও আইয়ুব আলী বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের বাকেরগঞ্জে বাসস্ট্যান্ডে ডিউটি করে। সার্জেন্ট সুজন ও টিএসআই আব্দুল জলিল ওই সড়কের বোয়ালিয়াতে ডিউটি করেন। তবে হেফাজতের আন্দোলন দমাতে তাদের একত্রিত হয়ে ডিউটি করতে বলা হয়।

এ নিয়ে ওই দুই গ্রুপের মধ্যে ঝামেলা হলে তা মেটানোর জন্য টিআই ফিরোজ ঘটনাস্থলে যান। এতে টিএসআই আইয়ুব আলী উত্তেজিত হয়ে টিআই ফিরোজকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

তবে নাম না প্রকাশ করার শর্তে এক ট্রাফিক পুলিশ যুগান্তরকে পত্রিকাকে জানিয়েছে, সার্জেন্ট সুজন ও টিএসআই আব্দুল জলিল মাঝে-মধ্যেই বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের বাকেরগঞ্জ সঙ্গিতা সিনামহল এলাকায় পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে বিভিন্ন গাড়ি থেকে চাঁদা আদায় করত। এ নিয়ে সার্জেন্ট আসাদ ও আইয়ুব আলীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। এ ঘটনা মেটাতে গিয়ে টিআই ফিরোজকে সার্জেন্ট আসাদ ও আইয়ুব আলী মারধর করেন।

টিআই ফিরোজ ঢাকায় চিকিৎসাধীন থাকায় তার বক্তব্য জানা যায় নি। তবে তার এক নিকটাত্মীয় জানান, তার শারীরিক অবস্থা ভালো না। তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর পাক-তালিবানের তীব্র হামলা, ১০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ। যার একটিতেই ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। অপরটিতে হতাহত হয়েছে আরো ডজনখানেক।

পাক-তালিবানের সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত ৫ মে বুধবার সকালে, বেলুচিস্তানের ঝোব জেলার বেশ কয়েকটি সেক্টরে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং ৬ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা সীমান্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

সূত্র আরো জানায়, মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ এমন সময় উক্ত সফল অভিযানটি চালিয়েছেন, যখন মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা পাক-আফগান সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

'আইএসপিআর' জানিয়েছে, নিহত মুরতাদ সদস্যদের মধ্যে রয়েছে হাওলাদার নূরজ্জামান, সিপাহি শাকিল আব্বাস, এহসানউল্লাহ ও কমান্ডার সুলতান।

এর আগে গত রবিবার সকাল ৯ টায়, বেলুচিস্তানেরই কিলা আবদুল্লাহর টোবা-আছকজাই এলাকায় মুরতাদ 'এফসি' বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ, যা দু'ঘন্টা যাবৎ অব্যাহত ছিল। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় বেশ কিছু সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে, আর টিটিপির সমস্ত মুজাহিদ নিরাপদে ফিরে আসেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর টুইট বার্তায় উভয় হামলার কথাই স্বীকার করেছেন।

০৫ই মে, ২০২১

বি-বাড়িয়ায় অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার আরও ৯

শহীদ বাড়িয়ায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়) অন্যায়ভাবে আরও নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে মাফিয়া বাহিনী পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার পুলিশের বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের ভাষ্য, তাঁরা হেফাজতের কর্মী-সমর্থক। এসব ঘটনায় হওয়া মামলায় এখন পর্যন্ত ৪২৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সন্ত্রাসী পুলিশ।

জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৫৬টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ৪০ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৪১৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি সবাই অজ্ঞাতনামা। ৫৬টির মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানায় ৪৯টি, আশুগঞ্জ থানায় ৪টি, সরাইল থানায় ২টি ও আখাউড়া রেলওয়ে থানায় ১টি মামলা হয়।

এর আগে গতকাল বিকেলে শহরের ভাদুঘর এলাকা থেকে হেফাজতের নেতা আবদুর রহিম কাসেমীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

উল্লেখ্য গত ২৬ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ আওয়ামী বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ জনগণের উপর হামলা করে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনতা মাফিয়া বাহিনীর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। পরবর্তীতে লকডাউনের পরিস্থিতি তৈরি করে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করছে সন্ত্রাসী আওয়ামী সরকার। প্রথম আলো

অলিগলিতেই মিলছে ইয়াবা হেরোইন ফেনসিডিল

ক্রমেই যেন ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে মাদক। ঢাকাসহ সারা দেশে মাদকের ব্যবহার বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। দেশের পুরো সীমান্ত সিল থাকার পরও ঠিক আগের মতোই দেশে ঢুকছে মাদক।

তবে মাদকের সহজলভ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে ইয়াবাসহ সব ধরনের মাদক দেদার ঢুকছে দেশের অভ্যন্তরে। অলিগলিতেই মিলছে ক্রেজি ড্রাগস ইয়াবা কিংবা হেরোইন-ফেনসিডিল। এমনকি ভার্চুয়াল হাটে অর্ডার দিয়েও মিলছে মাদক। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের খবর হলো, দেশের রুট ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে মাদক। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের (ডিএনসি) মহাপরিচালক মুহাম্মদ আহসানুল জব্বার বলেন, ' আগে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস দিয়ে মাদক পাচার করা হলেও এখন সরকারি ডাকব্যবস্থাকে ব্যবহার করছে পাচারকারীরা এমন খবর আমাদের কাছে আসছে।

এসব মাদক অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে মাদকের রুট প্রতিনিয়ত বদল হচ্ছে। ইয়াবার নতুন রুট এখন উপকূলীয় অঞ্চলের নৌপথ। টেকনাফ থেকে কুয়াকাটা, পাথরঘাটা, পিরোজপুরের তেলিখালী হয়ে মোংলা পোর্টে যায় ইয়াবার বড় বড় চালান। আবার কুয়াকাটা-পাথরঘাটা থেকে বরিশাল হয়ে ঢাকায় আসার আরেকটি রুট আছে। এসব নৌপথের প্রতিটিতেই ইয়াবার চালান খালাস করা হয়।

পরে তা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে যায় নৌপথে। একপর্যায়ে ঢাকা শহরের পাশাপাশি সব বিভাগীয় শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে সারা দেশের আনাচ-কানাচে পৌঁছে যায় ইয়াবা।

জানা গেছে, নিরাপত্তার কথা ভেবে বর্তমানে অনেকে আবার ভার্চুয়াল হাটে অর্ডার করে মাদক সংগ্রহ করছেন। যদিও হোম ডেলিভারিতে দাম একটু বেশি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মাদক উদ্ধার হয় মাত্র ১০ শতাংশ। দেশে প্রতিবছর মাদকের জন্য কমপক্ষে ব্যয় হয় ১০ হাজার কোটি টাকা। আর মাদকসেবীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। তবে মাদকের সহজলভ্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন অপরাধে জড়াচ্ছে। আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খুন, ছিনতাই, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, চাঁদাবাজি, ইভ টিজিংয়ের মতো অপরাধ। পুলিশ বলছে, যারা ধরা পড়ছে তারা মূলত মাদক বহনকারী। তবে মূল ব্যবসায়ীরা থাকছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সূত্র বলছে, গাড়ির ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে সবজিভর্তি পিকআপ, কিছুই বাদ দিচ্ছে না মাদক কারবারিরা। চোরাকারবারিরা অভিনব সব কায়দায় ঢাকাসহ সারা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে মাদক। প্রাইভেট কারের মবিলের চেম্বারে প্লাস্টিকের প্যাকেটে পুরে রাখা হচ্ছে ইয়াবা। সাইলেন্সার কেটে গুঁজে রাখা হচ্ছে গাঁজার প্যাকেট। কাঁচামালের সঙ্গেও ইদানীং ঢাকায় আসছে মাদকের চালান। কাভার্ড ভ্যানের ভিতর আলাদা চেম্বারও বানিয়েছে অনেকে, যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় চালকের সামনে থাকা বিশেষ সুইচের মাধ্যমে। প্রতিটি চালান ডেলিভারিতে

চালক ও হেলপার ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করে পাচ্ছে। মাদক পাচারে জড়িয়ে পড়ছে নারী ও শিশুরাও। ঢাকায় বেড়েছে গাঁজার সরবরাহ। বিডি প্রতিদিন

খোরাসান | আরো ২টি জেলা বিজয় করল তালিবান

মুরতাদ কাবুল বাহিনী বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের পর বারাকা ও ফারসি জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিন।

খবরে বলা হয়েছে, তালিবান যোদ্ধারা গত রাতে ভারী যুদ্ধ সরঞ্জামাদি নিয়ে বাগলান প্রদেশের বারাকা জেলায় সর্বশেষ অভিযানটি চালিয়েছে। বিগত কয়েক মাস যাবৎ জেলাটি অবরোধ করে রেখেছিল তালিবান। অতঃপর গতরাতে তালিবান যোদ্ধারা জেলাটির প্রাণকেন্দ্রে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে। তীব্র লড়াইয়ের পর মুরতাদ কাবুল বাহিনী জেলাটির কেন্দ্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এসময় তালিবান মুজাহিদদের হাতে নিহত ও আহত হয় কয়েক ডজন কাবুল সৈন্য।

তালেবান এই হামলার কথা স্বীকার করে বলেছে যে, তাঁরা জেলা কেন্দ্র, পুলিশ সদর দফতর এবং আশাপাশের ১০ টি সুরক্ষা চৌকি দখল করেছেন। তালিবান মুজাহিদিন জেলাটি দখলের সময় কয়েক ডজন ভারী অস্ত্র ও কয়েক হাজার গোলাবারুদ জব্দ করেছে বলে জানা গেছে।

এর আগে হেরাত প্রদেশের ফারসি জেলাও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছেন তালিবান মুজাহিদিন। তীব্র লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ এই জেলাটিও কাবুল বাহিনী থেকে পরিপূর্ণরূপে দখল করতে সক্ষম হন।

এদিকে মুরতাদ কাবুল সরকারের নিয়োজিত হেরাতের গভর্নর আবদুল ওয়াহিদ জানায়, এই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৫ সদস্য নিহত এবং আরো ৯ সদস্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা জেলাটি ছেড়ে লেজগুটিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

অপরদিকে উক্ত এলাকার বাসিন্দারা গণমাধ্যমকে জানান, রাতে ২টি ভারী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। উভয়টিই সম্ভবত গাড়ি বোমা ছিল। তারা জানান, এসময় জেলাটির পুলিশ প্রধানসহ অনেক কাবুল সৈন্য ও পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে। সরকার হতাহত সেনাদের সংখ্যা গোপন করার চেষ্টা করছে।

তালেবান মুজাহিদিন এই হামলার কথাও স্বীকার করে বলেছে যে, মুজাহিদগণ রাতে ফারসি জেলা কেন্দ্র, পুলিশ সদর দফতর ও জাতীয় সুরক্ষা অধিদফতর (এনডিএস) ভবন দখলে নিয়েছেন।

পাকিস্তান | পাক-তালিবানের হামলায় ১২ এরও বেশি মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে দেশটির মুরতাদ সেনাদের উপর একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে ২ সৈন্য নিহত এবং ১০ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির লোই মুম্যান্ড সীমান্তের কিটকোট সার্মিন এলাকায় মুরতাদ সেনাদের ৩টি পোস্টে তীব্র হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন।

দলটির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র- মোহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে এই অভিযানে ১০ জন মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। যারা দীর্ঘ ৩ঘণ্টা যাবৎ মুরতাদ সেনাবাহিনীর পোস্টগুলোতে হামলা চালিয়েছেন।

মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের ফলে মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্ট সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং অন্য ২টি আংশিক ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১০ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা পোস্ট ছেড়ে পালিয়েছে।

মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিহুল্লাহ এই হামলার কথা স্বীকার করে আরো জানান যে, এই অভিযানের সময়, আমাদের ২ জন সাথী সামান্য আহত হয়েছেন, যাদের চিকিৎস করা হয়েছে। বাকি মুজাহিদগণ নিরাপদে ঘাঁটিতে পৌঁছেছেন।

ফটো রিপোর্ট | তালিবানদের মিলিটারি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প- কান্দাহার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একদল তরুন তালিবান যোদ্ধার মিলিটারি প্রশিক্ষণের কিছু ছবি। যা ক্যামেরায় ধারণ করেছে তালিবানদের অফিসিয়াল 'আল-ইমারাহ স্টুডিও'। তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের কান্দাহারে ইমারতে ইসলামিয়ার পরিচালিত একটি সামরিক ক্যাম্প থেকে এসব যুবকরা তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন।

https://alfirdaws.org/2021/05/05/49009/

বগুড়ায় অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের গুলিতে কওমি মাদরাসার মোহতামীম নিহত

বগুড়ায় প্রকাশ্যে মহাসড়কে মোজাফ্ফর হোসেন (৬০) নামের কওমী মাদরাসার মুহতামীমকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি নাটোরের সিংড়া উপজেলার সুকাশ গ্রামের মৃত সায়েদ আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার (৪ মে) সকাল সাড়ে ১০টায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে শাজাহানপুরের জোড়া কৃষি কলেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

সুকাশ ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য মাহবুবর রহমান জানান, মোজাফফর হোসেন পেশায় কবিরাজ। তিনি একটি কওমী মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বগুড়া শহরের নিশিন্দারা এলাকায় বসবাস করেন।

জানা যায়, মোজাফ্ফর হোসেন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে বগুড়া শহরের দিকে আসছিলেন। পথে কৃষি কলেজের সামনে মোটরসাইকেলে করে আসা একদল দুর্বৃত্ত অটোরিকশার গতিরোধ করে।

এরপর তারা প্রকাশ্যে মোজাফফর হোসেনকে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তার বুকের বাম পাশে গুলির চিহ্ন রয়েছে।

খোরাসান | হেলামান্দের রাজধানী অবরোধ , ৪১টি চেকপোস্ট নিয়ন্ত্রণে নিল তালিবান

তালেবানের চতুর্মুখী হামলায় এলাকা ও চেকপোস্ট ছেড়ে পালাচ্ছে মুরতাদ কাবুল বাহিনী। দেশটির হেলামান্দের প্রাদেশিক রাজধানী অবরোধ এবং ৩৮টি চেকপোস্ট নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তালেবান।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ১লা মে থেকে আফগানিস্তান জুড়ে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সামরিক অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ শহর ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে চুক্তির কারণে অভিযান বন্ধ থাকলেও গত ১লা মে চুক্তির সময় সীমা শেষ হয়। এরপর থেকেই তালেবান গুরুত্বপূর্ণ শহর ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছেন।

তালেবানদের সূত্রগুলো জানিয়েছে যে, শুধু ৪ মে আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের নাহর-সিরাজ ও নাওয়াহ জেলা ২ টিতেই তালেবান মুজাহিদগণ ২৪ ঘণ্টার লড়াইয়ে কাবুল বাহিনী থেকে বিজয় করে নিয়েছেন ৩৮টি চেকপোস্ট ও এসব চেকপোস্টের অধীনে থাকা বিস্তীর্ণ এলাকা। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় নিহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৫৯ এরও বেশি সৈন্য, আহত হয়ে ময়দান ও চেকপোস্ট ছেড়ে পালিয়েছে আরো শত শত মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন কয়েক হাজার গুলা-বারুদ ও ভারি ভারি অগণিত যুদ্ধাস্ত্র।

বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর সাথে এই লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন ৫ জন মুজাহিদ এবং আহত হয়েছে আরো ৮ জন মুজাহিদ।

تقبلهم الله تعالى

এদিকে নাহর-সিরাজ জেলার তাবেলা অঞ্চল থেকে কাবুল প্রশাসনের ৩ টি পোষ্টের সমস্ত কর্মী, ১২ সৈন্য, ১৬ পুলিশ সদস্য তাদের অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে ইসলামী ইমারতের তালেবান মুজাহিদিনের সাথে যোগদান করেছ।

এসময় তারা ২৯টি ভারী অস্ত্রের পাশাপাশি কয়েক হাজার গোলা-বারুদ সাথে করে নিয়ে এসেছিল এবং তা মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

সূত্র আরো জানিয়েছে যে, তালেবান মুজাহিদগণ হেলামান্দের প্রাদেশিক রাজধানী গতকাল থেকে পরিপূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। এছাড়াও দুটি জেলার ৯৯.৯% এলাকাও নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ। জেলাগুলোতে লড়াই এখনো চলমান রয়েছে।

০৪ঠা মে, ২০২১

সৌদির পাঠ্যসূচিতে যুক্ত হচ্ছে মুশরিকদের বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনীর গ্রন্থ রামায়ণ-মহাভারত

পবিত্র ভূমি সৌদি আরবে এবার মুশরিক হিন্দুত্ববাদীদের 'রামায়ণ ও মহাভারতের' মতো মনগড়া বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনীকে দেশটির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী সৌদি প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। ইহুদি ঘেঁষা এই ক্রাউন প্রিন্স সৌদি আরবে ইসলামের ইতিহাসকে কলুষিত করে পশ্চিম পশু সভ্যতার মতো সাজাতে চাইছে। আধুনিকতার নামে শুরু থেকেই প্রিন্স সালমান বিভিন্ন পদক্ষেপ মুসলিমদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। সৌদি আরবে সিনেমা হল খোলা, ডান্স বারের উদ্বোধন থেকে শুরু করে নারীদের স্বাধীনতার নামে গাড়ি চালানো এবং সম্প্রতি মসজিদুল হারামে নারী নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি ভালোই আলোড়ন ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

তবে এবার প্রিন্স সালমান তার সৌদি আরব ভিশন ২০৩০ এর প্রেক্ষিতে সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসাবে অন্যান্য দেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি অধ্যয়নের নামে নাস্তিকতা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের রামায়ণ ও মহাভারত শেখানো হবে বলে জানা গেছে। সৌদির বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী সৌদি আরবের স্কুলগুলোতে পড়ানো বিভিন্ন বইয়ের পৃষ্ঠার ছবি তুলে পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি কীভাবে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সৌদি আরবের পাঠ্যসূচিতে। সেখানে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্মের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, শুধু রামায়ণ-মহাভারতই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়েও পাঠ দেয়া হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। তার মধ্যে থাকছে যোগচর্চা, আয়ুর্বেদের মতো প্রাচীন শিক্ষাও। নতুন সিলেবাসে বিভিন্ন ধর্ম নিয়েও পাঠদান করা হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও বেশি সর্ব ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণু (অসাম্প্রদায়িক তথা নাস্তিক) করে তুলতেই এই উদ্যোগ।

তবে এ নিয়ে খোদ সৌদি আরবের বাসিন্দাদের মাঝে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সৌদি আরবের মুসলিমরা বলছেন, এভাবে কাহিনি নির্ভর ও ভিত্তিহীন একটি ধর্মের ব্যাপারে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় সৌদি প্রশাসন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

সরকারের বন্দোবস্ত দেওয়া নিয়ে গুরুতর অনিয়ম

নীলফামারী সদরের খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের সরকারি খতিয়ানভুক্ত পেট বিষার বিলের একাংশ কৃষিজমি দেখিয়ে ছয়টি পরিবারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় ২০১৯ সালে। সম্প্রতি ওই বিলের জমি নিয়ে মৎস্যজীবী, কৃষক ও বন্দোবস্ত পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়েছে। দুই পক্ষই বিলে যাওয়া নিয়ে মুখোমুখি অবস্থান করছে।

এদিকে বন্দোবস্ত পাওয়া ছয়টি পরিবারকে ভূমিহীন বলা হলেও তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। সরেজমিনেও তাদের নিজস্ব জমি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

এর আগে ওই বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা শতাধিক ব্যক্তি ও কৃষক জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। স্থানীয় লোকজন জানান, ২ দশমিক ৮০ একর বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আশপাশের ভূমিহীন পরিবারগুলো। সেচের কাজেও এই বিলের পানি ব্যবহার করা হয়। শুষ্ক মৌসুমেও বিলে পানি থাকে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিলের ১ দশমিক ৬৫ একর অংশকে কৃষিজমি দেখিয়ে ৬ জনকে ৯৯ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। কবুলিয়ত দলিল সম্পাদন করে দেন তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাহিদ তামান্না। তিনি বর্তমানে ঢাকার সাভারে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কর্মরত।

মুঠোফোনে নাহিদ তামান্না বলেন, খাসজমির তালিকায় বিলটির ওই অংশের দোলা (কৃষিজমি) হিসেবে উল্লেখ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের প্রত্যয়ন অনুযায়ী ভূমিহীনদের নির্বাচন করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে পরে কবুলিয়ত দলিল সম্পাদন করে দেওয়া হয়।

খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের কৃষক জিতেন্দ্র নাথ রায় (৫০) বলেন, ২০১৪ সালে কৃষি বিভাগ (সেচ) আইপিপি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ে বিলটি পুনঃখনন করে।

বন্দোবস্ত পাওয়া ৬ পরিবারের মধ্যে ৬২৩০ নম্বর দলিলে দক্ষিণ কিসামত গোড়গ্রামের হাবিবুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী নূর নাহার সিকদার পেয়েছেন ৩০ শতক। হাবিবুর রহমানের কৃষিজমি আছে ২৮ শতক। বন্ধক নিয়ে চাষ করেন আরও চার বিঘা জমি। নূর নাহার সিকদার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহায়ক পদে কর্মরত। চার কক্ষের আধা পাকা বাড়িও আছে তাঁদের। তবে ছেলেমেয়েকে নিয়ে নূর নাহার সিকদার জেলা শহরে ভাড়া বাসায় থাকেন।

বন্দোবস্ত পাওয়া বাকি পাঁচ পরিবারের মধ্যে চারটিই হাবিবুর রহমানের আত্মীয়ের। সরেজমিনে তাঁদের সবারই নিজস্ব জমি ও পাকা, আধা পাকা বাড়ি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথম আলো

মডেল মসজিদ নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মডেল মসজিদ নির্মাণে অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। ঠিকাদার আওয়ামী মাফিয়া বাহিনীর লোক।

নিম্নমানের বালু, কমগ্রেডের সিমেন্ট, পরিমাণে কম ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো ইট, ২০ মিলির পরিবর্তে ১৬ মিলির রড, মসজিদের বেইজে ঢালাইয়ে পাথরের পরিবর্তে ইটের খোয়া ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢালাইয়ের কাজে স্টিলের স্যাটারিং ব্যবহার বাধ্যতামূলক থাকলেও সেখানে কাঠের সাটারিং ব্যবহার করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের ছোট ভাই মোস্তাফিজুর রহমান রবিন মসজিদটি নির্মাণে ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছেন। প্রতিমন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে এই নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে।

নির্মাণাধীন মসজিদটি ঘুরে দেখা গেছে, এর প্রাথমিক স্তরের কাজ চলছে। মসজিদের পিলার ও গম্বুজের কাজ চলমান দেখা গেছে। এসময় নির্মাণ শ্রমিকদের কাছে কাজের মান প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কেউ বলার আগ্রহ দেখাননি।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শ্রমিক বলেন, 'মসজিদের কাজের মান খুবই খারাপ হচ্ছে। বেইস ঢালাইয়ে পাথরের খোয়া ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও সেখানে ইটের খোয়া ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নমানের বালু ও কমগ্রেডের সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়েকটি জায়গায় পুরনো ইট, পুরনো প্লেইন রড ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে যেখানে ২.৫ এফএম'র বালু ব্যবহারের কথা সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের ধুলোর মতো বালু। সিমেন্টের ব্যবহার পরিমাণ মতো দেওয়া হচ্ছে না। ইট ও পাথরের খোয়া ভালোভাবে পরিষ্কার না করে ময়লাযুক্ত অবস্থায়ই ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

ওই শ্রমিক আরো বলেন, 'আমরা কামলা দেই। ঠিকাদার যেভাবে কাজ করতে বলেন সেভাবেই আমাদের করতে হয়।'

কালের কণ্ঠ

ফটো রিপোর্ট | তালেবানদের অত্যাধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণের ভিডিও (শীঘ্রই আসছে)

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অফিসিয়াল 'মনবা-উল-জিহাদ স্টুডিও' সম্প্রতি তালেবান মুজাহিদদের অত্যাধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণের নতুন একটি ভিডিওর ট্রেলার সম্প্রচার করেছে। 'জিহাদের প্রস্তুতি-৫' শিরোনামে ২:১৯ সেকেন্ডের ভিডিওর ট্রেলারটিতে তালেবানদের কমান্ডো ফোর্সের আকর্ষণী সামরিক প্রশিক্ষণের দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

আশা করা যায়, এটি বিশ্বাসীদের হৃদয়কে প্রশান্ত ও আধ্যাত্মিক স্বস্তি দিবে। মুসলিম ভূমি পুনরুদ্ধার ও তার প্রতিরক্ষায় যুবকদেরকে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি এটি নিপীড়িত জাতিকে বিজয়ের আশা দেখাবে।

ভিডিওটির আকর্ষণীয় কিছু মুহূর্ত...

https://alfirdaws.org/2021/05/04/48983/

দখলদারিত্বের কবলে শাইখ জাররাহঃ বসতবাড়ি হারানোর শঙ্কায় ৫৫০ ফিলিস্তিনি

জায়নিস্ট ইসরাইল তাদের দখলদারিত্বের অংশ হিসেবে পূর্ব জেরুজালেমের শাইখ জাররাহ থেকে ২৮ মুসলিম পরিবারকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে ২৮টি পরিবারের ৫৫০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম বাস্তুচ্যুত হবেন বলে জানা যাচ্ছে।

গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, দখলদার ইসরাইলি উচ্চ আদালতের নির্দেশে শাইখ জাররাহের মুসলিম পরিবারগুলো আজ চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ।

এবার ইহুদীরা শাইখ জাররাহের মুসলিম বাড়িগুলো নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করছে। আপাতত মুসলিমদের উৎখাত না করে বাড়িগুলোর মালিকানা ইহুদিদের বুঝিয়ে দিয়ে নিজ বাড়িতে ভাড়া থাকতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কিংবা ফিলিস্তিন পরিবারগুলোর কেউ মারা গেলে তখন বাড়ি হস্তান্তরের পরামর্শ দিচ্ছে কেউ কেউ। তবে ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিমরা ইহুদীদের এইসব ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইসরাইলি আদালত ৬ই মে বৃহস্পতিবার, ২০২১ পর্যন্ত ইহুদী ও মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতায় পৌছতে রায় দিয়ে মুলতবি ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালে ফিলিস্তিনের উপকূলীয় শহর হাইফা ও ইয়াফা থেকে এই মুসলিম পরিবারগুলোকে বিতাড়িত করে দেয়া হয় হয়েছিল, যারা বর্তমানে পূর্ব জেরুজালেমের শাইখ জাররাহতে শরণার্থী হিসাবে এসে বসতি গড়েন। তখন পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম জর্ডানের অধীনে ছিলো। তৎকালীন সময়ে জাতিসংঘ ও

জর্ডানের মধ্যকার চুক্তি অনুযায়ী শাইখ জাররাহতে জর্ডান সরকার ফিলিস্তিন শরনার্থীদের জন্য বসতি গড়ে। কিন্তু ভূমি চুক্তি মতে তিন বছর বসবাসের ফলে ফিলিস্তিন পরিবারগুলো শরনার্থী স্টযাটাস হারিয়ে ভূমির মালিকানা স্বত্ব বুঝে পায়।

১৯৬৭ সালে যুদ্ধবাজ ইসরাইল পূর্ব জেরুজালেম জোড়পূর্বক দখল করে নেয়, ফলে জর্ডান পূর্ব জেরুজালেমে তার কর্তৃত্ব হারায়। কিন্তু তখনো ভূমির মালিকানাস্বত্ব পরিবর্তন হয়নি।

১৯৭২ সালে এসে দখলদার ইহুদীরা জাল কাগজপত্র বানিয়ে শাইখ জাররাহের মুসলিম বাড়িঘরগুলোর মালিকানা দাবি করে।

বর্তমানে দখলদার ইসরাইলি আদালত জর্ডান-জাতিসংঘের করা দাপ্তরিক চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করে শাইখ জাররাহের মুসলিম বাতিগুলোর মালিকানা ইহুদিদের বলে রায় দিয়েছে।

শাইখ জাররাহের স্মৃতিকাতর এক প্রবীণ বাসিন্দা আবেগী কণ্ঠে বলেন,"আমরা যাবো না। শাইখ জাররায় জাতিগত নির্মূল বন্ধ করুন।"

ইয়ামান | আল কায়েদার পৃথক হামলায় ৭ এরও বেশি হুথি নিহত

ইয়েমেনের বাইদা প্রদেশে শিয়া হুথি বাহিনীর উপর ৪৮ ঘন্টার ব্যবধানে ২ টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা ভিত্তিক আনসারুশ শারীয়াহ্'র মুজাহিদীন। এতে অন্ততপক্ষে শিয়া হুথি বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে দুটি সাঁজোয়া যান। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন বিভিন্ন মডেলের অস্ত্র।

গত বৃহস্পতিবার রাতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনের মধ্যাঞ্চলীয় বাইদা প্রদেশে মুরতাদ হুথিদের কয়েকটি চেকপোস্টে ভারী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদীনরা। হামলায় ৪ শিয়া সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে হুথীদের একটি সাঁজোয়াযান। একই সাথে মুজাহিদীনরা মর্টার, মর্টার ও আরপিজি শেল গনিমত লাভ করেছেন।

একই প্রদেশে শনিবার রাতে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথিদের একটি গাড়ি মুজাহিদদের লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরকের শিকার হয়। এতে ৩ শিয়া সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং গাড়িটি পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, গত সপ্তাহ থেকে ইয়েমেনের বাইদা প্রদেশ জুড়ে প্রতিরোধের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন আনসারুশ শারীয়াহ্'র জানবায মুজাহিদীন। গত ১৬ই রমাদানেও তাদের আকস্মিক হামলায় হুথিদের একটি আর্মর্ড গাড়ি (বিএমপি) ধ্বংস হয়েছে এবং অনেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

অস্ত্র গুলি হেরোইনসহ যুবলীগ নেতা আটক

সিলেটে যুবলীগ নেতা জাকিরুল আলম জাকিরকে আটক করা হয়েছে। এসময় র‍্যাব তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে বিদেশি রিভলভার, ২টি গুলি ও হেরোইন। রোববার বিমানবন্দর থানাধীন মালনীছড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে।

সোমবার দুপুরে বিমানবন্দর থানা পুলিশ তাকে অস্ত্র ও মাদক মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করে।

গ্রেফতারকৃত জাকির মোগলাবাজার থানাধীন কুচাই এলাকার সাজ্জাদ আলীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন র‍্যাব-৯ এর এএসপি ওবাইন। তিনি বলেছে, তার কাছ থেকে বিদেশি রিভলভার, ২টি গুলি ও ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

মুফতি হারুন ইজহারকে আরো ৯ দিনের রিমান্ড

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বিলুপ্ত হওয়া কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক মুফতি হারুন ইজহারের তিন দিন করে নয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে চট্টগ্রামের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হেলাল উদ্দিন ভার্চুয়াল শুনানি শেষে এই আদেশ দেয়। একই সঙ্গে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাটহাজারী থানার আরও দুই মামলায় হারুন ইজাহারকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়েছে আদালত।

গত বুধবার রাতে নগরের লালখান বাজার জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে মুফতি হারুন ইজহারকে গ্রেফতার করে সন্ত্রাসীবাহিনী।

সেনা প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়সীমা লঙ্ঘন করায় হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে তালেবান

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ফারাহ প্রদেশে তালেবান তীব্র হামলা চালিয়েছে।
সোমবার স্থানীয় কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। চলতি বছরের ১ মে'র মধ্যে দেশটি থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার ঘোষণার পর থেকেই সাম্প্রতিক সময়ে হামলার ঘটনা বেড়ে গেছে।

এক ভিডিও বার্তায় ফারাহ প্রদেশের গভর্নর তাজ মোহাম্মদ জাহিদ বলেছে, তালেবান একটি আর্মি পোস্টে হামলা চালিয়েছে। তারা কাছাকাছি একটি বাড়ি থেকে ৪শ মিটার গভীর সুরঙ্গ খুড়েছে। তালেবানের সদস্যরা এক সেনাকে ধরে নিয়ে গেছে বলেও উল্লেখ করেছে।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে স্থানীয় দুই কর্মকর্তা জানায়, এলিট কমান্ডো ফোর্সসহ সেনাবাহিনীর ডজনখানেক সদস্য নিহত হয়েছে। প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য খায়ের মোহাম্মদ নুরজাই বলেছে, হামলায় প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছে এবং ওই সেনা ঘাঁটি এখন তালেবানদের দখলে চলে গেছে।

এছাড়া আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ৩০জন নিহত ও ৯০ জনের বেশি আহত হয়েছে। এ ঘটনাকে আত্মত্যাগী হামলা বলে উল্লেখ করেছে আলজাজিরা।

আফগান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র তারিক আরিয়ান আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, আরও মৃতদেহের তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা দেয়, আফগানিস্তানে দুই দশকের বিদেশি সেনার উপস্থিতির অবসান ঘটবে সামনের ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ১ মে। আগের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুসারে, নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে ১ মে'র মধ্যে সেনা প্রত্যাহার হওয়ার কথা ছিল।

তাই 'আফগানিস্তান থেকে বিদেশী বাহিনী প্রত্যাহারে সর্বসম্মতি ভিত্তিতে নির্ধারিত ১ মের সময়সীমা লঙ্ঘনে ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তানের (তালেবান) জন্য দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সব ধরনের পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার পথ খুলে গিয়েছে বলে জানিয়েছে তালেবান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ

.

আর একটা ব্যাপার খুব লক্ষণীয়, আমেরিকা চুক্তি ভঙ্গ করেছে কিন্তু এটা নিয়ে কুফফার মিডিয়ায় কোনো হৈচৈ নাই। যদি তালেবান চুক্তি ভঙ্গ করতো তাহলে মিডিয়ায় শত শত নিউজ চলে আসতো..

.

হলুদ মিডিয়ার এটাই আসল চেহারা যে এরা পরিপূর্নে রুপে ইসলামবিদ্বেষী ও ইসলামের জঘন্য শত্রু।

০৩রা মে, ২০২১

২০ বছর পর জেল থেকে মুক্তি পেলেন নিরপরাধ শতবর্ষী নারী

বাংলাদেশে একটি হত্যা মামলায় ২০ বছরের মতো কারাভোগ করার পর আদালতে পুরোপুরি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন শতবর্ষী এক নারী।

পরিবারের বেশ ক`জনের সাথে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন চাঁদপুরের অহিদুন্নেসা।

আজই তিনি ছাড়া পেয়েছেন কাশিমপুর জেল থেকে। ছেলেসহ পরিবারের কয়েকজন সদস্য তাকে গ্রহণ করেন।

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সুব্রত কুমার বালা বলেছে,“কারাগারেই ভেতরেই মারা যেতে হয় কিনা এরকম একটা বিষয় তার মাথায় সবসময় কাজ করতো।”

“যেহেতু তার অনেক বয়স হয়েছিলো, তার চলাফেরায় অসুবিধা হতো। তার একজন দেবরের ছেলের বউ একই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে তার সাথেই জেল খাটছিলেন। তিনিই অহিদুন্নেসাকে দেখাশোনা করতেন।”

অহিদুন্নেসা যখন কারাগারে যান তখনই তার বয়স আশির কোঠায়।

তার ছাড়া পাওয়ার গল্প যেন কল্পকাহিনীকেও হার মানায়।

তবে গল্পের শুরু সেই ১৯৯৭ সালে যখন জমিজমা নিয়ে কোন্দলকে ঘিরে চাঁদপুরের মতলবে ঘটেছিলে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। একই পরিবারের সাতজনকে হত্যা করা হয়েছিলো।

সেই হত্যাকাণ্ডের দায়ে একই বাড়ির শরিক অহিদুন্নেসার স্বামীসহ দুজনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো। আরো কয়েকজন আত্মীয়র সাথে অহিদুন্নেসার যাবজ্জীবন হয়।

কিন্তু সেই কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্যে কুফরী আদালত বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে আবেদন করতে না পারায় তার যাবজ্জীবন বহাল থাকে।

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলছেন, একটি শুনানির পর তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তি দিয়েছে আদালত।

তিনি বলেন, “হাইকোর্ট ডিভিশন, আপিল বিভাগ, সেশনস কোর্টের তিনটা রায়ই পর্যালোচনা করে সর্বোচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, আসলে সেই স্বীকারোক্তিতে তিনি ঐ হত্যায় নিজেকে জড়িত করেন নি।"

" ২০ বছর পর আদালত মনে করেছে যে পরিবারের অন্যান্য অনেকেই হয়ত ঐ হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু তিনি এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেননি।

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার আগেই দৃষ্টিশক্তি প্রায় পুরোটাই হারিয়ে ফেলেছেন অহিদুন্নেসা।

জেলে থাকা অবস্থাতেই স্বামী ও এক সন্তানকে হারিয়েছেন।

সোনার বাংলাদেশে অহিদুন্নেসার মতো হাজারো নিরীহ মানুষ কে, মিথ্যে মামলা দিয়ে প্রতিদিনেই ফাঁসানো হয়।

যাদের কপালে অনেকের হয়তো মুক্তিও মিলে না।

আর বর্তমানে তাগুত প্রশাসন, তাওহিদবাদী মুসলিম ও উলামায়ে কেরামদের ফাঁসানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে এই মিথ্যা মামলা।

ফিলিস্তিন | আমি যদি চুরি না করি অন্য কেউতো চুরি করবেই

রাষ্ট্রীয়ভাবে ফিলিস্তিনি ভূমি দখলের পর এবার ব্যাক্তি পর্যায়েও শুরু হয়েছে ফিলিস্তিনি জমি দখল। এরই ধারাবাহিকতায় দখলকৃত জেরুজালেমের এক ফিলিস্তিনির বাড়ির দখল নিয়েছে এক ইহুদি দখলদার।

ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম (DOAM) এর এক ভিডিও পোস্টে দেখা যায়, এক ফিলিস্তিনি মহিলার বাড়ির দখল নিয়ে বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে এক মধ্য বয়স্ক ইহুদি।

বাড়িতে এসে এ দৃশ্য দেখে অবাক ফিলিস্তিনি মহিলা ও তার পরিবার। দখলদার ইহুদির সাথে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনি মহিলা বলল, 'তুমি জান এটি আমার বাড়ি, এটি তোমার বাড়ি নয়!' দখলদার ইহুদি অবাক করা উত্তর দিয়ে বলল, 'হাঁ, আমি জানি এটি তোমার বাড়ি, আমি যদি এটি চুরি না করি তবে অন্য কেউতো এটি চুরি করবেই'!

উল্লেখ্য যে, অধিকৃত জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের নানাভাবে নির্যাতন করছে দখলদার ইসরায়েল। ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর ঘুড়িয়ে দেয়া, ফসলি জমি দখল, গাছপালা উপড়ে ফেলাসহ ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর থেকে চুরি করা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

একই দিনে বার্তা সংস্থা DOAM আরও একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে। যেখানে দেখা যায় এক ফিলিস্তিনির বাড়িতে ইসরায়েলি ইহুদিরা চুরি করতে এসেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। এসব ইহুদিদের প্রহরায় রয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

ভিডিওতে দেখা যায় চুরি শেষে ইহুদিরা বাড়ির ছাঁদে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে অসহায় ফিলিস্তিনি মহিলা নিজ বাড়ির গেইটে দাঁড়িয়ে চুরি করা দৃশ্য দেখছেন।

অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে পদোন্নতি পেল চাঁদাবাজ হারুন-অর-রশিদ

পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশীদসহ পদোন্নতি পেয়েছে ঢাকায় কর্মরত ৭ জন পুলিশ সুপার (এসপি) সমমর্যাদার কর্মকর্তা। পদোন্নতি পেয়ে তারা অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (অ্যাডিশনাল ডিআইজি) হয়েছে।

রোববার (২ মে) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে তাদের পদোন্নতির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

তেজগাঁওয়ের ডিসির দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে ডিসি হারুন অর রশীদ।

চাঁদাবাজ এসপি হারুন মাওলানা মামুনুল হক কে গ্রেফতার এবং তার নামে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে মরতাদ আওয়ামী লীগের মন জয় করেছে, আগামীতে তার আরো প্রমোশন হবে।
এর থেকে একটা জিনিস বুঝা যায় আওয়ামী লীগের পক্ষে যেই কাজ করবে তারই পদোন্নতি নিশ্চিত। হোক সে চোর-বাটপার, দুর্নীতিবাজ বা বড় কোন খুনি সন্ত্রাসী।

ডিসি হারুন ছাড়া পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হচ্ছে- সিআইডির মো. সাইফুল ইসলাম, ডিএমপির মো. আনিসুর রহমান, ডিএমপির নুরুল ইসলাম, ডিএমপির বিপ্লব বিজয় তালুকদার, স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) মো. মনিরুজ্জামান এবং পুলিশ সদরদফতরের শেখ রফিকুল ইসলাম।

দখলদার ইসরায়েলে এবার বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

ইসরায়েলের বৃহৎ বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের কাছে রোববার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে বিমানবন্দরের কাছাকাছি এলাকাটি পুড়ে গেছে। ইহুদি উপশহর জিতানের পাশে বিশাল এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। খবর আরব নিউজের।

রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি।

ইসরায়েলি দৈনিক ইয়াদুত আহারনোতও জানিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে ইসরায়েলে এ ধরনের বিপর্যয়ের ঘটনা বেড়ে গেছে। তিন দিন আগে রাজধানী তেলআবিবের কাছে একটি তেল স্থাপনায় বিস্ফোরণ হয়। গত এপ্রিলে ইসরায়েলের একটি পরমাণু স্থাপনার কাছেও রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরটি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ইহুদিবাদী এ দখলদার দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়নের নামে এই বিমানবন্দরের নামকরণ করা হয়েছে।

এটি রাজধানী তেলআবিব থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এই বিমানবন্দরেই ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর ২৭তম স্কোয়াড্রনের অবস্থান।

০২রা মে, ২০২১

আবারো বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিএসএফ

ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ) কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত থেকে রাশেদুল ইসলাম (২৬) নামে এক যুবককে ধরে নিয়ে গেছে। গত (৩০ এপ্রিল) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের ছাঁটকড়াইবাড়ি সীমান্তে আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১০৫৬ এর কাছে এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বিএসএফ কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া রাশেদুল ইসলাম উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের ছাঁটকড়াইবাড়ি গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

এদিকে দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে গণমাধ্যমকে বলেন, ওই যুবক পেশায় রাজমিস্ত্রি।

অপরদিকে বিজিবি জামালপুর ৩৫ ব্যাটালিয়নের দাঁতভাঙ্গা ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান বলেন, ঘটনার দিন ভারতের গুটলিগাঁও ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানালেও তারা করোনার অজুহাতে দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

এপ্রিলে করোনা পরিস্থিতিতেও ১৬৮টি ধর্ষণ ও গণধর্ষণ

প্রাণঘাতী করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও গত মাসে (এপ্রিল) দেশে ৩৭১টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ১৩৭টি। আর গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩১টি।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দিয়েছে। এ ছাড়া ৯ জন প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে তথ্য দিয়েছে সংস্থাটি।

মানবাধিকার সংস্থাটি নিজেরা ও বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে।তারা বলছে, মহামারির মধ্যেও দেশে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা যেমন ধর্ষণ, হত্যা ও পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনার বেড়েই চলেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি বলেছে, ধর্ষণের শিকার ১৩৭ জনের মধ্যে ৭৬ জন শিশু ও কিশোরী। এপ্রিলে ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছে ১৫টি। যৌন হয়রানি ২২টি ও শারীরিক নির্যাতনের ২৯টি ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে অ্যাসিড নিক্ষেপে

আক্রান্ত হয়েছেন ২ নারী। এ ছাড়া ৩২ জন কিশোরীসহ মোট ৬৯ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। আর অপহরণের শিকার হয়েছে তিন শিশু, চার কিশোরী ও দুই নারী। অপরদিকে ১১ শিশু নিখোঁজ রয়েছে।

এ ছাড়া গত মাসে ৭৫ জন নারী ও শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন জানিয়ে সংস্থাটি বলেছে, গণমাধ্যম সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পারিবারিক বিরোধ, প্রতিশোধ, যৌতুক, তালাক এবং জমিসংক্রান্ত বিরোধ প্রভৃতি কারণে এ হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে।

দখলদার ইসরায়েলের তেল শোধনাগারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

ইসরায়েলের হাইফা নগরীর একটি তেল শোধনাগারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার বিকেলে হাইফা নগরীর বাযান তেল শোধনাগারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দেশটির গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এই খবর দিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম।

সাইবার হামলার ফলে ওই অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

ইসরায়েলের জেরুজালেম পোস্ট পত্রিকা জানিয়েছে, বাযান শোধনাগারের একটি ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এছাড়াও অগ্নিকাণ্ডে তেল শোধনাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাইপ ভেঙে গেছে।

গণমাধ্যম আরও জানায়, এরই মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে তবে শোধনাগার থেকে আপাতত তেল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এই ঘটনায় শোধনাগারের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

০১লা মে, ২০২১

ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদদলিত হয়ে ৪৪ ইজরাইলী নিহত

ইজরাইলের উত্তরাঞ্চলে স্থানীয় সময় শুক্রবার ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদদলিত হয়ে কমপক্ষে ৪৪ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। খবর এএফপির।

ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা 'লাগ বাওমর' পালনের জন্য মাউন্ট মেরনে জড়ো হয়। ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ছুটির দিন হিসেবে এটি পালন করা হয়।

গত বছর করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে এখানে গণজমায়েতের ওপর বিধিনিষেধ দেওয়া হয়। ইজরাইলে করোনা সংক্রমণ কমে যাওয়ায় এ বছর সেটি খুলে দেওয়া হয়।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, যে জায়গায় মানুষের বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তার একাংশ ধসে পড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে উদ্ধারকর্মীরা জানান, পদদলিত হওয়ার কারণে এ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

কর্তৃপক্ষ ওই ধর্মীয় উৎসবে ১০ হাজার মানুষ সমবেত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। আয়োজকেরা বলছে, ৬৫০টির বেশি বাসে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ মেরনে যায়। ইয়েহুদা গতলেইব নামের স্বেচ্ছাসেবী জানায়, উঁচু থেকে একজন অন্যের ওপর পড়তে শুরু করে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান হারিয়েছে।

ইজরাইলের উদ্ধারকারী দল দ্য মেগান ডেভিড অ্যাডম জানায়, এ পর্যন্ত ৪৪ জন নিহত হয়েছে। আহতদের অবস্থাও গুরুতর।

ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এ ঘটনাকে বড় ধরনের বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছে।

---

৫ দিনের মধ্যে ফিলিস্তিনি পরিবারকে বাড়ি ত্যাগের ইসরায়েলি নির্দেশ

ফিলিস্তিনের জর্ডান উপত্যকায় এক ফিলিস্তিনি পরিবারকে ৫ দিনের মধ্যে তাঁর নিজ বাড়ি ছাড়তে নির্দেশ জাড়ি করেছে দখলদার ইসরায়েল।

গত ২৯ এপ্রিল ইসরায়েলি বাহিনী এ নির্দেশ জাড়ি করে। খবর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্কের।

খবরে বলা হয়, ফিলিস্তিনের এ এলাকাটি দখলদার ইসরায়েল সামরিক এলাকা হিসেবে ব্যবহার করেছে। ইসরায়েল প্রায়ই এ এলাকায় সামরিক মহড়া নিয়ে থাকে। এ এলাকাটিকে সামরিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করার পর থেকেই ফিলিস্তিনিদের হটাতে শুরু করে ইসরায়েল।

তারই অংশ হিসেবে গত ২৯ এপ্রিল এক ফিলিস্তিনি পরিবারকে তাঁর নিজ বাড়ি ছাড়তে নির্দেশ জাড়ি করে সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনের এ এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার ফিলিস্তিনি বসবাস করে। কিন্তু এলাকার ৯০ শতাংশ ভূমিই দখল করে নিয়েছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। আর এ এলাকায় প্রায় ১২ হাজার ইসরায়েলি অবৈধভাবে বসতি স্থাপন করেছে। এছাড়াও এ এলাকায় ৫০ টি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করেছে সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

গেল কয়েকবছরে এলাকাটিতে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রাসন চালিয়েছে ইসরায়েল। বিগত ২০২০ সালে এ এলাকাতে ইসরায়েলি আগ্রাসনে ৮০০ ফিলিস্তিনি বাড়িছাড়া হয়েছে। এছাড়াও ২০১৯ সালে ৬৭৭ জন, ২০১৮ সালে ৩৮৭

জন এবং ২০১৭ সালে ৫২১ টি ফিলিস্তিনি পরিবার নিজ বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অর্থাৎ গত ৪ বছরে ২,৩৮৫ ফিলিস্তিনি পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাওলানা নিয়াজুলসহ ৬ জন গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামি আন্দোলন জেলা শাখার মহিলা ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির মাওলানা নিয়াজুল করিমসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে মুরতাদ পুলিশ।

শনিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রইস উদ্দিন জানায়, শুক্রবার রাত পর্যন্ত বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তাদের আজ শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এসব মামলায় এপর্যন্ত ৩৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িত ইসলামি আন্দোলন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার মহিলা ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির মাওলানা নিয়াজুল করিমকে গ্রেফতার করেছে। তাছাড়াও আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গত ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানায় ৪৯টি, আশুগঞ্জ থানায় তিনটি ও সরাইল থানায় দুটিসহ মোট ৫৪টি মামলা রুজু হয়েছে।

এসব মামলায় ৪১৪ জন এজাহারনামীয় আসামিসহ অজ্ঞাতনামা ৩০-৩৫ হাজার লোকের নামে মামলা হয়েছে।

ভোলায় ঘরে ঢুকে প্রতিবন্ধীকে বিজিবি সদস্যের জোরপূর্বক ধর্ষণচেষ্টা

ভোলার চরফ্যাশনে স্বামীর দুর্ঘটনার কথা বলে ঘরে ঢুকে প্রতিবন্ধী গৃহবধূকে জোরপূর্বক ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে মো. দুলাল হোসেন নামের বিজিবি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভোলা নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনালে ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে ১৩ এপ্রিল বিজিবি সদস্য দুলালকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।

শুক্রবার ওই গৃহবধূর পক্ষের আইনজীবী মো. ইকবাল হোসেন মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ছুটিতে বাড়িতে আসলে প্রায় সময় বিজিবি সদস্য দুলাল ওই প্রতিবন্ধী গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। এসব বিষয়ে তিনি এলাকার গণ্যমান্যদের জানালে বিজিবি সদস্য দুলাল ক্ষিপ্ত হয়। নানান সময়ে ছুটিতে বাড়িতে আসলে তাকে হুমকি ধমকি দিত।

গত ২ এপ্রিল সন্ধ্যায় তার স্বামী দুই সন্তান নিয়ে স্থানীয় বাজারে যান। এ সুযোগে দুলাল ভিকটিমের বাড়িতে যায়। তার স্বামী দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে বলে তাকে ডাকতে থাকেন। স্বামীর দুর্ঘটনার খবর শুনে ভিকটিম ঘরের দরজা খুলে দেয়।

এসময় অভিযুক্ত দুলাল তার মুখ চেপে ধরে টেনে হিঁচড়ে তার ঘরের রুমে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করেন। গৃহবধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে দুলাল পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় দুলালকে দেখতে পেয়ে ধাওয়া করে। স্থানীয়রা তাকে ধরতে ব্যর্থ হন।

পরে বিষয়টি তার স্বামী ও স্বজনদের জানিয়ে তিনি গত ১৩ এপ্রিল ভোলা নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনালে ভিকটিম বাদী হয়ে ওই অভিযুক্ত বিজিবি সদস্য দুলালকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।